লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
Fortnightly
The Ahmadi

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ২১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ২৬ রজব, ১৪৩৬ হিজরি | ১৫ হিজরত, ১৩৯৪ হি. শা. | ১৫ মে, ২০১৫ ঈসাব্দ

"তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না।" সূরা আলে ইমরান : ১০৪

"তোমরা পরস্পর এক হয়ে একত্র হয়ে থাকো। খোদা তা'লা মুসলমানদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, তোমরা এক দেহ আকারে থাকো নতুবা তোমাদের প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যাবে।" মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮

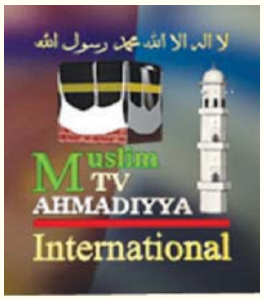

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

১। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

২। শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

৩। রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

৩। বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

এছাড়া বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন রাত ৮.০০-৯.০০ পর্যন্ত।

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

২৭ মে, ২০১৫ 'খিলাফত দিবস' উপলক্ষ্যে এমটিএ-তে রাত ৮.০০-৯.০০ পর্যন্ত বিশেষ অনুষ্ঠান বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000, Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

আহমদীয়া খেলাফত জগতময় কল্যাণ বিতরণ ধারা

মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্মিলিত ভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে সর্বজন মান্য ইমাম রূপে গ্রহণ করে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করে ইসলামের কল্যাণ বিতরণ ধারাকে খেলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সচল রেখেছিলেন। এই আধ্যাত্মিক ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, মুসলিম উম্মাহ কখনই নেতৃত্বহীন থাকতে পারে না বরং সকল প্রকার কল্যাণ ও উন্নতির চাবিকাঠি এই খেলাফতের মাঝেই নিহিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম জাতির। এই মহা কল্যাণ থেকে মাত্র তিরিশ বছর পেরোতেই তারা বঞ্চিত হয়ে গেল।

তবে মহানবী (সা.)-এর শুভ সংবাদ অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে এই ঐশী-কল্যাণ বিতরণ- ধারা পুণরায় সংস্থাপিত হয়েছে। আর এই কল্যাণময় ধারা কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হবার নয়।

আহমদীয়া খেলাফত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বিশেষ আশিস প্রাপ্ত সেই খেলাফত, যার ধারাবাহিকতায় আজ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর পঞ্চম খেলাফতকাল চলছে। তাঁরই খেলাফতকালে শতবর্ষ উদযাপন করার তৌফিক খোদা তা'লা আমাদের দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের ছায়া সর্বদা আহমদীয়া খেলাফতের ওপর পরিব্যপ্ত।

তৌহীদের ধ্বনী উচ্চকিত করতে এ জামা'ত প্রায় প্রতিদিনই একটি করে মসজিদ লাভ করছে আহমদীয়া খেলাফতের মাধ্যমে। মহানবী (সা.)-এর মিশন একদিকে রোম আর অন্যদিকে পারস্য পর্যন্ত এক খোদার বাণী পৌঁছাচ্ছে এবং কোটি কোটি হৃদয় আজ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কলেমা উচ্চারণ করে ইসলামের পতাকা তলে আশ্রয় নিচ্ছে। সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তৌহীদ প্রতিষ্ঠা লাভ করছে।

এই খেলাফতের অধীনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শত শত মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি কোটি কোটি দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও করছে। সেবার কোন ক্ষেত্র দৃষ্টিতে এলেই, নির্দ্বিধায় ঝাপিয়ে পড়ছে। এ সেবা আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ ও খড়া কবলিত এলাকা হোক, গুজরাট, জাপানে বা নেপালের ভূমিকম্প প্রপীড়িত লোকদের প্রয়োজন দেখা দিক, পাকিস্তানে প্লাবনে আক্রান্ত লোকদের সাহায্যের প্রশ্ন আসুক, বাংলাদেশে সিডর কবলিত এলাকার কথা আসুক, এমনকি উন্নত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রেও ভূমিকম্প বা অকস্মাৎ বন্যায় আক্রান্ত বাস্তুহারা লোকদের খাবার পৌঁছানোর সুযোগ আসুক জামা'তে আহমদীয়ার স্বেচ্ছা-সেবীগণ সেবার ঝান্ডা সমুন্নত রেখে অবনত মস্তকে খলীফার নির্দেশে সর্বান্তকরণে সেবায় নিয়োজিত থাকে।

মুসলিম জাহান আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শ্রেষ্ঠ-নবীর অনুসারী মুসলমানরা সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের শিকার হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। সবাই যুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে, স্বার্থের দ্বন্দে রণসাজে সজ্জিত, যে কোন সময় বিপর্যয় ঘটতে পারে, তাই সময় থাকতে এ বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের রাস্তা বের করা উচিত। সমস্ত মুসলিম আজ শতধা বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ছে, আর মুসলমানদের এই অনৈক্যের কারণেই তারা ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পরস্পরের রক্তপাত ঘটাচ্ছে অহরহ। সারা পৃথিবীর বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র রাস্তা খোলা আছে, আর তা হলো খোদা-প্রদত্ত নেতার আনুগত্য করা। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম বিশ্ব-নেতৃবর্গকে আর বড় বড় সব পার্লামেন্ট ভবনে বিরামহীনভাবে সেই আহ্বানই করে চলছেন। সমগ্র মুসলিম-দেশ যদি আজ এক নেতার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চলত, তাহলে এতসব দুর্যোগ হানা দিত না।

যারা আজ এই ঐশী-খেলাফতের নেতৃত্বে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন, তারা অনেক সৌভাগ্যবান। তারা খোদার আদেশ অনুযায়ী এক ইমামের আশ্রয়ে আছেন এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ এক দূর্গে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ! এ কথা দাবীর সাথেই বলতে পারি, সমগ্র পৃথিবীতে যে বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে, তা থেকে খোদা তা'লা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদেরকে মুক্ত রেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও রাখবেন, ইনশাআল্লাহ্। মহান খলীফার আশিসপূর্ণ দোয়ার ফলে খোদা তা'লা সকল আহমদীকে হেফাযত করছেন।

মর্যাদাপূর্ণ- এ ঐশী-খিলাফতের আশ্রয়ে আমরা আছি, তাই আমাদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আজ আমরা পঞ্চম খলীফা (আই)-এর দয়ার চাদরে আবৃত। আমাদের উচিত, খেলাফতের প্রতি আনুগত্যের মান পূর্বের চেয়ে আরো অনেক বৃদ্ধি করা। ২০০৮ সালে খিলাফত শতবর্ষ জুবিলীর উৎসবে বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) যে অঙ্গীকার আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, তার কতটুকু আমরা বাস্তবায়ন করছি-তা খতিয়ে দেখা দরকার। সেদিন আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম **"আমরা ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রসার আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবো। এই পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে সর্বদা আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এর জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করে রাখবো এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে বিশ্বের প্রতিটি দেশে সমুন্নত রাখবো। খেলাফত ব্যবস্থার সুরক্ষা ও এর দৃঢ়তার লক্ষ্যে আমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম চেষ্টা করে যাবো এবং বংশ পরম্পরায় নিজ সন্তান সন্ততিদেরকে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা ও এর কল্যাণরাজী অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট থাকার নসীহত করে যাবো, যেন কিয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়া খেলাফত সুরক্ষিত থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকে। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পতাকা যেন অন্য সব পতাকার উর্ধ্বে থাকে"।**

আমাদের প্রত্যেকেরই 'খেলাফতে আলা মিনহাযেন নবুওয়াতের' ধারায় পুণ:প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এই মাসটিতে আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত, যুগ-খলীফার সাথে কৃত অঙ্গীকার প্রতিপালনে আমরা কতটুকু তৎপর রয়েছি? খোদা তা'লা আমাদের সবাইকে যুগ-খলীফার সকল নির্দেশ যথার্থরূপে পালনের মাধ্যমে স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সূচিপত্র

১৫ মে, ২০১৫

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৩ এপ্রিল, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা।**	৬
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১০ এপ্রিল, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা।**	১৩
আহমদীয়া খিলাফত অশান্ত-অস্থির পৃথিবীর মুক্তির দিশারী ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্	১৯
তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মওলানা তাহের মাহমুদ	২৫
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৮
প্রিয় 'মা' মাহমুদ আহমদ সুমন	৩১
দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	৩৩
আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা খন্দকার আজমল হক	৩৬
গিবত একটি জঘন্য পাপ মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন	৪০
পাঠক কলাম **"বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠায় একক নেতৃত্বের গুরুত্ব"**	৪২
সংবাদ	৪৫
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	৪৭
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি– জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ	৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নূর-২৪

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ
لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ
يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৬। তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদেরকে খলীফা বানাবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর অবশ্য অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দেবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এবং এরপরও যারা অস্বীকার করবে, তারাই হবে দুষ্কৃতকারী।[২০৫৭]

২০৫৭। যেহেতু খেলাফত সম্বন্ধে বিষয়বস্তুর ভূমিকারূপ এই আয়াত প্রস্তাবনাস্বরূপ, সেহেতু পূর্ববর্তী ৫২, ৫৫ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের ওপর বার বার জোর দেয়া হচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্য ইসলামে খলীফার অবস্থান ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আয়াতটিতে এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব নেতৃত্বে অনুগৃহীত করা হবে। এ প্রতিশ্রুতি গোটা মুসলিম জাতিকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু খিলাফতের ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির মাঝে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মানরূপে স্থাপিত হবে, যিনি হযরত নবী করীম (সা.)-এর উত্তরাধিকারী হবেন এবং গোটা জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হবেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওয়াদা স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এখন মানবজাতির সর্বকালের জন্য একমাত্র পথ নির্দেশকারী, সে কারণেই তাঁর খেলাফত যে কোন আকারে পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং অন্যান্য সব খিলাফত অচল হয়ে যাবে। এরপর সব নবীর ওপর মহানবী (সা.)-এর অনুপম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বসমূহের মাঝে খেলাফতই হচ্ছে সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। আমাদের বর্তমান যুগে মহানবী (সা.)-এর এ সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক 'খেলাফত' পরিলক্ষিত হচ্ছে কেবল আহমদীয়া মুসলিম জামাতে, যা মহানবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক খলীফার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (দেখুন 'দি লারজার এডিশন অবদি কমেন্টারী, পৃষ্ঠা ১৮৬৯-১৮৭০)।

হাদীস শরীফ

নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত

হাদীস :

আন হুযায়েফাতা (রা.) ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহে (সা.) তাকুনু নাবুওয়াতু ফিকুম মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মাতাকুনু খিলাফতুন 'আলা মিনহাজিন নবুওয়াতে মাশাআল্লাহহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহুহাল্লাহু তা'লা সুম্মাতাকুনু মুলকান আযযান ফাতাকুনু মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তাআলা সুম্মা তাকুনা মুলকান জাবা রিয়্যাতান ফাতাকুনু মাশাআল্লাহু আনতাকুনা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন 'আলা মিনহাজিন নুবুওয়াতে সুম্মা সাকাতা।

অর্থাৎ হযরত হুযায়েফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)।

ব্যাখ্যা :

পবিত্র কুরআন হতে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ তা'লা ঈমান আনয়নকারী ও পুণ্যকর্মকারীদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীস হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার ওপর সঠিকভাবে আমল করবে, তখন আল্লাহ্‌র এ অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন,

"কিছু লোক ***ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সালেহাতে লাইয়াস তাখলেফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখলাফাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম"*** এর বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা 'মিনকুম' - তোমাদের মধ্য হতে–অনুবাদক)-এর অর্থ শুধু সাহাবাদের (রা.) নিয়ে থাকেন, এবং বলেন খেলাফত তাদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে ও কিয়ামত পর্যন্ত খেলাফতের নাম-গন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হলো খেলাফত স্বপ্নের মত শুধু ত্রিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধ:পতনের অশুভ গর্ভে নিপতিত হয়ে গেলো।"

"এগুলোকে নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তবে আমি কিভাবে বলতে পারি যে সে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বুঝতে পারে নি যে, এখানে খেলাফতের অঙ্গীকার স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। এ খেলাফত যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে তবে মূসা (আ.)-এর শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা দেবার কী প্রয়োজন ছিল?"

"যেহেতু মানুষের জন্য কোন স্থায়ীত্ব নেই তাই আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্তার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব)-ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি খেলাফত সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী যেন কখনও বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধু ত্রিশ পর্যন্ত মানে, সে মূর্খতাবশতঃ খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদা তা'লার উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, রসূল করীম (সা.)-এর ওফাতের পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্তায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবেন আর এরপর পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে কোন পরওয়া নেই" (শাহাদাতুল কুরআন পৃঃ ৩৪, পৃঃ ৫৮)।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের খেলাফতের রজ্জুকে ধরে এর আশীষ হতে কল্যণমন্ডিত হবার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

‘আমি তোমার অনুবর্তী এই জামা’তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপর প্রাধান্য দিব’

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদি কাল হইতে আল্লাহ্ তা’লার বিধান এটাই যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদা তা’লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয় ঃ। কেননা, তা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই ‘দ্বিতীয় কুদরত’ প্রেরণ করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে, যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদা তা’লা বলেছেন ঃ

“সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই ‘দ্বিতীয় কুদরত’ প্রেরণ করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে”

ম্যাঁয় ইস জামাতকো জো তেরে পায়রু হ্যাঁয় কিয়ামত তক
দোসরো পর গালবা দুঙ্গা

অর্থাৎ ‘আমি তোমার অনুবর্তী এই জামা’তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপর প্রাধান্য দিব’ (অনূবাদক)। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন ইহার পর সেই দিবস আগমন করে যাহা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত-দিবস। আমাদের সেই খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তোমাদিগকে সবকিছু দেখাবেন যা তিনি অঙ্গীকার করেছেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে, যা এখন অবতীর্ণ হবার সময়, তথাপি সেই সমুদয় বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার তরফ হতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হবেন, যাঁরা দ্বিতীয়- বিকাশ হবেন।

অতএব তোমরা খোদার ***কুদরতে সানীয়ার*** (দ্বিতীয় কুদরতের) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক। প্রত্যেক দেশে সালেহীনের জামা’তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয়। যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান হতে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদেরকে এটাও দেখানো হয় যে, তোমাদের খোদা কত মহাপরাক্রমশালী। স্বীয় মৃত্যু সন্নিকটে জানবে, তোমরা জান না যে সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হবে। জামা’তের পবিত্রচেতা বুযুর্গগণ আমার পরে আমার নামে লোকদের বয়আত (দীক্ষা) নিবে।

....খোদা তা’লা চাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু-প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত-দাসগণকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। এটাই খোদা তা’লার অভিপ্রায়, আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।

(আল ওসীয়্যত পুস্তক, সেপ্টেম্বর ১৯৯১সংস্করণ [বাংলায় অনুদিত] ঃ পৃঃ ১৫-১৭)

জুমুআর খুতবা

আহমদীয়াত প্রচার ও প্রসারে খোদা তা'লার সাহায্য

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩ এপ্রিল, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একদিন তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে ভ্রমণে বের হন। পথিমধ্যে খোদার কৃপাবারি এবং সাহায্য ও সমর্থনের উল্লেখ করা হলে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা সত্যকে সমুজ্জ্বল করতে এবং আমাদের এই জামা''তের সমর্থনে এত জোর দিচ্ছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের চোখ খোলে না। তিনি (আ.) বলেন, এক বিরোধী একবার আমাকে পত্র লিখেছে, আপনার বিরোধিতায় মানুষ কোন ত্রুটি করেনি, কিন্তু একটি কথার কোন উত্তর আমাদের জানা নেই, এত বিরোধিতা সত্ত্বেও সকল ক্ষেত্রে আপনি সফলতার সোপান মাড়িয়ে চলেছেন কীভাবে।

অতএব এই ছিল তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যার ফলাফল তখনও প্রকাশিত হয়েছে আর কেবল তখনই নয় বরং আজ পর্যন্ত বিরোধীরা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করছে কিন্তু এ জামা''ত খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় ক্রমশঃ উন্নতি করে চলছে। যেখানেই বা পৃথিবীর যে কোন অংশে বিরোধীরা আহমদীদের দমন-পীড়ন বা নিশ্চিহ্ন করার

অপচেষ্টা করেছে, আল্লাহ্ তা'লা সেসব দেশে যেখানে আহমদীদের ত্যাগ এবং কুরবানীর মান উন্নত করেছেন সেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তিনি স্বয়ং জামা'তের উন্নতির এমনসব পথ উন্মুক্ত করেছেন যে, যদি আমরা শুধু নিজের চেষ্টার বলে তা করার চেষ্টা করতাম তাহলে কখনও সফল হতাম না। কাজেই এতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে, আহমদীয়াত খোদার হাতে রোপিত চারা যা খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এবং উন্নতি করবে, ইনশাআল্লাহ্।

খোদা তা'লা এ যুগে কীভাবে ফযল করেন, কীভাবে মানুষের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেন, কীভাবে তাদের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে, ঐশী কৃপারাজির এমন কিছু ঘটনা এখন আমি উপস্থাপন করছি।

নাইজারে নিযুক্ত আমাদের জামা'তের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন, একটি তবলীগি সফর কালে একটি মাটির রাস্তায় যাত্রা করি এবং তবলীগ করতে করতে আমরা এগিয়ে যেতে থাকি। তিন দিন পর একই রাস্তায় ফিরে আসার পথে একটি গ্রাম পড়ে যার নাম হলো গিটাইটি। সেই গ্রাম অতিক্রম করার সময় লোকজন রাস্তায় আমাদেরকে যাত্রা বিরতিতে বাধ্য করে এবং বলে, আমরা সবাই আপনাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আপনারা এখনই ইমাম সাহেবের কাছে চলুন।

আমরা সেই ইমামের কাছে গেলে তিনি বলেন, আপনারা এখনই আমাদেরকে বয়আত ফরম দিন। আমরা সবাই বয়আত করতে চাই। মুরুব্বী সাহেব বলেন, আমি তাদেরকে বুঝালাম, তড়িঘড়ি করে বয়আত করবেন না। ইমাম সাহেব বলেন, খোদা তা'লা আমাদের সামনে সত্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন তাই এ জামা'তের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের হৃদয়ে আর কোন সংশয় বা সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন এ সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যখন এ পথ অতিক্রম করেন, আপনাদের যাওয়ার পর মারাবী শহরের বড় ইমাম সাহেব তার কাফেলা নিয়ে এখানে আসে এবং বলতে থাকে, আহমদীরা কাফির বা অবিশ্বাসী আর তোমরা কাফিরদেরকে তোমাদের মসজিদে প্রবেশ করতে দিয়েছ এবং তবলীগ করার অনুমতি দিয়েছ, এমনটি কেন করেছ? এটি শুনে গ্রামের ইমাম সাহেব তাকে বলেন, আপনাদের মাঝে এবং আহমদীদের মাঝে এটি-ই পার্থক্য। এখানে আসার পর থেকে আপনি কাফির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ উচ্চারণ করেন নি। আর তারা অর্থাৎ আহমদীরা যতক্ষণ এখানে অবস্থান করেছে, কুরআন এবং হাদীস ছাড়া কোন কথা বলেনি। আহমদীদের এই আচরণ যদি কুফরী হয়ে থাকে তাহলে তাদের এই কুফরী আমাদের কাছে বড় প্রিয় আর আমরা এমন কাফির হওয়া পছন্দ করব। তখন ওহাবীদের এই বড় মৌলভী ব্যর্থতার সাথে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে। গ্রামবাসীরা আমাদের মুবাল্লিগ এবং মুরুব্বীকে বারংবার অনুরোধ করতে থাকেন, বয়আত ফরম দিয়ে যান। যাহোক, তখন বয়আত ফরম ছিল না। সেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়আত হয়েছে এবং অনেক বড় জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাঞ্জানিয়ার টোবুরায় নিযুক্ত আমাদের জামা'তের মুবাল্লিগ লিখেন, এখানে অনেক বড় একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জামা'ত টোবুরা শহর থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এক আহমদী বন্ধু সোলেমান জুমা সাহেবের মাধ্যমে এখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি সেখানে তবলীগের জন্য যেতেন এবং প্যাম্ফলেট বিতরণ করতেন। এর ফলশ্রুতিতে কতক বন্ধু বয়আত করেন। এরপর জামা'তের মুয়াল্লিম সাহেব বারংবার সেখানে সফরে যান এবং তবলীগি কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। এরফলে আরো কয়েকজন বন্ধু বয়আত করেন। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে এখন সেখানে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জামা'তের সদস্যরা দারিদ্র-কবলিত হলেও ঈমানী প্রেরণায় সমৃদ্ধ। স্বনির্ভরতার নীতির অধীনে গ্রাম্য আর্থসামাজিক অবস্থানুসারে তিনি (জুমা সাহেব) সেখানে একটি কাঁচা মসজিদও নির্মাণ করেছেন এবং চাঁদার ব্যবস্থাপনায়ও সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

একইভাবে মালীর আমীর সাহেব লিখেছেন, তেজানিয়া ফির্কার এক বড় ইমাম আদম তুনকারা সাহেব বয়আত করেছেন। বয়আত করার সময় তিনি বলেন, তিনি দীর্ঘদিন যাবত জামা'তের ক্যাসেটস এবং রেডিও শুনছিলেন। মালীতে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের বেশ কিছু এফএম রেডিও স্টেশন রয়েছে যার সম্প্রচারের গন্ডি সত্তর আশি মাইল বিস্তৃত। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ব্যাপক অঞ্চলে তবলীগ হয়। এই আদম সাহেব বলেন, তার মরহুম পিতা তেজানিয়া ফির্কার অনেক বড় ইমাম ছিলেন এবং এই এলাকার ৯৩টি মুশরিক বা পৌত্তলিক গ্রামকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এক রাতে আদম সাহেব স্বপ্নে দেখেন, তার মরহুম পিতা বলছেন, আহমদীয়াতই সত্য পথ আর আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের জন্য তাঁর অর্থাৎ পুত্রের সমধিক চেষ্টা করা উচিত। এরপর তিনি আমাদের মুয়াল্লিম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সাথে তবলীগের জন্য একটি গ্রামে যান। সেই গ্রামের মানুষ পূর্বে মুশরিক বা পৌত্তলিক ছিল, তার পিতার মাধ্যমেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই গ্রামের ইমাম যার বয়স এখন ৮৭ বছর, তিনি আদম সাহেবের পিতার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তার সাথে সাক্ষাতে তিনি বলেন, তিনি রেডিওতে জামা'তের তবলীগ শুনেছেন। নিশ্চয় আহমদীয়াতই সত্য পথ। একই সাথে তিনি আদম তঙ্গারা সাহেবকে নসীহত করেন, তিনি যেন এই বাণী প্রচারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। আর এই ইমাম সাহেবও সেই একই কথা বলেছেন যা তার পিতা স্বপ্নে তাকে বলেছিলেন। অর্থাৎ পিতার বন্ধুর মাধ্যমে তাকে অর্থাৎ আদম সাহেবকে সেই একই শব্দ পুনরায় শোনানো হয়েছে। সেই রাতে তিনি তবলীগ করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে সেখানে তিন হাজার চার শত ব্যক্তি আহমদীয়াত জামা'তভুক্ত হন।

এরপর সাগরালা ডাকা নামে অপর একটি গ্রামে তবলীগের জন্য যান। সেখানেও মানুষ সমবেত হলে তিনি তাদেরকে তবলীগ করেন। তার ধারণা ছিল, এখানে কোন আহমদী নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পর কিছু মানুষ সেখানে থেকে উঠে যায়, তারা নিজেদের ঘর থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং আমার (অর্থাৎ হুযূরের) কিছু ছবি নিয়ে আসে আর কয়েকটি প্যাম্ফলেট নিয়ে এসে বলে, আপনি যখন তবলীগ আরম্ভ করেন তখনই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, এটি সেই জামা'ত যার কথা আমাদের মরহুম ভাই বলতেন। তারা বলেন, তাদের এক ভাই গাউসুফু ফানা সাহেব ঘানা গিয়েছিলেন এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি বুরকিনাফাসোর শহর বোবু জালাসুতে বসতি স্থাপন করেন। ২০১০ সনে আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি এখানে আসেন। তখন তার কাছে এই ছবি এবং বইগুলো ছিল। তিনি এখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন। আজ আল্লাহ্ তা'লা সেই জামা'তকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন যার তবলীগ আমাদের এই ভাই করতেন। আমরা সকল গ্রামবাসী বয়আত করছি। সেদিন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রায় এক সহস্র মানুষ জামা'তভুক্ত হয়।

এরপর মালীর জিমা অঞ্চল থেকে মুয়াল্লিম সাহেব লিখেছেন, একদিন আমাদের অঞ্চলের এক আহমদী আব্দুস সালাম তারাওড়ে সাহেব পার্শ্ববর্তী গ্রামে যান। সেখানে উপস্থিত গ্রামবাসীরা তাকে বলে, দীর্ঘদিন ধরে এখানে অনাবৃষ্টি চলছে। যদি আপনাদের জামা'ত সত্য হয়ে থাকে তাহলে দোয়া করুন যেন বৃষ্টি হয়। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমরা ধরে নিব, সত্যিই আপনাদের জামা'ত সত্য এবং খোদার সাহায্য আপনাদের সাথে আছে। তখন জনাব আব্দুস সালাম সাহেব নফল নামায পড়েন এবং বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তোমার মাহদীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ আজই এখানে বৃষ্টি বর্ষণ কর। এই মুয়াল্লিম সাহেব মালীরই স্থানীয় অধিবাসী। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন প্রকাশ কর। তিনি বলেন, এই দোয়া করার পর আকাশে মেঘমালা ঘনীভূত হতে থাকে আর এত প্রবল বৃষ্টি হয় যে, চতুর্দিকে পানি জমে যায়। এর স্বল্পকাল পর মানুষ আব্দুস সালাম সাহেবের কাছে আসে এবং বলে, আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আহমদীয়া জামা'তে প্রকৃতপক্ষেই একটি সত্য এবং ঐশী জামা'ত। আর এভাবে পুরো গ্রামবাসী আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

দেখুন খোদা তা'লা কীভাবে মানুষকে স্বীয় নিদর্শন প্রদর্শন করেন। সব জায়গায় নিদর্শন প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক নয় কিন্তু তাদের প্রকৃতিগত পুণ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে হিদায়াত দিতে চাচ্ছিলেন আর এই কারণেই নিদর্শনও প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের পরলোকগত ইউসুফ আডিসি সাহেব যিনি ঘানার স্থানীয় মুবাল্লিগ ছিলেন। তিনি একটি ঘটনা লিখেছেন, আমাদের একজন দাঈইলাল্লাহ্ ভাই আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে লাম্বুয়া নামক গ্রামের স্থানীয়রা তবলীগের সময় বৃষ্টির জন্য দোয়ার অনুরোধ করলে তিনি ঘোষণা করেন, তিনি যেহেতু ইমাম মাহদী (আ.)-এর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে তবলীগ করছেন তাই তার দোয়া গৃহীত হবে এবং রাতেই বৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় ঐ রাতে একটার সময় সেই এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি হয় এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার এই নিদর্শন দেখে সেই অঞ্চলের একটি বিশাল শ্রেণী আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করে।

এরপর আইভরিকোস্টের আমীর সাহেব লিখেন, ফাতেমা সাহেবা নামের একজন নতুন বয়আতকারিণী বর্ণনা করেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি সত্যিকার আরাম ও প্রশান্তি লাভ করছেন। আহমদীয়াত তাকে সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত করেছে। ইসলামী শিক্ষা মেনে চলা খুব সহজসাধ্য হয়ে গেছে। সকল বিদ্‌আত দূর হয়ে গেছে কেননা আহমদীয়াতের শিক্ষাই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা যা সকল প্রকার বিদ্‌আত, সমস্যা এবং জটিলতা হতে মুক্ত। তিনি বলেন, আমি অঙ্গীকার করছি, আমৃত্যু আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো।

অতএব এহলো বয়আতের সত্যিকার মর্ম অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাকে অবলম্বন করা। শুধু মৌখিকভাবে বয়আত করা বা আহমদী আখ্যায়িত হওয়ার কোন মূল্য নেই। সকল প্রকার বিদ্‌আত এড়িয়ে চলা এবং প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা শিরোধার্য করা আবশ্যক। নবাগত আহমদীরা এমন প্রেরণা নিয়ে বয়আত করেন। পুরোনো আহমদীরা অনেক সময় আলস্য দেখায়। তাদের মাঝেও এই প্রেরণা সৃষ্টি করা উচিত এবং এটি ধরে রাখা উচিত নতুবা আগামীতে নবাগতরা আবার আপনাদের শিক্ষক না হয়ে যায়।

আইভরিকোস্ট থেকে একজন নতুন বয়াতকারী বন্ধু তুরে আল অলি সাহেব লিখেন, বয়আত গ্রহণের পর তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে। নামায উপভোগ্য হয়ে উঠেছে এবং আনন্দ পাচ্ছি। ব্যবহারিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে আর আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম মেনে চলা সহজসাধ্য হয়ে গেছে। এছাড়া আহমদীয়াতের ধর্মীয় সাহিত্যের মাধ্যমে জ্ঞান এবং তত্ত্বেও সমৃদ্ধ হচ্ছি। এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারীরা যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তখন দেখুন কীভাবে তাদের মাঝে ব্যবহারিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, খোদার সাথে সম্পর্ক বন্ধন রচিত হচ্ছে। প্রত্যেক আহমদীর এটি অর্জনেরই চেষ্টা করা উচিত।

এরপর গিনি কোনাকোরির মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, এক বন্ধু সেলা সাহেব নিজ গ্রামে মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে জামা'তে আহমদীয়ার সাহায্য চাওয়ার জন্য মিশন হাউজে আসেন। আমি তার সামনে জামা'তের পরিচয় তুলে ধরলাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। দীর্ঘ বৈঠকের পর তিনি এতে যারপরনাই আনন্দিত ছিলেন এবং বলেন, আপনি তো আমার চোখ খুলে দিয়েছেন এবং বলেন, আমার একাগ্র বাসনা, আপনি আমার গ্রামে চলুন যেন এই বাণী সবার কর্ণগোচর করা যায়। অতএব একটি বিশেষ পরিকল্পনার অধীনে তিনি সেই গ্রামে যান। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় সেই পুরো গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী পাঁচটি গ্রামবাসী বয়আত করে আহমদীয়াত জামা'তভুক্ত হয়েছেন। এই বন্ধু, সেলা সাহেব বলেন, যখন থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি তখন থেকে আমার জীবনে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা পূর্বে কখনও আমি অনুভব করিনি। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে তিনি তার দু'সন্তানকে উৎসর্গ করেছেন যাদের একজন এ বছর জামেয়া আহমদীয়া সিয়েরালিওনে যাবে এবং দ্বিতীয় জন আগামী বছর, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। তিনি বলেন, আমি সেই আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করেছি দীর্ঘদিন থেকে আমি যার অনুসন্ধানে ছিলাম।

বেনিনের তিরিনগো অঞ্চলে নিযুক্ত আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব বলছেন, বেশ কয়েক বছর পূর্বে যখন এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছিল তখন সেখানকার এক খ্রিষ্টান পাদ্রী এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সুন্দর মসজিদের নির্মাণ কাজ দেখে প্রশংসা করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, এটি কাদের মসজিদ? উপস্থিত মুয়াল্লিম ইসহাক সাহেব বলেন, আহমদীদের মসজিদ নির্মীত হচ্ছে আর আমরা সবাই আহমদী। খ্রিষ্টান পাদ্রী বলেন, আমি দীর্ঘদিন সোয়ালো শহরে বাস করেছি। সেখানে আহমদীদের তবলীগ শোনারও সুযোগ পেয়েছি। এরা সৎ এবং সত্য জামা'ত। আপনারা সঠিক ধর্ম বেছে নিয়েছেন, এখন যথাযথভাবে এর অনুসরণ করুন। তখন আমাদের মুয়াল্লিম তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার দৃষ্টিতে এরা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এদের সাথে যোগ দিচ্ছেন না কেন? একথা শুনে পাদ্রী সাহেব বলেন, আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম নিশ্চয় সত্য ধর্ম। আপনারা এ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকুন আর আমি যেখানে আছি কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে রয়েছি। কিন্তু সত্য কথা হলো, তোমরাই সঠিক পথে রয়েছ। (হুযূর বলেন) কিন্তু কিছু এমন মানুষও আছে যাদের এই দুনিয়ার কোন ভয় নেই, কোন বাধ্যবাধকতা নেই, আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করেন বা মনের দুয়ার খুলে দেন।

কঙ্গোর এক খ্রিষ্টান পাদ্রী আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং তার মাঝে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি বলেন, আমি বছরের পর বছর পাদ্রী হিসেবে কাজ করেছি এবং মানুষকে

ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছি কিন্তু যে আন্তরিক প্রশান্তি এবং খোদার নৈকট্যের চেতনা আহমদীয়াতের মাঝে এসে লাভ হয়েছে তা ইতোপূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি। এখন আহমদীয়াতই আমার সবকিছু।

আলজেরিয়ার এক বন্ধু তার বংশের আহমদীয়াত গ্রহণ সম্পর্কে লিখছেন, তার মা স্বপ্নে দেখেছেন, একজন শেখ বা আলেম তাদের ঘরে আসেন এবং তার সন্তানদের ইসলামের পবিত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। যার ফলে তার ঘরে বড় পবিত্র প্রভাব পড়ে এবং ঘরে এই ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা সৃষ্টি হয়। তার মা লিখছেন, একদিন তার মেয়ে টেলিভিশন দেখছিল আর চ্যানেল পরিবর্তন করছিল। হঠাৎ এমটিএ'তে গিয়ে স্থির হয়ে যায়। তিনি বলেন, তখন এমটিএ'তে আমার ছবি (অর্থাৎ হুযূরের ছবি) দেখানো হচ্ছিল। ছবি দেখে তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠেন এবং বলেন, ইনিই সেই ব্যক্তি যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। এরপর তিনি রীতিমত এমটিএ দেখতে আরম্ভ করেন যা থেকে তিনি অবগত হন, ইমাম মাহদী যার জন্য পৃথিবীবাসী অপেক্ষমান তিনি এসে গেছেন। আর এভাবে ২০১৩ সনের নভেম্বরে তিনি বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। বয়আতের পর তিনি লিখেন, যেসব দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা আমার ছিল আহমদীয়াত গ্রহণের কল্যাণে সব আনন্দে রূপ নেয়। এখানে সমাজ ব্যবস্থার কারণে সন্তানদের তরবীয়ত নিয়ে যে আশঙ্কা ছিল, জামা'তী পরিবেশ এবং জামা'তী তরবীয়তের কল্যাণে তা দূরীভূত হয়েছে। তাই সন্তান-সন্ততিকে জামা'তী পরিবেশে নিয়ে আসা আবশ্যক। নবাগতরাও এটি থেকে উপকৃত হচ্ছে। আমরা যারা পুরনো আহমদী রয়েছি আমাদের সবারও এটি স্মরণ রাখা উচিত, জামা'তী পরিবেশে যদি সন্তান-সন্ততিকে রাখা হয় তাহলে সঠিক তরবীয়ত হওয়া সম্ভব। আর সেই সাথে নিজেদের উত্তম আদর্শ যদি প্রদর্শন করেন তাহলে সঠিক তরবীয়ত হবে। তিনি বলছেন, আমার দুঃশ্চিন্তা দূর হয়েছে আর তা আনন্দে বদলে গেছে। এর কারণ হলো, কার্যতঃ তিনি নিজের জীবনে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেছেন।

এরপর কঙ্গোর মুবাল্লিগ লিখেন, বাকুঙ্গো প্রদেশের শহর কিনজাওয়াটের স্থানীয় আহমদী টুটু সাহেব স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি তার নামাযের জায়গা অর্থাৎ ক্বিবলা পরিবর্তিত পেয়েছেন। অন্যরা পুরনো ক্বিবলামুখী হয়ে নামায পড়ছে কিন্তু তিনি এবং আরো কিছু সদস্য নিজেদের ক্বিবলা পরিবর্তন করে নিয়েছেন। এই স্বপ্নের অর্থ তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি বলেন, এরপর গত বছর এখানে কোনভাবে জামা'তী প্যাম্ফলেট হস্তগত হয়। তখন স্থানীয়দের এক ব্যক্তি দুইশত ষাট কিলোমিটার অতিক্রম করে জামা'তের প্রাদেশিক হেড কোয়ার্টারে সমধিক অনুসন্ধানের জন্য আসেন। অনুসন্ধানে আসার পর তার অনুরোধে সেখানে মুয়াল্লিমকে পাঠানো হয়। মুয়াল্লিম সাহেব যখন সেখানে পৌঁছেন আর সত্যিকার ইসলামের বার্তা পৌঁছান তখন তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং তার কিছু আত্মীয় স্বজনও। অন্যদেরকেও তিনি অবহিত করেন, আমি আপনাদেরকে ইতোপূর্বে যে স্বপ্ন শুনিয়েছিলাম তাতে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের প্রতিই ইঙ্গিত ছিল। আর এভাবে আরও সতের জন সেখানে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এরপর সেখানে আরো তবলীগি এবং চিকিৎসা শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানকার মেডিকেলের এক ছাত্র সেদিনই আহমদীয়াত গ্রহণ করে মসজিদের জন্য নিজের জমি বা প্লট দান করেন। আর আলহামদুলিল্লাহ্ সেখানে জামা'ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বয়আতও হচ্ছে। স্বপ্নে ক্বিবলা পরিবর্তনের কথা হচ্ছিল! ক্বিবলা তো প্রত্যেক মুসলমানের একই। আহমদী এবং অ-আহমদী সবার একই ক্বিবলা। কিন্তু স্বপ্নের অর্থ বাহ্যিক ক্বিবলা নয়। বাহ্যিকভাবে ক্বিবলা পরিবর্তনের কথা নয় বরং হৃদয়ের ক্বিবলা পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে আর খোদার ইবাদতের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাই একথা সব সময় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, শুধু ক্বিবলামুখী হলেই ইবাদতের দায়িত্ব পালন সম্পন্ন হয় না বরং হৃদয় সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক, আমি ক্বিবলামুখী হচ্ছি এজন্য যে, আমাকে বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হবে এবং এক খোদাকে জানার চেষ্টা করতে হবে।

এরপর গিনি কোনাকোরির মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, কোনাকোরির রাজধানী থেকে দুইশত কিলোমিটার দূরে সোমিয়ো ইয়াওয়ি নামে অনেক বড় একটি গ্রাম আছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ বছর এখানে নিয়মিত যোগাযোগের কল্যাণে পুরো গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী আরো কিছু ছোট ছোট গ্রাম আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, এত বড় সংখ্যা দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের মনে হলো, এখানে রীতিমত জামা'ত প্রতিষ্ঠা করা উচিত। আমরা জামা'তী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে পৌঁছে দেখি জামা'তের বন্ধুরা পূর্ব থেকেই আমাদের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। যাদের মাঝে স্থানীয় জামে মসজিদের ইমামও উপস্থিত ছিলেন যিনি বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছেন। আমরা যখন তাদেরকে বললাম, এখন আমরা এখানে রীতিমত জামা'ত প্রতিষ্ঠা করতে চাই তখন গ্রামের প্রধান বলেন, আমাদের ধন-সম্পদ, উপায়-উপকরণ সব কিছু আমরা উপস্থাপন করছি। আর এই বড় মসজিদও আপনাদের বরং পুরো গ্রামই আপনাদের। তিনি আরো বলেন, আমরা এত আনন্দিত যে, আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের জীবদ্দশাতেই আমরা সেই নিয়ামত লাভ করেছি যা অমূল্য। আর এখন আমাদের চোখ খুলে গেছে এবং সত্যিকার ইসলামের চেহারা আমরা দেখতে পেয়েছি।

কঙ্গোর আমীর সাহেব লিখেছেন, এক দূরবর্তী অঞ্চল লোবোতো'তে একটি প্যাম্ফলেটের মাধ্যমে জামা'তের বার্তা পৌঁছে। তারা প্যাম্ফলেটে লেখা ই-মেইল এড্রেসের মাধ্যমে জামা'তের কেন্দ্রে যোগাযোগ করেন। তখন স্থানীয় মুবাল্লিগ মুস্তফা মাহমুদ সাহেবকে তাদের কাছে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে তিন মাস অবস্থান করে জামা'তের বাণী পৌঁছান। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত করেন। তাদেরকে জামা'তের পয়গাম দেন। সুন্নী মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের সাথে বেশ কয়েকবার প্রশ্নোত্তর অধিবেশন হয়। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ষাটের অধিক মানুষ সেখানে জামা'তভুক্ত হয়েছে। জামা'তের কতিপয় সদস্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় এত উন্নতি করেছে যে, জামা'তের এক ব্যক্তি যিনি ২০১৪ সনের জুন মাসে জলসায় যোগদানের জন্য এসেছিলেন; তিনি ৬০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে জলসায় যোগ দেন।

এখানে বসবাসকারী বা ইউরোপ ও উন্নত বিশ্বে বসবাসকারীদের এই ৬০০ কিলোমিটার দূরত্ব সম্পর্কে ধারণাই নেই। তারা হয়তো বলবে, ৬০০ কিলোমিটার পথ ছয় ঘন্টায় অতিক্রান্ত হয়েছে। যেখানে রাস্তা নেই, বাহন নেই সেখানে এই দূরত্ব অতিক্রম করা অনেক বড় কঠিন কাজ। আর শুধু তাই নয়, কঙ্গো নদী মাত্রিক দেশ হওয়ার কারণে অনেক জায়গায় রাস্তাই নেই। নৌকায় করে সফর করতে হয়। তিনি ৩০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন নৌপথে আর বাকি ৩০০ কিলোমিটার স্থলপথের সফর অতিক্রমের জন্য

তার কাছে কোন পথ খরচ ছিল না। তখন এক বন্ধুর সাথে দেখা হয় যার কাছ থেকে সাইকেল ধার নেন। আর একটি ভাঙ্গা সাইকেলে এই কষ্টকর পথ তিনি অতিক্রম করেন যার কল্পনাই ইউরোপে বসবাসকারীদের কাঁপিয়ে তুলবে আর আপনারা হয়তো এর ধারণাই করতে পারবেন না। মুবাল্লিগ সাহেব বলছেন, এই সাইকেলের অবস্থা যদি দেখা হয় তাহলে বিশ্বাস করা কঠিন, এই ভাঙ্গা সাইকেলে কীভাবে তিনি এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। এটি শুধুমাত্র খোদা তা'লারই কৃপা যা নতুন বয়আতকারীদের এভাবে ঈমানে উন্নতি দান করছে।

আমাদের আরো একজন মুবাল্লিগ লোঙ্গি থেকে লিখেছেন, লোঙ্গি অঞ্চলে গত বছর একটি গ্রামের লোকদের তবলীগ করা হয়। এরফলে মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু একজন গয়ের আহমদী ইমাম যে সৌদি আরব থেকে পড়াশুনা করে এসেছিল আর এই অঞ্চলে যার বড় খ্যাতি ছিল, সে মানুষের কাছে গিয়ে জামা'তের বিরুদ্ধে কথা বলে। এই কারণে গ্রামের মানুষ বয়আত করতে অস্বীকার করে। তিনি বলেন, জলসা সালানা সিয়েরালিওন-এ তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সেই ইমামকেও জলসায় অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই ইমাম সাহেব জলসা সালানায় অংশ গ্রহণ করেন। জলসার কার্যক্রম দেখেন। জলসার দ্বিতীয় দিন রাতের বেলা তার এলাকার কয়েকজন লোকসহ এই ইমাম মুবাল্লিগের কাছে আসেন এবং সবার উপস্থিতিতে বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সত্য আর এখন থেকে আমি কখনো এই জামা'তের বিরোধিতা করব না বরং যারা বয়আত করতে চায় তাদেরকে বলব, আপনারা বয়আত করুন। কাজেই এমন অনেক পরিস্কার মনের এবং নেক ফিতরত আলেমও আছেন, কেবল তারাই নয় যারা মানুষের ঈমান নষ্ট করে।

আমাদের ইতালির হাফিয মুহাম্মদ সাহেব বলেছেন, কাবাবীর থেকে যে লাইভ অনুষ্ঠান এমটিএ'তে সম্প্রচারিত হয় সেটি দেখে ছয় মাস পূর্বেই আমি আন্তরিকভাবে বয়আত করেছি। আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষী। কিন্তু এখন পর্যন্ত ফরম পূরণ করে পাঠাতে পারিনি। আমি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করি। এখন আমার আনন্দের কোন সীমা নেই কেননা আমি সত্য পেয়ে গেছি। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার জন্য আমি স্বয়ং একটি নিদর্শন। আর তা এভাবে যে, ২০০৮ সনে দৈবক্রমে প্রথমবার আমি এমটিএ দেখি যাতে নাসেখ-মনসূখ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তখন আপনাদের সম্পর্কে বা ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। সেই অনুষ্ঠান আমার ভাল লাগে এবং দেখা অব্যাহত রাখি। এরপর জ্বিনের স্বরূপ এবং বাস্তবতা সম্পর্কে আল্ হিওয়ারুল মুবাশের অনুষ্ঠান দেখি। এই অনুষ্ঠানের কল্যাণে এই জামা'তের সত্যতা মেনে নেই। এরপর এই ধারা অব্যাহত থাকে। এরপর বলছেন, ছয় মাস পূর্বে ২০১৩ সনে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ এবং তার (স্বাভাবিক) মৃত্যু সম্পর্কিত অনুষ্ঠান দেখে এতটা আশ্বস্ত হয়েছি যে, বয়আত করা ছাড়া থাকতে পারিনি। আর এখন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বয়আত গ্রহণের ঘোষণা দিচ্ছি।

এরপর আলজেরিয়া থেকে আব্দুল হাকীম সাহেব বলেছেন, নব্বই এর দশকে আমি সিভিল ডিফেন্স বিভাগে যোগ দেই কেননা ধর্মীয় জামা'তগুলো ইসলামের নামে দেশে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছিল এবং মানুষকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ লুটপাট করছিল। (হুযূর বলেন) সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর অবস্থা এমনই যারা ইসলামের নামে এসব করছে। তিনি বলেন, আমাদের কাজ হলো এদের হাত থেকে মানুষের সম্পদ রক্ষা করা। আমরা ইসলাম থেকে বহু দূরে পড়ে ছিলাম কিন্তু দোয়া করতাম, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে নিস্কৃতি দেন। আমি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হতাম এই জন্য যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করার কথা কীভাবে ভাবতে পারে আর তাও জিহাদ এবং ইসলামের নামে! ইমাম মাহদী (আ.) যখন আসবেন তিনিও কী এভাবেই হত্যার নির্দেশ দিবেন?

মুসলমানরা তাদের সমূহ বিভেদ এবং কুফরী ফতওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাতে কীভাবে একত্রিত হবে? তিনি বলেন, আমার এক পুরনো বন্ধু আব্বাস সাহেব যিনি তখনও আহমদী ছিলেন কিন্তু আমি জানতাম না, একবার তার সাথে আমার দেখা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি কুরআনের এমন তফসীর উল্লেখ করেন যা ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। আর তা ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত যা শুনে হৃদয় স্বস্তি বোধ করে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এক শতাব্দী পূর্বেই ইমাম মাহদী (আ.)-কে ভারতে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে কলম, জ্ঞান ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ করে পাঠিয়েছেন এর কল্যাণে বড় বড় পাদ্রীদের তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন। আর এখন তাঁর জামা'ত সেই পথই অনুসরণ করছে। এটি শুনে আমার মনে হলো, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন। অতএব আমি তখনই বয়আত ফরম পূরণ করি আর এই প্রিয় জামা'তে যোগ দেই। তিনি বলেন, এর কয়েকদিন পর আমি স্বপ্নে দেখি, আমি রাতে এক অন্ধকার ময়দানে হাঁটছি। এরপর এক বুযূর্গের সাথে দেখা হয় যিনি আমার হাত ধরে হাঁটতে আরম্ভ করেন। আমরা সমুদ্রের তীরে পৌঁছি। সেখানে একটি নৌকা ছিল যার পাশে আরো এক ব্যক্তিকে দন্ডায়মান দেখি। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি আমাদের জন্যই অপেক্ষমান ছিলেন। আমরা তিন জনই তাতে আরোহন করি। আমি মনে মনে ভাবি, এরা কারা? তখন যে বুযূর্গ আমাকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) আর ইনি ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। এরপর সেই নৌকা চলতে চলতে এক সামুদ্রিক জাহাজের কাছে পৌঁছে। তখন তাদের উভয়ই আমাকে বলেন, এই সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ কর এবং এই জাহাজের আরোহীদের সাথে গিয়ে যোগ দাও। তারাই তোমার পরিবারের সত্যিকার সদস্য।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখনী কীভাবে হৃদয়কে প্রভাবিত করে তা দেখুন! মরক্কো থেকে আব্দুল আযীয সাহেব বলেছেন, আমি ইতিহাস এবং ভূগোলের শিক্ষক। যদিও আল্লাহ্ তা'লা অঢেল দিয়েছেন আর আমার পদোন্নতিও হয়েছে, বাসস্থানও আছে কিন্তু আমি রিপুর তাড়নায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম। ক্রমশঃ পাপে অধঃপতিত হতে থাকি। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'লা বয়আত করার তৌফিক দেন আর আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পাঠ করতে আরম্ভ করি। তখন আমার চেতনাবোধ জাগ্রত হয়, এ তো আমার ক্ষতের নিরাময়ী মলম এবং আমার আত্মার চিকিৎসা। তখন আত্মশুদ্ধির প্রতি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আর হুযূর আনোয়ারের কাছে এ সম্পর্কে লেখার চেতনা জাগ্রত হয়, আল্লাহ তা'লা যেন আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

জামা'তে শাহাদাতের ঘটনা ঘটলে প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে সাহায্য করেন সে সম্পর্কে জাপান থেকে আমাদের জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেছেন, শেখুপুরায় খলীল আহমদ সাহেব শহীদ

হওয়ার পর আমি যখন খুতবায় তার কথা উল্লেখ করলাম তখন এক জাপানি বন্ধু যার জামা'তের সাথে গত ছয় মাস যাবত সম্পর্ক হয়েছে, যিনি জেরে তবলীগ ছিলেন, তার ফোন আসে, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চাই। আমি তাকে মসজিদে ডেকে পাঠাই এবং বয়আতের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তিনি শাহাদাতের স্মৃতিচারণ শুনে বয়আতের সিদ্ধান্ত নেন এবং বয়আত করেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি এখন আর্থিক ব্যবস্থাপনায়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

ইয়াদগীরের জেলা আমীর সাহেব লিখেছেন, ইয়াদগীর শহরের এক যুবক মঞ্জুনাথ যার সম্পর্ক ছিল হিন্দু ধর্মের সাথে, তিনি বিএসসি'তে পড়াশুনা করছিলেন। তার সাথে আমাদের এক ছাত্রও পড়াশুনা করত। একদিন নোটস লেখার জন্য তার নোট বুকের প্রয়োজন দেখা দিলে সে আমাদের খাদেমের নোটবুক নিয়ে যায়। তাতে 'মানবতা যিন্দাবাদ' এবং 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এসব লেখা ছিল। এ লেখা পড়ে তার হৃদয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, এই যুগে যেখানে সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে, এর চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ও প্রিয় বাণী আর হতে পারে না। এই স্লোগান বা নারা তার হৃদয়কে গভীর ভাবে আন্দোলিত করে। তিনি আমাদের জামা'ত সম্পর্কে অধিক জানার আগ্রহে খাদেমকে জিজ্ঞেস করেন। তাকে জামা'তের বই-পুস্তক সরবরাহ করা হয়। গভীর অধ্যয়নের পর তিনি জানতে পারেন, জামা'তে আহমদীয়া একটি সুশৃঙ্খল এবং সত্য জামা'ত যা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মানবতার সেবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। জামা'ত সম্পর্কে অনেক কিছু অবগত হওয়ার পর তিনি আশ্বস্ত হন এবং ২০১৪ সনের মার্চ মাসে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

অতএব আহমদীদের শুধু নারা উত্তোলন করলেই হবে না বরং তাদের ব্যবহারিক অবস্থাও উন্নত হতে হবে কেননা এটিও তবলীগের একটি মাধ্যম। আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার তা বলেছি। তাই শুধু নিজেদের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করলেই মানুষ প্রভাবিত হবে না বরং কার্যতঃ যদি উত্তম আদর্শ দেখে তাহলেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ হবে। তাই এটি অনেক বড় এক দায়িত্ব যা প্রত্যেক আহমদীর কাঁধে অর্পিত হয়। মিশর থেকে এক বন্ধু মাহমুদ সাহেব লিখেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র কসম! আপনারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হায় সারা পৃথিবী যদি আপনাদের রাস্তা অনুসরণ করতো! আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আমাদের পিতা বয়আত করেছেন। তারপর আমার ভাই, আমার মা, আমি এবং এরপর আমার এক কাজিন এবং আমার পিতার এক কাজিনও বয়আত করে।

এরপর বসনিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন, গত বছর আমি ব্যবহারিক সংশোধন সংক্রান্ত যে সকল খুতবা দিয়েছিলাম এর ফলশ্রুতিতে বিশেষ করে ফজরের নামাযে অপ্রত্যাশিত ভাবে বন্ধুরা অংশগ্রহণ করছেন। অথচ এ দেশে তুষারপাতের কারণে শীত প্রবল হয়ে থাকে। অনেক নতুন আহমদী দূরদূরান্ত থেকে অর্থাৎ প্রায় দশ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে নামাযে আসে। তাদের ঘর পাহাড়ি এলাকায় হওয়ার কারণে রাস্তাও অত্যন্ত দুর্গম কিন্তু তবুও তারা নামাযে আসেন এবং বন্ধুদেরও সাথে নিয়ে আসেন।

আহমদীয়াত গ্রহণের পর কীভাবে পরিবর্তন আসে দেখুন! এক তো নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া, আবহাওয়া প্রতিকূল হলেও মসজিদ আবাদ করা। দ্বিতীয়তঃ এখানে আরো একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মেসিডোনিয়া থেকে এক আহমদী বন্ধু লিখেছেন, আমার স্ত্রীর নাম হচ্ছে রাযা। তিনি জামা'নির বার্ষিক জলসায় অংশগ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে তিনি পর্দা করতেন না। তিনি আমাকে লিখেছেন, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, লাজনাদের অধিবেশনে তিনি আপনার বক্তব্য শুনেছেন এবং এরপর থেকে হিজাব পরা আরম্ভ করেন। আর এখন তিনি রীতিমত পর্দা করেন এবং আহমদীয়াতের ওপর অনড় এবং অবিচল রয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় ঈমানের ক্ষেত্রেও উন্নতি করছেন। কাজেই নবাগত মহিলারা যারা ইসলামের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন তারাও যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় সঠিক ইসলামী শিক্ষা অবলম্বনের চেষ্টা করেন। তাই আমাদের যুবতিদের এবং মহিলাদেরও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। ইসলামী আচার-আচরণ বিধি মেনে চলুন। আল্লাহ্ তা'লা যে সকল নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলা আবশ্যক। আর পর্দা করা সেগুলোর মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

যাহোক, সেসব অগণিত ঘটনার মধ্য থেকে এহলো কয়েকটি মাত্র যা প্রায় সময় আমি আমার রিপোর্টে লক্ষ্য করি, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করে চলেছেন, কীভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষকে পথের দিশা দিচ্ছেন, কীভাবে বিরোধীদের বিরোধিতাও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি নেক প্রকৃতির লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে, কীভাবে পাদ্রীরাও ইসলামের সত্যতা স্বীকার করছে, কীভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানার পর মানুষ জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি করছে, কীভাবে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধনের প্রতি মানুষের মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে। অতএব এসব কথা বা এ সকল বিষয় কী কোন মানবীয় প্রচেষ্টার ফসল হতে পারে? মোটেই নয় বরং নিঃসন্দেহে এ কথাগুলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার স্বপক্ষে খোদা তা'লার সাহায্য এবং সমর্থনেরই পরিচায়ক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শেষ যুগে যে ইমাম এসেছেন তাঁর সত্যতা প্রমাণ করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনীত ধর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে। আল্লাহ্ তা'লার সত্য ধর্মের সন্ধানীদের পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে আজও আল্লাহ্ ত'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের মাঝে জ্ঞান ও বুৎপত্তি সৃষ্টি করছে। মানুষ বলে, খোদা কোথায়? খোদা সত্যিই আছে নাকি নেই? যারা নেক এবং পবিত্র প্রকৃতির মানুষ তারা দেখাতে পারেন, খোদা আছেন। কিন্তু তাদের জন্য পরিতাপ! যারা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর মুসলমান হবার দাবী করা সত্ত্বেও ঈমান আনে না। যারা নিজেদের নামধারী আলেমদের কথায় সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

এক খ্রিষ্টান, এক বিধর্মী, এক হিন্দুও এ কথা বুঝতে পারে যে, এসব নিদর্শন ইসলামের সত্য ধর্ম হওয়ার এবং মহানবী (সা.)-এর শেষ নবী বা আখেরী নবী হওয়ার প্রমাণ কিন্তু মুসলমান হয়েও আল্লাহ্ তা'লাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণের পরিবর্তে, তাঁর কাছে পথের দিশা চাওয়ার পরিবর্তে তারা সেই সকল আলেমের কাছে পথের দিশা চায় যাদের সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) বলেছিলেন, সেই যুগের ফিতনা এবং নৈরাজ্যের হোতা এবং মূল হলো এরা। তাই নবাগতদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনা শুনে যেখানে আমাদের নিজেদের এবং তাদের ঈমানে উন্নতির জন্য দোয়া করা উচিত সেখানে উম্মতে মুসলেমাহ্‌র জন্যও দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেন এবং তারা যুগ ইমামকে মেনে নিজেদের ইহ এবং পরকালকে যেন সুনিশ্চিত করতে পারে। এখন মুসলিম বিশ্বের অবস্থা খুবই করুণ। নেতারা জনসাধারণের ওপর

যুলুম করছে। আর জনসাধারণ ন্যায়বিচার এবং সঠিক দিকনির্দেশনা না থাকার কারণে নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। প্রত্যেক স্বার্থপর নেতা সেজে একদল গঠন করে বসে আছে। বিভিন্ন ফির্কা পরস্পরের শিরচ্ছেদের চেষ্টায় রত। পূর্বে যখন শিয়া-সুন্নিদের মাঝে ফ্যাসাদ হতো, সরকার তা নিয়ন্ত্রণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত। এখন সরকারই দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েছে।

ইরাক, সিরিয়া এবং লিবিয়ার অবস্থা গত কয়েক বছর থেকে ক্রমশঃ অধঃপতিত হচ্ছেই, এখন সৌদি আরব এবং ইয়েমেনের অবস্থাও ক্রমশঃ অধঃপতিত হচ্ছে। সৌদি আরব ইয়েমেনকে সাহায্যের নামে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর এই পরিস্থিতিও ক্রমশঃ ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। এখন জানা নেই এর শেষ কোথায়। এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। তাগুতী বা শয়তানী শক্তি মুসলমানদের যেভাবে দুর্বল করতে চায় তারা এই দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে সফল হচ্ছে। ইতোপূর্বে তারা সরাসরি আক্রমণ করতো। এখন সরাসরি আক্রমনের পরিবর্তে মুসলমানদের মাঝে অন্তঃকলহ সৃষ্টি করে তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে অথচ মুসলমান বিশ্ব তা বুঝতেই পারছে না, তারা কী করছে। তারা ভাবে না, এর কারণ কী এবং ফলাফল কী প্রকাশ পাবে। তারা এটিও চিন্তা করে না, আল্লাহ্ তা'লার এই আখেরী নবীর অনুসারীদের মাঝে এত ফিতনা এবং নৈরাজ্য কেন? কেন প্রায় সকল মুসলমান দেশ উন্নতির পরম শিখরে পৌঁছেও অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিপতিত হচ্ছে। এই পতন থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং উন্নতির গন্তব্যে পুনরায় পৌঁছার শুধু একটিই রাস্তা আছে আর তাহলো, সেই পথ যা আল্লাহ্ তা'লা নিজেই অবহিত করেছেন, সেই মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করো যার কাজ হলো, আখারীনদেরকে আউয়ালীনদের সাথে মিলিত করা। দলাদলির পরিবর্তে এক উম্মত হিসেবে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর হাতে ঐক্যবদ্ধ হও। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই তৌফিক দিন। এর জন্য আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়া করারও তৌফিক দান করুন এবং আমাদের দোয়া গ্রহণও করুন।

নামাযে জুমুআর পর আমি দু'টি জানাযা পড়াব। একটি হলো হাযের জানাযা। হাযের জানাযা হবে জনাব ইনতেসার আহমদ আইয়ায সাহেবের যিনি মোকাররম ডক্টর ইফতেখার আহমদ আইয়ায সাহেবের পুত্র। তিনি গত ২৮শে মার্চ, ২০১৫ সনে পঞ্চাশ বছর বয়সে আমেরিকার বোস্টনে ইন্তেকাল করেছেন, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'। ডক্টর ইফতেখার আইয়ায সাহেব লিখেন, স্নেহের ইনতেসার তাঞ্জানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খালেদ-এ-আহমদীয়াত মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের দৌহিত্র এবং মুখতার আহমদ আইয়ায সাহেবের পৌত্র ছিলেন। নেক, কুরআন তিলাওয়াতকারী, তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্যামিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তিনি বিএসসি পাশ করেছেন এবং এরপর তথ্যপ্রযুক্তি'তে মাস্টার্স করেছেন। জামা'তের নিযাম এবং খিলাফতের পূর্ণ আনুগত্য করতেন। তুভালুর প্রথম সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া নিযুক্ত হন।

লন্ডনে কেন্দ্রীয় আতফালুল আহমদীয়ায় প্রথমে মোতামাদ ছিলেন পরে স্থানীয় মজলিসের কায়েদ হিসেবেও কাজ করেছেন। দীর্ঘদিন স্থানীয় জামা'তের সেক্রেটারী মাল হিসেবেও কাজ করেছেন। একজন উদ্যমী দাঈইলাল্লাহ্‌ও ছিলেন। তার মাধ্যমে বয়আতও হয়েছে। রীতিমত চাঁদা প্রদান করতেন এবং গত তিন বছর থেকে নিজ বিভাগে দক্ষতা অর্জনের জন্য আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন। সেখানেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ডাক্তাররা নৈরাশ্যজনক সংবাদ শোনাতে থাকে। তার ফুসফুস অথবা লিভার আক্রান্ত হয়। একজন ভাল এবং আদর্শ পুত্র, ভাই, স্বামী এবং পিতা ছিলেন। ছেলের তরবীয়তের বিষয়েও সচেতন ছিলেন। তিনি আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে পিতা-মাতা এবং বোন ছাড়াও স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা সাহেবা এবং নয় বছর বয়স্ক ছেলে আফগান আইয়ায রেখে গেছেন। তিনি আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেবেরও ভাগ্নে ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মাগফিরাত করুন, তার পদামর্যাদা উন্নীত করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন।

দ্বিতীয়টি গায়েবানা জানাযা যা প্রিয় ওয়াসিম আহমদের যিনি কাদিয়ান জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি গত ২৫শে মার্চ, ২০১৫ তারিখে বিপাশা নদীতে ডুবে ইন্তেকাল করেন, 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'। অনবরত চার দিন অনুসন্ধান এবং প্রচেষ্টার পর যে জায়গায় ডুবে গিয়েছিলেন সেখান থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে উপুড় অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়। মরহুমের শরীরে কোন প্রকার ক্ষতের চিহ্ন ছিল না আর লাশ ফুলেও যায়নি এমনকি কোন প্রকার দুর্গন্ধও ছিল না। পোস্ট মর্টেম এবং আইনগত কার্যক্রম শেষ করার পর লাশ এ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে কাদিয়ান আনা হয়। সেখানেই দু'দিন পূর্বে নামাযে যোহরের আগে তার জানাযা পড়া হয় এবং বেহেশতী মকবেরায় দাফনের কাজ সমাধা করা হয়। মরহুম ১৯৯৫ সনের ২৩শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তালানকানা প্রদেশের সাথে তার সম্পর্ক। জন্মসূত্রে তিনি আহমদী ছিলেন। তার দাদা দেসী বাশু মিঞাঁ সাহেব খলীফা সানী (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেঠ হাসান আহমদ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম ওয়াসীম আহমদ সাহেব ২০১৩ সনে জীবন উৎসর্গ করে পড়ালেখার উদ্দেশ্যে কাদিয়ানের জামেয়ায় ভর্তি হন।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মেধাবী ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রসন্ন মন-মানসিকতার অধিকারী, ধর্মসেবার চেতনা এবং প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিলেন। মৌসুমী ছুটিতে যখন ঘরে যান তখন গয়ের আহমদী ছেলেদের সাথে তার উঠা-বসা আরম্ভ হয়। তার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। তার মাতা এ নিয়ে খুবই চিন্তিত হন, কোথাও এরা আমার ছেলেকে প্ররোচিত না করে ফেলে। এর ফলে ওয়াসিম আহমদ তার মাকে বলেন, আমি এখন কাদিয়ানে এক বছর পড়ালেখা করে এসেছি। এখন আমি গয়ের আহমদী বন্ধুদেরকে জামা'তের তবলীগ করছি। তারা আমার সমবয়সী হবার কারণে আমার কথা শুনছে। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দেন। অন্যান্য ছাত্ররা বলেন, তাহাজ্জুদের জন্য তাকে জাগাতে গেলে আমরা দেখতাম, তিনি পূর্বেই তাহাজ্জুদে রত আছেন। সবসময় হাসি মুখে কথা বলতেন। মরহুম নিজের শোকসন্তপ্ত পরিবারে মা মোহতরমা আমাতুল হাফিয সাহেবাকে রেখে গেছেন যিনি খুবই দুর্বল এবং প্রায় সময় অসুস্থ থাকেন। এছাড়া দু'জন বড় ভাই ছেড়ে গেছেন যাদের একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং মুয়াল্লিম হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া তার দুই বোনও রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ধৈর্য দিন এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

জুমুআর খুতবা

মু'মিনের সফলতার রহস্য নামাযে বিনয় অবলম্বন

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১০ এপ্রিল, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করেন, ***'কাদ আফলাহাল মু'মিনীনাল্লাযিনা হুম ফি সালাতিহীম খাশেউন'*** অর্থাৎ, নিশ্চয় মু'মিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে।

এই আয়াতগুলোর প্রথমটিতে আল্লাহ্ তা'লা 'কাদ আফলাহাল মু'মিনুন' বলে মু'মিনদের সফলতার সুনিশ্চিত শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন। কিন্তু কোন্ মু'মিনদের তা দেয়া হয়েছে? এর বিভিন্ন শর্ত পরবর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, এ সকল শর্ত সাপেক্ষে জীবন যাপনকারী মু'মিনরাই সফলকাম হবে। আর এসব শর্ত বা সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য

যেগুলোতে এক মু'মিনের গুণান্বিত হওয়া উচিত এসবের প্রথমটি হলো, 'ফি সালাতিহীম খাশেউন'। তারা নিজেদের নামাযে 'খশূ' অবলম্বন করে। 'খাশে' শব্দের সাধারণ অর্থ করা হয়, নামাযে অশ্রু বিসর্জনকারী বা অশ্রুপাতকারী। কিন্তু এর আরো অনেক অর্থ রয়েছে। আর যতক্ষণ সকল অর্থে মু'মিন না হবে ততক্ষণ একজন মু'মিন তার প্রকৃত মানে পৌঁছতে পারে না। অভিধান অনুসারে 'খাশে' শব্দের অর্থ হলো, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা, নিজেকে অনেক নীচে নামানো, নিজ রিপু বা প্রবৃত্তিকে দমন করা, বিনয়ভাব অবলম্বন করা, নিজেকে তুচ্ছ মনে করা, দৃষ্টি অবনত রাখা, কণ্ঠস্বর হালকা বা নিচু রাখা।

অতএব লক্ষ্য করুন, এই একটি মাত্র শব্দের মাধ্যমে একজন প্রকৃত মু'মিনের নামায এবং ইবাদতের কত ব্যাপক এবং বিস্তৃত চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইবাদতের এই মার্গে উপনীত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সামনে সেজদাবনত হবে, নিজ বিনয়কে পরম মার্গে পৌঁছাবে, নিজ প্রবৃত্তি বা রিপুকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পিষ্টকারী হবে আর অন্যান্য যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো অবলম্বন বা ধারণের চেষ্টা করবে তাহলে যেখানে সে খোদার নৈকট্য অর্জনকারী হবে সেখানে সে এদিকেও দৃষ্টি রাখবে, খোদার অধিকার প্রদানের পাশাপাশি খোদার নির্দেশ অনুসারে সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকারও আমাকে দিতে হবে। আর তখন এসব নামায তার জাগতিক বিষয়াদিরও সমাধান করবে।

আর তখন সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উক্তি, ***"বদতর বানো হার এক সে আপনে খেয়াল মে, শায়েদ কেহ্ ইসসে দাখেল হো দারুল ওসাল মে"*** অর্থাৎ,***"নিজেকে সবার চেয়ে তুচ্ছ মনে কর, হয়তো এভাবে খোদা তা'লার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টি হবে"*** এই পঙতির মূর্ত প্রতীক হওয়ার চেষ্টা করবে আর এই প্রচেষ্টায় নিজের অহমিকা এবং রিপুর স্থূলতার থাবা থেকে মুক্তির চেষ্টার মাধ্যমে নিজের জাগতিক বিষয়াদিও সুশৃঙ্খল করবে বা করার চেষ্টা করবে। নিজের দৃষ্টিকে লজ্জাবোধের কারণে অবনত রাখার প্রচেষ্টায় শুধু নামাযেই নয় বরং দৈনন্দিন কাজকর্মেও এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে অগণিত সামাজিক ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকবে বা বাঁচার চেষ্টা করবে। নিজের আওয়াজকে যে নিচু রাখে, সে যেখানে ইবাদত এর দিক থেকে এর প্রকৃত মর্ম বুঝবে সেখানে নিজের দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রেও হৈচৈ এবং ঝগড়া-বিবাদ থেকে নিরাপদ থাকবে বা থাকার চেষ্টা করবে। কাজেই দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এমন অনেক অসঙ্গত কাজ বা পাপ কর্মকে এক মু'মিন নিজের নামায এবং ইবাদতের কল্যাণে নিশ্চিহ্ন করে বা দূর করে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, যারা নিজেদের জীবনে এমন নামায এবং এমন পরিবর্তন আনয়ন করে তারা সাফল্য লাভ করে। 'আফলাহা' শব্দের একটা অনুবাদ করা হয়েছে, 'সফলকাম হয়েছে' যেভাবে আমি আয়াতের অনুবাদে বলেছিলাম। কিন্তু এই সাফল্যের ব্যাপকতা অনেক বিস্তৃত। কীভাবে সেই সাফল্য অর্জন করেছে? অভিধানে এর অর্থ হলো, সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হওয়া, স্বাচ্ছন্দ লাভ হওয়া, সৌভাগ্য লাভ হওয়া, বাসনা পূর্ণ হওয়া, নিরাপত্তা লাভ, কল্যাণ এবং আনন্দ স্থায়ী হওয়া, জীবনের বিভিন্ন নিয়ামত লাভ করা।

অতএব খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে যারা সৎকর্ম করে বা পুণ্যকর্ম করে তারা যে কতভাবে লাভবান হয় বা আল্লাহ্ তা'লা যে কতভাবে তাদের ওপর কৃপাবারি বর্ষণ করেন তা মানবীয় ধ্যান-ধারণা এবং কল্পনার ঊর্ধ্বে। আর এসব কল্যাণ অর্জন এবং কৃপাভাজন হওয়ার জন্য একজন মু'মিনের সর্বপ্রথম আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করেছেন তাহলো, নামাযে বিনয়াভাব প্রদর্শন। এসব বিষয় অর্জনের শর্ত হলো, ইবাদত করা। বিনয় বা নম্রতা অনেক সময় কতক দুনিয়াদার মানুষও প্রকাশ করে বরং যদি কেবল কাকুতি-মিনতিরই প্রশ্ন হয় তাহলে অনেক দুনিয়াদার মানুষ তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে এমন কাকুতি-মিনতি করে যা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। তারা এটি এমন ক্ষেত্রে করে যেখানে তাদের জাগতিক স্বার্থের হানি হয়। তারা চরম হীনতা বরণেও দ্বিধা করে না বা অনেকে সাময়িক আবেগও প্রকাশ করে থাকে। অনেকের অবস্থা দেখে কারো মনে দয়াও হয় এবং অত্যন্ত বেদনাবিধুর পরিস্থিতি দেখে তারা গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। কিন্তু এসবকিছু হয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য হয়ে থাকে বা লোক দেখানো মনোবৃত্তির কারণে হয়ে থাকে বা সাময়িক আবেগের বশবর্তী হয়ে তা হয়ে থাকে। এসব কিছু খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনকারী ব্যক্তি এসব বাহ্যিকতা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে। জগত পুজারীদের আবেগ তাড়িত অবস্থা সম্পর্কে বা বাহ্যিক ও সাময়িক ক্রন্দন ও আহাজারি কারীদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন,

"এমন অনেক ফকির আমি স্বচক্ষে দেখেছি, একইভাবে এমন আরো কিছু লোক দেখা গেছে, কোন বেদনাতুর পঙতি পাঠে বা কোন যন্ত্রণাক্লিষ্ট দৃশ্য দেখে বা বেদনাবিধুর কাহিনী শুনে এত দ্রুত তাদের অশ্রুপাত ঘটে বা অশ্রুঝরা আরম্ভ হয় যেমন কিছু মেঘখন্ড থেকে এত দ্রুত এবং এমন বড় বড় ফোটা বর্ষিত হয় যে, রাতে যারা বাইরে ঘুমায় তাদের শুকনো বিছানা ভেতরে নিয়ে যাবার সুযোগটুকু পর্যন্ত দেয় না। (অর্থাৎ যেভাবে হঠাৎ করে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া আরম্ভ হয় ঠিক সেভাবে হঠাৎ করে তাদের চোখের জল ঝরা আরম্ভ হয়ে যায়। এরপর তিনি (আ.) বলেন), কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, এমন মানুষদের অধিকাংশকে আমি ঘৃণ্য প্রতারক এবং দুনিয়ার কীটদের চেয়েও জঘন্য পেয়েছি। আর অনেককে এমন নোংরা প্রকৃতির এবং অসৎ আর সকল অর্থে পাপাচারী ও দূরাচারী পেয়েছি যে, তাদের ক্রন্দন-হাহুতাশ এবং আকুতি-মিনতির অভ্যাস দেখে কোন বৈঠকে এমন বিগলিত ভাব এবং অন্তর্দাহ প্রকাশ করার প্রতি আমার ঘৃণা হয়।"

অতএব এমন মানুষও রয়েছে, যাদের কিছু দৃশ্য দেখে চোখের পানি ঝরতে আর সময় লাগে না কিন্তু এটি একটি সাময়িক আবেগ মাত্র। নিজের স্বার্থের প্রশ্ন আসলে সেই ব্যক্তির মাঝে তখন আর এমন

খোদার কৃপাধন্য হওয়ার জন্য অবিরত ও অব্যাহত বিনয় ও নম্রতা এবং খোদাভীতি সবার সামনে রাখা উচিত। সকল প্রকৃত মু'মিনের জন্য এই জিনিসটি দেখা আবশ্যক, তার নামায শুরু করা এবং শেষ হওয়ার মাঝে যেন একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে। নামায আরম্ভ করার পূর্বে তার ভেতর যদি কোন অহমিকা বা আমিত্বের কোন অংশ থেকেও থাকে তাহলে নামায শেষ করার সময় তার হৃদয় এসব বিষয় থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়া উচিত।

আবেগ দেখা যায় না। কিন্তু স্বার্থ না থাকলে এই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু যদি স্বার্থের প্রশ্ন আসে তাহলে সে যুলুম বা অত্যাচারও করে। তখন দয়ামায়ার কোন প্রশ্নই উঠে না, তখন আর সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় না। বা কতেক এমন পাপও হয়ে থাকে যা খোদার কাছে অপছন্দনীয় বা নামায ও ইবাদত তাদের লোক দেখানো বা মানুষকে শোনানোর জন্যই হয়ে থাকে।

অতএব পরিস্থিতি যদি এমনই হয় তাহলে এমন মানুষ কীভাবে 'কাদ আফলাহাল মু'মিনুন'-এর গণ্ডিভুক্ত হতে পারে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একজন বুযূর্গ বা পুণ্যবান ব্যক্তির ঘটনা শোনাতেন। তিনি মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য বেশ কয়েক বছর যাবৎ রীতিমত মসজিদে নামায পড়েন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তার কোন অতীত পুণ্যের কারণে মানুষের হৃদয়ে তার সম্বন্ধে এমন এক ধারণার সঞ্চার করেন যে কারণে সবাই তাকে মুনাফিক বলত। তার বাসনা ছিল মানুষের প্রশংসা কুড়ানো কিন্তু মানুষ তাকে মুনাফিক বলতো। অবশেষে একদিন সেই বুযূর্গ ভাবলেন, জীবনের এতটা অংশ নষ্ট হয়ে গেল অথচ কেউ কখনও আমাকে পুণ্যবান বলেনি। যদি আল্লাহ্‌র খাতিরে ইবাদত করতাম তাহলে নিদেনপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন। এই ধারণা তার হৃদয়ে এত গভীরভাবে জাগ্রত হয় যে, তিনি তখনই জঙ্গলে চলে যান। কাঁদেন ও দোয়া করেন এবং তওবা করেন আর অঙ্গীকার করেন, হে আমার আল্লাহ্! এখন আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই ইবাদত করব। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে এই ধারণা সঞ্চার করেন, এই ব্যক্তি আসলে অনেক বড় পুণ্যবান কিন্তু জানিনা কেন যেন মানুষ তার দুর্নাম রটিয়ে রেখেছে। তখন বালক-বৃদ্ধ সবাই তার প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, হে আল্লাহ্! তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি কেবল একদিন নামায পড়েছি যার ফলাফল এটি প্রকাশ পেয়েছে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করা আরম্ভ করেছে।

দেখুন! চেতনাবোধ জাগ্রত হতেই যখন তিনি খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইবাদত করেন তখন আল্লাহ্ তা'লাও সন্তুষ্ট হন কেননা, সেই ইবাদত বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্‌র জন্যই করা হচ্ছিল। আর এই পর্যায়ে কোন বাসনা না থাকা সত্ত্বেও মানুষ তাকে সেই নামেই ডাকতে আরম্ভ করে যা শোনার বাসনা তার পূর্বে ছিল অথচ 'মানুষ আমার প্রশংসা করবে বা আমাকে পুণ্যবান জ্ঞান করবে'–এমন কোন বাসনা এ পর্যায়ে তার ছিল না। পূর্বে আকাঙ্খা ছিল কিন্তু বাসনা থাকা সত্ত্বেও সফল হননি। আর এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তার প্রশংসা করতে আরম্ভ করে।

দ্বিতীয়তঃ এটি থেকে এ কথাও বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'লা কতক অতীত পুণ্যকে মূল্যায়ন করে কারো সংশোধনের বিধান এবং ব্যবস্থা করে থাকেন। এখানে যা বলা হয়েছে, অতীতের কোন পুণ্য খোদা তা'লা পছন্দ করেছেন এর অর্থ হলো, সেই সৎকর্মের কারণে বা সেই পুণ্যের কারণে মানুষের কথা শোনার পর তার মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। পূর্বে মানুষের তাকে মুনাফিক বলে সম্বোধন করাই তার সংশোধনের কারণ হয়েছে। আর এটি এমনিতেই হয়ে যায় নি বরং আমি যেমনটি বলেছি, খোদা তা'লা তার কোন অতীত পুণ্যকর্ম পছন্দ করেছেন যে কারণে খোদা তা'লা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যারফলে তার ইবাদত খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু নিজেই তার সংশোধন করতে চাচ্ছিলেন তাই মানুষের বলার পর তার মাঝে চেতনাবোধ জাগ্রত হয়।

আর দ্বিতীয়তঃ পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে এই ধারণা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন যে, এই ব্যক্তি মুনাফিক। আল্লাহ্ তা'লা চাইতেন না যে, মানুষ তার প্রশংসা করুক আর এই কারণে অন্যায়ভাবে তার মাঝে আত্মশ্লাঘা সৃষ্টি হবে এবং সে অধিক পাপে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। তার কোন অতীত পুণ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তার সংশোধন চাচ্ছিলেন তাই তিনি তার সংশোধনের ব্যবস্থা করেন

আর তিনি সফল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। অতএব অতীতে কৃত কোন পুণ্য পরে কোন পাপ হয়ে গেলেও তা মানুষকে অশুভ পরিণামের হাত থেকে রক্ষা করে আর মানুষ সফল লোকদের মাঝে গণ্য হতে পারে। আর এটি খোদা তা'লার রহমানীয়্যতের কল্যাণে হয়।

আল্লাহ্ তা'লা যদি কারো সংশোধন চান তাহলে এভাবেও করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এখানে নিশ্চিত সাফল্যের নিশ্চয়তা শুধু সেসব মু'মিনকে দিয়েছেন যারা তাঁর রহীমিয়্যত থেকে কল্যাণ লাভের চেষ্টা করে এবং যার প্রথম শর্ত হলো, নামায এবং ইবাদতে খশূ অর্থাৎ বিনয় ভাবাপন্ন হওয়া অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ইবাদত করা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে মু'মিনের এই অবস্থাকে মানব জন্মের বিভিন্ন অবস্থার সাথে তুলনার নিরিখে যা বর্ণনা করেছেন তার কেবল প্রথম অংশ অর্থাৎ ***'আল্লাযিনা হুম ফি সালাতিহীম খাশেউন'*** আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি; যা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, কোন নেকী বা পুণ্য ততক্ষণ পর্যন্ত নেকী বা পুণ্য গণ্য হয় না বা কোন ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ীরূপে ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার রহীমিয়্যত বৈশিষ্ট্যের সাথে মানুষ সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট হওয়ার চেষ্টা না করে বা সেটি অর্জনের চেষ্টা না করে। আর নিজের ইবাদতকে এর বেশি কিছু মনে করা উচিত নয় যে, এটি খোদার কৃপায় খোদার সাথে চিমটে থাকার বা সম্পৃক্ত থাকার একটি মাধ্যম মাত্র। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"মু'মিনের আধ্যাত্মিক যাত্রার প্রথম সোপান হলো সেই বিনয়, সেই কাকুতি-মিনতি এবং সেই কাতরচিত্ততা যা নামায এবং খোদা তা'লার স্মরণে এক মু'মিনের লাভ হয় অর্থাৎ হৃদয় বিগলিত হওয়া, বিনয়, খোদার সাথে বিনম্র বাক্যালাপ, আত্মার বিনীত ক্রন্দন, উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা আর এক ধরনের ভালবাসার উত্তাপ নিজের মাঝে সৃষ্টি করা। আর এক ভীতিকর অবস্থা নিজের ওপর আনয়ন করে আল্লাহ্ তা'লার সামনে নিজের হৃদয় বা আত্মাকে সমর্পিত করা যেভাবে উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, ***'কাদ আফলাহাল মু'মিনীনাল্লাযিনা হুম ফি সালাতিহীম খাশেউন'*** অর্থাৎ সেসব মু'মিন সাফল্য লাভ করেছে যারা নিজেদের নামাযে এবং খোদার সকল প্রকার স্মরণে অর্থাৎ সকল প্রকার যিক্‌রে ইলাহীতে (অর্থাৎ শুধু নামাযই নয় বরং খোদার সকল প্রকার স্মরণ বা যিক্‌রে ইলাহীতে) বিনয়াবনত ও আকুতি-মিনতি অবলম্বন করে থাকে। আর বিগলিত চিত্ত, অন্তর্জ্বালা, ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা এবং আন্তরিক উচ্ছাস ও স্বদিচ্ছার সাথে নিজ প্রভুর স্মরণে রত বা ব্যাপৃত থাকে।"

অতএব যে নামাযে কাঁদে এবং বিনয়ের সাথে নামায পড়ে খোদার অন্যান্য যিকির বা স্মরণেও নিজের ওপর একই অবস্থা বিরাজমান রাখে। যার ব্যাখ্যা 'খশূ' শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে পূর্বেই আমি বলেছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "খোদার সকল প্রকার স্মরণ বা যিকরে ইলাহী করতে গিয়ে নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। অর্থাৎ চলাফেরার সময়ও যখন মানুষ যিকরে ইলাহী করে বা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে তখনও তাদের ওপর নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মনমানসিকতা বিরাজমান থাকে। আর খোদা তা'লা যদি হৃদয়পটে থাকেন তাহলে তার প্রতিটি কর্ম তা দৈনন্দিন লেনদেনেই হোক না কেনো খোদাকে সামনে রেখে তাঁর আদেশ-নিষেধ স্মরণ করিয়ে বিনয়ভাব ও সচেতনতা তার হৃদয়ে সৃষ্টি করে।"

পুনরায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "যারা কুরআন সম্পর্কে ভাবে এবং প্রণিধান করে তাদের স্মরণ রাখা উচিত, নামাযে কাকুতি-মিনতি বা বিনয় অবলম্বন আধ্যাত্মিক সত্তার জন্য একটি শুক্রাণু বিন্দু স্বরূপ। আর শুক্রাণুর মতই আধ্যাত্মিকভাবে এক পূর্ণ মানবের সকল শক্তি-বৃত্তি, বৈশিষ্টাবলী এবং গঠন-গড়ন এতে সুপ্ত থাকে।"

এখানে আমি যেমনটি বলেছিলাম, মানব জন্মের বিভিন্ন স্তরের সাথে তুলনা করেছেন এখানে সেই উপমাই বর্ণিত হচ্ছে। যেভাবে শুক্রবিন্দু মাতৃগর্ভে গিয়ে একটি শিশুর রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসে আর এক পূর্ণ-সুঠাম মানব, পূর্ণ গুণাবলীর আধার হয়ে যায়; একইভাবে বিনয় এবং কাকুতি-মিনতি আধ্যাত্মিক সোপান অতিক্রম করিয়ে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোন থেকে মানুষকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে।

এরপর তিনি (আ.) আরও বলেন, "যেভাবে শুক্রবিন্দু ততক্ষণ পর্যন্ত হুমকির মুখে থাকে যতক্ষণ মাতৃ জরায়ুর সাথে সেটি সম্পৃক্ত-সংশ্লিষ্ট না হয়।" অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে যতক্ষণ মাতৃগর্ভে চলে না যায় যেখানে প্রকৃতির নিয়মের অধীনে এর বৃদ্ধি ও উন্নতি অবধারিত থাকে। তিনি (আ.) বলেন, "একইভাবে আধ্যাত্মিক সত্তার এই প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ 'খশূ' বা বিনয় ও কাকুতি-মিনতির অবস্থাও ততক্ষণ আশংকামুক্ত নয় যতক্ষণ রহীম খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত না হয়। স্মরণ থাকা উচিত, যতদিন ঐশী কল্যাণরাজি কোন কর্ম ছাড়া লাভ হয় তা রহমানীয়্যত বৈশিষ্ট্যের কল্যাণেই হয়ে থাকে। যেভাবে আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদী যা কিছু আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন বা স্বয়ং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এই সবকিছুই রহমানীয়্যতের কল্যাণধারা থেকে উৎসারিত। কিন্তু যখন কোন কল্যাণের প্রস্রবণ ধারা কোন কর্ম, ইবাদত, সংগ্রাম এবং চেষ্টার ফলশ্রুতিতে লাভ হয় তখন সেটি রহীমিয়্যতেরই ফসল আখ্যায়িত হয়।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, "এটিই আদম সন্তান বা মানবজাতীর জন্য আল্লাহ্ তা'লার চলমান রীতি। অতএব যখন মানুষ নামায এবং খোদার স্মরণে বিনয়ের সঙ্গে আকুতি-মিনতি করে তখন সে রহীমিয়্যতের কল্যাণ ধারা লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। কাজেই শুক্রবিন্দু এবং আধ্যাত্মিক সত্তার প্রথম সোপান অর্থাৎ 'খশূ'– এ দুইয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, শুক্রবিন্দু মাতৃ-জঠরের সাথে সম্পর্ক বন্ধনের মুখাপেক্ষী আর অপরটি রহীম খোদার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মুখাপেক্ষী থাকে। আর যেভাবে শুক্রবিন্দুর মাতৃগর্ভের সাথে সম্পৃক্ত-সংশ্লিষ্ট হওয়ার

প্রতিটি দিন যেন আমাদের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে খোদার সমধিক কৃপায় ধন্য করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবসময় ইস্তিগফার করার তৌফিক দিন। আমাদের প্রতিটি নেক বা পুণ্যকর্ম যদি খোদার দৃষ্টিতে পুণ্য হয়ে থাকে তাহলে তা যেন খোদার সন্তুষ্টির কারণ হয়। আমাদের সবাই যেন সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে সফল বা সাফল্যমন্ডিত।

পূর্বেই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় একইভাবে আধ্যাত্মিক সত্তার প্রথম স্তর অর্থাৎ 'খশূ'ও রহীমের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বা তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অতএব যেসব ইবাদত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে সেগুলো রহীম খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়।

তিনি (আ.) বলেন, অনেকেই প্রাথমিক অবস্থায় নিজেদের নামাযে কাঁদে, খোদার জন্য ভালবাসায় আত্মবিস্মৃত হয়, নারাহ্ উত্তোলন করে আর খোদার ভালবাসায় বিভিন্ন প্রকার উম্মাদনা প্রকাশ করে আর বিভিন্ন প্রকার প্রেমিক সুলভ আচরণ প্রকাশ করে; কিন্তু সেই কৃপার আধার সত্তা যার নাম রহীম তাঁর সাথে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। এসব কিছু করে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা, যিনি রহীম তাঁর সাথে সেই সম্পর্ক স্থাপিত হয় না যা হওয়া উচিত আর না তাঁর বিশেষ বিকাশের আকর্ষণে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই তাদের সে সকল বিগলিত ক্রন্দন এবং সেই কাকুতি-মিনতি ভিত্তিহীন হয়ে থাকে আর প্রায় সময় তারা স্খলিত হয় এমনকি পূর্বের চেয়েও শোচনীয় অবস্থায় গিয়ে তারা উপনীত হয়। যেমন দেখুন! নবীদের হাতে বয়আতের পর মুরতাদ হয় এমনও অনেক মানুষ রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেও কেউ কেউ এমন ছিল যেমন ডাক্তার আব্দুল হাকীমেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও, পুণ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও স্খলিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে বেদ্বীন বা ধর্মহীন হয়ে গেছে।

তিনি (আ.) বলেন, অতএব এটি এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য, যেভাবে একটি শুক্রাণু দৈহিক সত্তার প্রথম সোপান বা প্রথম স্তর হয়ে থাকে আর যতদিন মাতৃ-জঠরের আকর্ষণ তার সাহায্যে না আসবে সেটি কিছুই নয় অনুরূপভাবে 'খশূ' বা বিনয়ের সাথে কাকুতি-মিনতি করা এটিও আধ্যাত্মিক সত্তার প্রথম সোপান আর যতদিন রহীম খোদার বিশেষ আকর্ষণ তার সাহায্যে না আসবে তার সেই অবস্থা কিছুই নয়। খোদার সাহায্য যদি থাকে, রহীম খোদার সাথে যদি সম্পর্ক স্থাপিত হয় কেবল তবেই তার কাকুতি-মিনতি কাজে আসবে নতুবা কেবল বাহ্যিকভাবে অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া তা আর কিছুই নয়।

অনেকে বলে, আমরা অনেক কেঁদেছি, অনেক আহাজারি করেছি, দোয়া গৃহীত হয় না। তাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখা উচিত, অন্যসব শর্ত পূরণ হচ্ছে কিনা। তিনি (আ.) বলেন, এ কারণেই সহস্র সহস্র এমন মানুষ দেখবে যারা জীবনের কোন অংশে যিক্‌রে এলাহী এবং নামাযে 'খশূ'র অবস্থাকে উপভোগ করতো, অভিভূত হতো এবং অশ্রু বিসর্জন দিতো কিন্তু এরপর তারা এমন অভিশাপের শিকার হয়, পুরোপুরি রিপুর তাড়নার শিকার হয় আর এ দুনিয়া এবং জাগতিক কামনা-বাসনার আকর্ষণে সেসব অবস্থা হারিয়ে বসে।

এটি বড় ভয়াবহ একটি স্তর বা পর্যায় যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই 'খশূ' এবং বিনয়াবনত অবস্থা রহীমিয়্যতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। আর রহীমিয়্যতের আকর্ষণ তার ওপর প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই সেই অবস্থা উবে যায় এবং লোপ পায়। তাই কেউ দাবীর সাথে বলতে পারবে না যে, তার সব ইবাদত 'খশূ' বা বিনয় ও কাকুতি-মিনতির পরম মার্গে পৌঁছে গেছে। 'খশূ' শব্দ যেমনটি পূর্বেই আমি ব্যাখ্যা করেছি, সেই সকল অনুষঙ্গ বা খুঁটিনাটির সমন্বয়ের নাম যা এর অর্থ করতে গিয়ে আমি ব্যাখ্যা করেছি। এসব অনুষঙ্গ বা খুঁটিনাটি যদি পুরোপুরি বিনয়ের সাথে ও কাকুতি-মিনতির সাথে পালিত হয় তাহলে খোদার রহীমিয়্যত তাকে ফলপ্রদ করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এ অনুসারে মানুষ জানে না যে, রহীম খোদার রহীমিয়্যত কখন তা গ্রহণ করে ফল বহন করবে। তাই নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। যেভাবে বাহ্যিকভাবে বা দৈহিকভাবে বুঝা যায় না যে, কখন ফার্টিলাইজেশান হবে বা নিষিক্ত হবে আর কখন ভ্রূণ বৃদ্ধি লাভ করবে।

যেভাবে অনেক সময় মাতৃগর্ভে গিয়েও শুক্রাণুতে কিছু ত্রুটি দেখা দেয় অনুরূপভাবে হুযূর বলেন, এটি আমার

ব্যাখ্যা, যেভাবে মাতৃগর্ভে গিয়েও শুক্রাণুতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয় অনুরূপভাবে অনেক সময় মানুষের একবারের বিনয় বা কাকুতি-মিনতি ফলবাহী হলেও অনেক সময় খান্নাস এতে নাক গলায় বা হস্তক্ষেপ করে। অহমিকা হৃদয়ে দানা বাঁধে। যেভাবে নবীদের গ্রহণ করার পর যারা তাঁদের পরিত্যাগ করে তাদের অবস্থা হয়ে থাকে। এটি আসলে অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা যা তাদের সেই পুণ্য হতে বিচ্যুত করে। আল্লাহ্‌র সাথে ততক্ষণ তাদের সম্পর্ক থাকে যতক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষের সাথে সুসম্পর্ক থাকে। আর যেখানেই সে সেই সম্পর্ক ছিন্ন করে সেখানেই সে অন্ধকার এবং ভ্রষ্টতার গহ্বরে বা কূপে নিপতিত হয়। তাই সবসময় খোদাভীতি সামনে থাকা চাই। তাঁর রহীমিয়্যতে ধন্য হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। তাঁর কৃপাবারি বা ফযল চাইতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। নিজের তুচ্ছ প্রচেষ্টা বা দু'একটি দোয়া গৃহীত হলে বা কয়েকটি সত্য স্বপ্ন দেখে অহংকারী হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা কোথাও এটি বলেন নি, তোমাদের দু'একটি দোয়া গৃহীত হওয়া বা কয়েকটি সত্য স্বপ্ন দেখা তোমাদের সাফল্যমণ্ডিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করবে। খোদার নৈকট্য যারা লাভ করে এবং যারা সাফল্যমণ্ডিত বা সফলকাম তারা বিনয়ের পরম মার্গে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও, বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা সত্ত্বেও, খোদার পথে আর্থিক কুরবানী করেও, নিজেদের সম্মান-সম্ভ্রমের ও লজ্জাস্থানের হিফাযত সত্ত্বেও, নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করা সত্ত্বেও, যথাযথ ইবাদত করা সত্ত্বেও, যথাযথভাবে নামায পড়া সত্ত্বেও আর নামাযের হিফাযত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেও তারা অবশেষে এ কথাই বলে, হে আমাদের খোদা! আমাদেরকে তোমার কৃপার চাদরে আবৃত কর কেননা এছাড়া আমরা মূল্যহীন।

তাই খোদার ফযল এবং কৃপাই মানুষের অব্যাহত চেষ্টাকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিয়ে থাকে যা সে তাঁর রহীমিয়্যতকে আকর্ষণের জন্য করে থাকে। অর্থাৎ রহীমিয়্যতকে আকর্ষণের সেই চেষ্টা যদি অব্যাহত থাকে তবেই খোদার কৃপা লাভ হয় আর এর ফলেই মানুষ কৃপায় ধন্য হয়। আর এই ফযল এবং কৃপার ফলশ্রুতিতেই মানুষ গৃহীত হয় এবং তার পরিণাম শুভ হয়। তাই এই গূঢ় কথাকে এক সত্যিকার মু'মিনের সর্বদা সামনে রাখা উচিত, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যারা এসব কাজ করে এমন মু'মিনরা সাফল্য লাভ করেছে কিন্তু সেই সাফল্যকে জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য করে নেওয়ার জন্য সকল উন্নতি এবং সকল ফযল ও কৃপা যা খোদার পক্ষ থেকে লাভ হয় একে নিজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল বা ফসল মনে করবে না বরং প্রত্যেক উন্নতির সোপান অতিক্রম করার পর এটিই বিশ্বাস করতে হবে যে, আমি কিছুই করিনি। যদি এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় তাহলে উন্নতি অব্যাহত থাকবে অন্যথায় সেই শুক্রবিন্দুর মত যা মাতৃগর্ভে গিয়ে সঠিকভাবে লালিত-পালিত হয় না আর কয়েক সপ্তাহ পরেই নষ্ট হয়ে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় অনুরূপভাবে আমাদের কর্ম বা আমলও খোদার কৃপাকে সাময়িকভাবে আকর্ষণ করার পর কোন অপকর্মের কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর হয়ে যায়।

অতএব যেমনটি আমি বলেছি, আমাদের নিজেদের পরিণামের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন খোদার ফযল এবং কৃপায় তাঁর রহীমিয়্যতকে আকর্ষণের মাধ্যমে আমাদের প্রতিটি কর্মের ফলে সেই শিশুর জন্ম হয় যে সকল অর্থে নিখুঁত হবে। আমরা যেন সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হই যাদের ইবাদতে উন্নতির পাশাপাশি বিনয়ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, বিনয় ও নম্রতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহানবী (সা.) যার ইবাদতের সৌন্দর্য্য এবং ইবাদতে কাকুতি-মিনতির কথা আমরা ধারণাই করতে পারি না; যদি তিনি বলেন, আমিও জান্নাতে গেলে খোদার ফযল ও কৃপাগুণেই যাব তাহলে প্রশ্ন হলো, অন্য কোন ব্যক্তির নিছক কর্ম তাকে কীভাবে জান্নাতে নিতে পারে বা আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন?

মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন আর পৃথিবীর সংশোধনের দায়িত্ব তাঁরই ছিল, এজন্যই তিনি এসেছেন আর কারো কর্ম তাঁর নেক কর্মের সমান হতে পারে না; এসব বিষয় সত্ত্বেও তিনি নিজের বিনয় ও কাকুতি-মিনতিকে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন যে, নফল নামাযের সময় এই চেতনাই থাকতো না যে, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে আমার পা ফুলে যাচ্ছে। অতএব খোদার কৃপাধন্য হওয়ার জন্য অবিরত ও অব্যাহত বিনয় ও নম্রতা এবং খোদাভীতি সবার সামনে রাখা উচিত। সকল প্রকৃত মু'মিনের জন্য এই জিনিসটি দেখা আবশ্যক, তার নামায শুরু করা এবং শেষ হওয়ার মাঝে যেন একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে। নামায আরম্ভ করার পূর্বে তার ভেতর যদি কোন অহমিকা বা আমিত্বের কোন অংশ থেকেও থাকে তাহলে নামায শেষ করার সময় তার হৃদয় এসব বিষয় থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়া উচিত।

একইভাবে অন্যান্য ইবাদতও রয়েছে। সকল ইবাদতের সমাপ্তি, তার অহমিকার বা অহংকারের সমাপ্তি আর বিনয়ের শুরু হওয়া উচিত। নিজেদের দৈনন্দিন সম্পর্কের গন্ডিতে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হৃদয়ে যেন বিনয় বিরাজমান থাকে। অতএব ইবাদত যেন আমাদেরকে বিনয়াবনত হতে শিখায়, যেন খোদার রহীমিয়্যত সবসময় তাকে সতেজ ও হৃষ্টপুষ্ট ফলে সমৃদ্ধ করে বা ধন্য করে। প্রতিটি দিন যেন আমাদের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে খোদার সমধিক কৃপায় ধন্য করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবসময় ইস্তিগফার করার তৌফিক দিন। আমাদের প্রতিটি নেক বা পুণ্যকর্ম যদি খোদার দৃষ্টিতে পুণ্য হয়ে থাকে তাহলে তা যেন খোদার সন্তুষ্টির কারণ হয়। আমাদের সবাই যেন সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে সফল বা সাফল্যমন্ডিত।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

আহমদীয়া খিলাফত

অশান্ত-অস্থির পৃথিবীর মুক্তির দিশারী

ভাষান্তর ঃ **মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্**

[আহমদীয়া খিলাফতের শত-বার্ষিকী জুবিলী-উৎসব উদযাপনের ধারাবাহিকতায় কানাডার অন্টারিও রাজ্যের মারখাম নগরস্থ হিলটন কনফারেন্স সেন্টার-এ ২৫ জুন ২০০৮ এক নৈশ-ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সেদেশের অন্টারিও রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী Hon. Dalton McGuinty, কেন্দ্রীয়-সরকারের Multiculturalism & Canadian Identity বিষয়ক সেক্রেটারী অব ষ্টেট Hon. Jason Kenny সহ বহু গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অশান্ত ও অস্থির এ পৃথিবীতে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ দান করে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) সেই ভোজ সভায় যে অমূল্য ঐতিহাসিক-ভাষণ দান করেছেন, নিম্নে তা পত্রস্থ করা হলো]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

(পরম করুণাময় ও বার বার কৃপাকারী আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি)

সম্মানিত ভদ্র-মহোদয় ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু

আপনাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সর্বপ্রথম আমি আমাদের সম্মানিত-অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন আর বহু কষ্ট স্বীকার করে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন।

আমি জানি, সাপ্তাহিক কর্মদিবসের এ দিনটিতে এখানে এসে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়াটা আপনাদের জন্য বেশ কষ্টকর হয়েছে বটে, তবে এটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আপনারা মানবতার সেবায় বিশেষভাবে উজ্জীবিত এবং আপনারা উন্নত-মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অতএব, এটাই সঠিক যে, এমন সমুন্নত-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রতি অবশ্যই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

এই অনুষ্ঠানের বিশেষ তাৎপর্য ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কানাডার জলসা উপলক্ষ্যে এর পূর্বেও আমি দু'বার এখানে এসেছি। তখন আপনাদের কারো কারো সাথে আমার সাক্ষাৎও হয়েছে। যা হোক, আজ যে অনুষ্ঠান উদযাপিত হচ্ছে ইতোপূর্বে তা কখনো হয়নি। আজও আমি সেই সুধী বৃন্দকে সম্বোধন করে সরাসরি বক্তব্য রাখছি, যারা জামা'তের প্রতি সহমর্মিতা রাখেন বা জামা'তের সদস্যদের সাথে যাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সাহচর্য রয়েছে। এছাড়া আজকের এই অনুষ্ঠানে এমন গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, যাদের সাথে জামা'তের পূর্বে কোন পরিচয় ঘটেনি। আপনারা জানেন, স্থানীয়-প্রশাসন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। কারণ, জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার ইন্তেকালের পর এই জামা'ত–২০০৮ এ খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শত বার্ষিকী উদযাপন করছে।

খিলাফত ঃ ইসলাম – আহমদীয়া

স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নাম খিলাফত। এরই কারণে আমরা খিলাফত শত-বার্ষিকী

উদযাপন করছি। যেমনটি আমি এই মাত্র বললাম। আপনাদের মাঝে এমন অনেকেই আছেন জামা'তের সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, তারা আহমদীয়াত সম্পর্কে উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত, যারা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আবির্ভূত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের সদস্য। তারা ইসলামী-শিক্ষা ও আদর্শ মান্যকারী এক জামা'ত।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশন

মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভূত হওয়া নির্ধারিত। তিনি মুসলমান এবং অ-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে তাদের প্রকৃত-স্রষ্টা সম্পর্কে সতর্ক করে তাদের মাঝে এমন পবিত্র-পরিবর্তন সাধন করবেন যে, তারা তাদের প্রকৃত-স্রষ্টার সমীপে সেজদাবনত হয়ে পড়বে।

কালের পরিক্রমায় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা অনুধাবনে সুনির্দিষ্ট দূর্বলতা ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে, যা নিরসন করা জরুরী।

আবার পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও নীতিমালার বিরুদ্ধে আপত্তিকর চক্রান্তের যে জট পাকানো হচ্ছে, তা থেকেও একে (ইসলাম) রক্ষা করা আবশ্যক।

স্রষ্টার প্রতি বিশ্বস্ততা আর মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা

সামগ্রিকভাবে মানবজাতির অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করা প্রয়োজন। প্রেম-প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব আর শান্তি ও সম্প্রীতির এক পরিমন্ডল বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। অন্য কথায়, মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততার হক আদায়ে এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধ-আচরণের মাধ্যমে এ বিশ্ব এক স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হতে পারে।

আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে যারা ততটা অবহিত নন এবং ইসলামের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে যারা এর নির্মূল হওয়ার বাসনা অন্তরে পুষছেন, তাদের ভুল-ধারণা দূর করতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সংক্ষিপ্ত এই পরিচিতি ও বিশ্লেষণটুকু তুলে ধরা হলো।

কতিপয় মুসলমানের ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন

ইসলামের নাম নিলে অবশ্য এ-যুগে স্বাভাবিক ভাবেই ভয়-ভীতিকর এক চিত্র সাধারণভাবেই ফুটে ওঠে। ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়ে যারা, এ দোষ তাদের নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকথিত কিছু ইসলামী-দল এবং তাদের সহযোগী অন্যান্যরা ইসলামকে এমন ভাবে কালিমাযুক্ত করেছে, যেন এটা এক অসভ্য-অশালীন, বর্বর ও চরমপন্থী, বিদ্রোহী ও বিদ্বেষপরায়ণ, মারমূখী এক ধর্ম। ইসলামের নাম শুনলেই তরবারীর ঝন-ঝনানী, বোমাবাজি আর আত্মঘাতি-হামলার এক ছাপ মানুষের হৃদয়পটে ভেসে ওঠে।

ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই

'জোর-জবরদস্তি কোনক্রমেই নয়'-এটা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বই মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর ওপর ন্যস্ত। তাঁর খিলাফত সেই কাজটিই সম্পন্ন করবে–তবে বল প্রয়োগে নয় বরং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করার মাধ্যমে। বল প্রয়োগ করলে অন্যের অধিকার যেমন দেয়া যায় না, তেমনি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য-লাভও এর দ্বারা সম্ভব নয়। ধর্মে বল প্রয়োগ না করতে পবিত্র কুরআন সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। যেমন সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে রয়েছে-

"(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না, তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (সে কথা ভিন্ন)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু (ও) মহামহিমান্বিত।"

সৌহার্দ্যপূর্ণ এই শিক্ষা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বিশদ-ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট করে নির্দেশ দিয়েছে যে, ধর্ম-বিশ্বাসের বিস্তার ঘটাতে তরবারী ধারণ করো না, বরং ধর্ম-বিশ্বাসের অনুপম বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সুন্দর-শিক্ষা প্রত্যেকেরই উপস্থাপন করা উচিত, যাতে তার অনুকরণীয় উত্তম-আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে অন্যরাও তা গ্রহণ করে নেয়।

মহানবী (সা.) যুদ্ধ কেন করেছিলেন?

কোনক্রমেই এ ধারনার উদ্রেক করবেন না যে, ইসলাম-প্রচারে তরবারী প্রয়োগের নির্দেশ রয়েছে। ধর্ম- বিশ্বাসের বিস্তার ঘটাতে নিশ্চিত ভাবেই তরবারী ব্যবহৃত হয়নি। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়েছিল, এটাই সত্য-ঈমানের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে অবশ্যই এটি (তরবারী) কখনও ব্যবহৃত হয়নি। কারণ, ঈমানী-বিষয়গুলো তো মানব-হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত। ধর্মের টানে নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়। মক্কার প্রথম তের বছর মুসলমানদের জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। এমনকি, মদীনায় হিজরত করার পরও শত্রুরা তাদের ওপর চড়াও হলে সম্পূর্ণ অসজ্জিত অবস্থায় থেকেও তাদেরকে ফিরতি-যুদ্ধ করতে হয়েছে।

চাপ প্রয়োগে মুসলমান হলে কেউ কী এমন কুরবানী করতে পারে? বরং হওয়া তো উচিত ছিল এমন– যে ব্যক্তি চাপে পড়ে মুসলমান হয়েছে, ইসলাম আক্রান্ত হলে সে মহা-আনন্দিত হবে, সে ভাববে, ভালই হয়েছে, তাকে উদ্ধারের জন্য কেউ না কেউ এসে গেছে। যেহেতু তাদের কুরবানী সমূহ সাক্ষ্য দিচ্ছে–

যে-কেউই মুসলমান হচ্ছে, সে সর্বান্তকরনেই ইসলাম গ্রহণ করছে। এজন্য যদি সে যুদ্ধও করে, তা-ও এক বিশেষ-উদ্দেশ্যের জন্যই করে।

এবারে সেই উদ্দেশ্যসমূহ কী?

'ইসলাম' অর্থ যদি শান্তি-ই হবে, তবে মুসলমানরা যুদ্ধ করেছে কেন?

প্রথম উদ্দেশ্য ছিল-আত্মরক্ষা করা। শত্রুরা সর্বদা উত্যক্ত করেছে, করেছে আগ্রাসী-আক্রমণ, আর মুসলমানরা আত্মরক্ষা করতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল– নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে যখন অবলীলায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন অহেতুক এই রক্তপাত ঠেকাতে এবং নির্মম নিষ্ঠুরতার শাস্তি দিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আরবদের রীতি ছিল এটা, আর শান্তি বজায় রাখতে এর অবশ্য প্রয়োজনও ছিল–এবং সে ধারা আজও সর্বত্র স্বীকৃত।

তৃতীয়ত, যুদ্ধ করা হলে তা করা হবে বিরোধীদের দুর্বল করতে, কেননা তারা একত্রিত হচ্ছে মুসলমানদেরকে নির্মূল করতে, শুধু এ কারণে যে, তারা এক-আল্লাহর ইবাদত করে। এ অবস্থায় যুদ্ধ করা না হলে কাফিররা একজন মুসলমানকেও বাঁচতে দিবে না। মহান আল্লাহ্ তা'লা যথার্থই বলেছেন, 'ঠেকানো না হলে তারা মঠ, মন্দির, গির্জা, সিনেগগ এবং মসজিদগুলোকে ধূলিস্যাৎ করবে আর নির্মম নিষ্ঠুরতা ক্রমেই বেড়ে চলবে।'

মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে যুদ্ধের প্রয়োজন কখনও ছিল না

ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করছে যে,

মুসলমানরা কোন যুদ্ধে জড়িয়ে গেলেও কোন একজনকেও মুসলমান হতে কখনও বাধ্য করা হয়নি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইবাদতের স্বাধীনতা আছে। যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.) সুনির্দিষ্ট করে বলে দিতেন যে, "বয়োবৃদ্ধদের, নারীদের এবং শিশুদের অনিষ্ট করবে না, আর উপসনালয়ের ক্ষতি সাধন করবে না।" এমনকি বৃক্ষরাজি পর্যন্ত তিনি কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।

মুসলমান দেশগুলোতে খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যাতে তাদের অধিকার সঠিকভাবে ভোগ করতে পারে, সেজন্য অমুসলমানদের থেকে 'জিজিয়া'–'নিরাপত্তা ঝুকি কর' নেয়া হতো। আর কারও যদি তা দেয়ার সামর্থ না থাকতো, তবে তা আদায় করা থেকে তাকে অব্যাহতিও দেয়া হতো।

মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয়-খলীফা হযরত ওমর (রা.) এর যুগে অজ্ঞাত এক খুনী, ইহুদী এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে হযরত ওমর (রা.) খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাই, তিনি (রা.) সবাইকে মসজিদে-নববীতে ডেকে একত্রিত করলেন এবং খোদাভীতির কথা স্মরণ করিয়ে খুনীর ব্যাপারে অনুসন্ধান করলেন।

এতে উপস্থিত মুসলমানদের একজন সেই হত্যাকান্ডের দায় স্বীকার করে নিল। অবশেষে সেই ইহুদী পরিবারের সম্মতিতে খুনের মুক্তিপণ আদায় করে সেই খুনী অব্যাহতি পায়।

ইসলামে মুসলমান ও অমুসলমানের সম-অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে

গুটি কয়েক ঘটনা মাত্র, যা আমি বর্ণনা করলাম, তবে সেগুলো প্রমাণিত-সাক্ষ্য বিশেষ যে, ইসলাম শত্রুদের সাথেও দয়ার্দ্র আচরণ করে, তা শান্তিকালীন সময়েই হোক বা যুদ্ধাবস্থায়-ই হোক। সর্বাবস্থায় ইসলাম অমুসলমানদের অধিকার মর্যাদার সাথে সংরক্ষণ করে।

ইসলামে বল প্রয়োগ করা হলে, মহানবী (সা.) বা তাঁর (সা.) খলীফাগণের যুগে সংঘটিত এমন দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যেতো না।

আহমদীয়া ইসলামের শিক্ষা হলো– ভালবাসার শিক্ষা, শান্তিদানের শিক্ষা

ইসলাম একটি সন্ত্রাসী-ধর্ম–এ অপবাদ নিরসণ করতেই এ ইতিহাস তুলে ধরা হলো। মহান এসব শিক্ষা কার্যকর করতে আর তা ছড়িয়ে দিতে অবিরাম প্রচেষ্টায় রত থাকতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে তাগিদ-পূর্ণ নির্দেশ দান করেছেন। বর্ণিত উদ্ধৃতিসমূহ, যা আমি শুধু পাঠ করেছি, কেবলমাত্র সেই ইসলাম বা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই মান্য করে, যা হলো প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির ইসলাম, শান্তি ও নিরাপত্তা দানের প্রত্যয়ী বাণীতে সমৃদ্ধ ইসলাম।

আমি এখন পবিত্র কুরআন থেকে কয়েকটি নির্দেশনা উপস্থাপন করছি, যা সমাজে নির্বিঘ্ন-শান্তি বিরাজমান রাখার পথ-নির্দেশ দেয়।

ইসলাম একটি যুদ্ধংদেহী ধর্ম-এটি অপবাদ ও সর্বৈব-মিথ্যা। বাস্তবতা হলো, কী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল, যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন? আসুন, আমরা দেখে নিই। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, "আর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯১)

বিদ্বেষ ছড়ানো ও আক্রমণের অধিকার ইসলামে নেই

চড়াও হওয়া বা আক্রমণ করার অধিকার ইসলামে নেই। ইসলামের বাস্তব-শিক্ষা হলো, কেবল আক্রান্ত হলেই তুমি যুদ্ধ করতে পার। অধিকন্তু, এখানে এ নির্দেশও রয়েছে যে, আক্রমণকারী বা আগ্রাসী হয়ো না, চুক্তি ভঙ্গকারী হয়ো না।

আগ্রাসন বলতে কী বুঝায়?

সে-যুগে ইসলাম-বিরোধীরা পরাজিত-সৈন্যদের দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে বিকৃত করতো, এটা সমর-নীতির পরিপন্থী, জিঘাংসা-মূলক অত্যন্ত গর্হিত এক কর্ম। ইসলামে এটি নিষিদ্ধ। শিশু ও নারীদের হত্যা করাও নিষিদ্ধ। ধর্মীয় নেতাদের–পাদ্রী-পুরোহিত, রাব্বী, প্রমুখদেরকে তাদের উপসনালয়ে হত্যা করা সম্পূর্ণ- অবৈধ। অন্য কথায়, যুদ্ধ কেবলমাত্র সমরক্ষেত্রেই সংঘটিত হতে পারে। অথবা অন্য কোন বিকল্প খুঁজে না পেয়ে যদি শহর বা নগরে যুদ্ধ করতে বাধ্যও হতে হয়, তবুও কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা যেতে পারে, যারা বিরোধিতায় আগ-বাড়িয়ে অস্ত্র ধারণ করে আক্রমণ চালিয়েছে।

আত্মঘাতী বোমা-হামলা ইসলাম সমর্থিত বা অনুমোদিত নয়

আমরা আজ এটাই দেখছি যে, সুন্দর-সাবলীল ও সুগঠিত এই সব ইসলামী-শিক্ষার ওপর কোন দলই আমল করছে না। আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা শিশু, নারী, বৃদ্ধ, নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করছে, অপরদিকে, আগ্রাসী-বাহিনী, শহর-নগর-বন্দরে বোমা বর্ষণ করছে, গুলি চালাচ্ছে, করছে অতর্কিত- আক্রমণ। তারা নগরগুলোতে ব্যাপক ধ্বংস-যজ্ঞ চালিয়ে নগর-অবকাঠামো সমূলে বিনাশ করছে। এতে নাগরিক অধিকারের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকছে না।

পারমাণবিক বোমার দানবীয় আতঙ্ক

প্রতিটি বৃহৎ-শক্তিই এখন পারমাণবিক বিপুল অস্ত্র-সম্ভারের অধিকারী, এমনকী দরিদ্র-দেশগুলো পর্যন্ত অস্ত্রসম্ভার মজুত করণের এই দৌড়ে শামিল হচ্ছে। মানবজাতি একেবারে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে গেছে, যেখানে কী-না পবিত্র কুরআন আমাদেরকে নিরপরাধ, নিরীহদের কোন ক্ষতি না করার শিক্ষা দেয়, সেখানে পারমাণবিক-বোমার বিস্ফোরণ তাৎক্ষণিকভাবে জান-মালের বিপুল ক্ষতি সাধন করা ছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধীতা ঘটায়, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলতেই থাকে। সুতরাং এটা তো হত্যা করার চেয়েও জঘন্যতর অপরাধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহৃত হওয়ার পর মানুষ ভেবেছিল বিশ্ব এমন এক মারাত্মক মারণাস্ত্র বানানো থেকে হয়তো বিরতই থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো–সেসব অস্ত্রের প্রাণ- সংহারী ক্ষমতা বাড়াতে তারা আরও এগিয়ে গেছে। আর নিশ্চিতভাবেই বিশ্ব সামগ্রিক ধ্বংসলীলা সাধনকারী মারণাস্ত্রের উন্নত-সংস্করণ উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার দৌড়ে ছুটেই চলছে।

যুদ্ধে পরাজিত-শক্তিকে অবশ্যই মর্যাদা দিতে হবে

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লা শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখতে বিজিত-জাতির ওপর অযৌক্তিক বাধ্যবাধকতা আরোপ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তদুপরি শান্তি-স্থাপনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে যুদ্ধে অগ্রগামীদের গোলাবর্ষণ অবিলম্বে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। কোন বাহানা যেন খোঁজা না হয়। আবার এমন শর্ত যেন আরোপ করা না হয়, যা কোন জাতি-সত্তার জন্য অবমাননাকর। কেননা, এমনটি করা হলে তা মারাত্মক- প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কোন জাতিকে এভাবে অবদমিত করতে সাময়িকভাবে সমর্থ হওয়া গেলেও এমন সময় অবশ্যই আসে, যখন তাদের আত্মমর্যাদা জাগ্রত হবে আর পুরনো সেই ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ পুনরায় শুরু হবে।

বৈষম্যসূচক এমন শর্ত আগ্রাসী-জাতিই কেবল চাপিয়ে দিতে পারে, যাতে বিজিত জাতিগুলো পুনরায় মাথা চাড়া দিতে না পারে। এভাবে বিজিত-জাতিগুলোর মাঝে এতটা ভীতির সঞ্চার করা হয় যে, তারা বিজয়ীদের অনুমতি ছাড়া আর কোন-একটি পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা সবাই তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এ সুযোগে বিজয়ী-জাতি বিজিতদের ওপর

নজরদারী চালাতে সক্ষম হয়–আর বাস্তবে হয়ও তা-ই। এজন্যই ক্ষমতা দখলের পর আগ্রাসীরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিজিত-দেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় গুপ্তচর বৃত্তি চালায়।

অন্য দেশ বা জাতির সম্পদের প্রতি লালসা করো না

আজকাল আবার ভিন্ন দেশের সহায়-সম্পদ থেকে ক্ষমতাধর কিছু রাষ্ট্র নিজেদের ফায়দা লুটে নেয়ার শক্তি রাখে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, পার্থিব লোভ-লালসা তোমাদের যুদ্ধের কারণ হওয়া উচিত নয়। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, "বিস্ফারিত নয়নে তাদের দিকে তাকাইও না – স্বল্প মেয়াদ-কাল উপভোগ করতে আমরা কতিপয় শ্রেণীকে সুযোগ দিয়ে থাকি' (১৫ ঃ ৮৯)।

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ শিক্ষা দেন যে, পার্থিব এই সম্পদ ক্ষণস্থায়ী বৈ কিছু নয়। প্রতিনিয়ত তোমরা তা প্রত্যক্ষও করছ। তোমরা যদি তা লাভও করো, তবে এর অবশ্যম্ভাবী-পরিণতি হলো-এই সম্পদ বিলীন হয়ে যায়। আর কেবল বিলীন-ই হয় না, বরং এক আলোড়ন ও নিরন্তর এক অশান্তি পিছনে ছেড়ে যায়। এজন্য বিশ্বে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক দেশ ও জাতির নিজ-সম্পদের উত্তম-ব্যবহারের মাধ্যমে কল্যাণ লাভে সচেষ্ট হওয়া উচিত। অন্যের বিত্ত-বৈভবের প্রতি লালসার দৃষ্টিতে হাত বাড়ানো মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলাম–সমরে শান্তিতে

সংক্ষেপে, একজন মুসলমানের যুদ্ধে লিপ্ত হবার অনুমতি নেই, যদি না তা এমন লোকদের বিরুদ্ধে হয়, যারা আল্লাহ্‌র দ্বীন পালনে ও প্রচারে বাধা দেয় অথবা বিশ্বে শান্তি-বিনাশের কারণ হয়। শান্তি বজায় রাখতে এটা অনুপম সৌন্দর্যমন্ডিত শিক্ষা নয় কী?

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে আরও বলেন, "আর তারা সন্ধির জন্য হাত বাড়ালে তুমিও এর জন্য হাত বাড়িয়ে দিও এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা-সর্বজ্ঞ।" (৮ ঃ ৬২)

সুতরাং এটা হলো ইসলামী-শিক্ষা। চরমপন্থী মতাদর্শের কোন স্থান এখানে নেই। ইসলামী-শিক্ষার আলোকে খুবই বিশ্বস্ত এক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে সর্বদা এই শিক্ষা দিতেন যে, তারা যেন গায়ে পড়ে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে মুখোমুখি-যুদ্ধে লিপ্ত হবার আকাঙ্ক্ষা না করে, সর্বদা তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার কাছে শান্তি ও সাহায্য যাচ্না করে। শান্তি প্রতিষ্ঠার অতুলনীয় সুন্দর- শিক্ষা এটি, যার সমকক্ষ কিছু নেই।

সর্বাবস্থায় সবার প্রতি ন্যায় বিচার

ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে মহান আল্লাহ্ তা'লা খুবই মর্যাদাপূর্ণ এক উচ্চমান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মুসলমানরা যাতে সেই গুরুত্বপূর্ণ-দায়িত্ব পালন করতে পারে, সেজন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কখনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায় বিচার করো। এই কাজটি তাক্ওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।" (৫ ঃ ৯)

বৈরীতার বিলোপ সাধন করে সামনে এগিয়ে যেতে এবং শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এ শিক্ষা অত্যন্ত ব্যাপক প্রভাব-সম্পন্ন ও ফলপ্রসূ। নিজ আত্মীয়-স্বজন বা আপনজনদের সাথে করা একই ব্যবহার ন্যায়-বিচারের চাহিদা পূরণে শত্রুদের সাথে করাটা নিশ্চয়ই অসম্ভব কঠিন এক কাজ। তবুও ইতিহাস এ সাক্ষ্য বহন করছে যে, সেই আদর্শ ও নমুনাই মহানবী (সা.) স্থাপন করে গেছেন। এমনকী, তিনি (সা.) তাঁর শত্রুদের অভাব-অভিযোগের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।

মহানবী (সা.) এর মানব-দরদ, ধৈর্য ও সহমর্মিতা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় হিজরত করার পর মক্কায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মুসলমানরা তখন মক্কায় বসবাস করতো। আড়াই বছর ধরে মক্কাবাসী কাফিররা তখন মুসলমানদের খাদ্য ও পানি সরবরাহ নির্মমভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল। এত্‌দসত্ত্বেও মহানবী (সা.) মক্কার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছিলেন।

আরেকবারের ঘটনা, আরবের এক গোত্র-প্রধান ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে মক্কায় হজ্জ পালন করতে থাকা কালে তাকে আটক করার পর মারধর করে বন্দী করা হয়। পরে মক্কার কয়েকজন নেতার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। নির্যাতিত ওই ব্যক্তির গোত্র যে এলাকায় বসবাস করত, সেখান থেকে খাদ্য-শস্য নিয়মিত ভাবে মক্কায় আসতো। মুক্তিপ্রাপ্ত ওই গোত্র-প্রধান স্থির করে যে, মক্কায় আর কোন খাদ্য শস্য পাঠানো হবে না। নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে সেই গোত্র প্রধান মক্কায় খাদ্য-শস্য প্রেরণ পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। ফলে মক্কায় খাদ্য-শস্যের ঘাটতি দেখা দিল। মক্কাবাসীরা মহানবী (সা.) এর কাছে এসে বললো, "তাকে নির্দেশ দিন–খাদ্য-শস্য পাঠানো যেন সে বন্ধ না করে।"

মুসলমানদের সাথে মক্কাবাসীরা বৈরী ও শত্রুতামূলক আচরণ করা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) বার্তা পাঠালেন যে, সে যেন খাদ্য শস্য প্রেরণ বন্ধ না করে। এটা হল সেই শিক্ষার বাস্তব-প্রতিফলন, যা ঘোষণা করে "কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়-পন্থা ভিন্ন অন্য কিছু অবলম্বন করাতে না পারে"। অতএব, এই হলো পবিত্র কুরআনের নীতিমালা, আর এটাই হলো মহানবী (সা.) এর প্রদর্শিত-দৃষ্টান্ত।

সন্ত্রাসবাদ– ইসলামের বিরুদ্ধে কেন এ অভিযোগ

এতসব নমুনা ও আদর্শ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আপত্তি হলো–পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.) চরমপন্থা অবলম্বন করা আর সন্ত্রাসী-কর্মকান্ড ঘটানোর শিক্ষাও দেয়। পড়ালেখা জানা সুশীল ও শিক্ষিত সুধীজন হয়েও, এমন কথা কী করে বলতে পারে? ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীনতা ও অজ্ঞতাই এমন সমালোচনার কারণ হতে পারে।

ঈর্ষা-পরায়ণ হয়ে বাস্তবে হিংসা-বিদ্বেষ পুষে রাখার জন্য তারা এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানতে চান না, আর এরাই সেই সব লোক, যারা শান্তি বিঘ্নিত করার কারণ হয়ে থাকেন।

সন্ত্রাসীরা ইসলামকে বিকৃত করে

'ইসলাম' এর প্রকৃত-চেহারা বিকৃত করছে কতিপয় সন্ত্রাসী-দল, আমি এটা মানছি। তাদের সেসব কার্যকলাপ ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যদিও তারা ধর্মযুদ্ধের নামে হত্যাযজ্ঞ চালাতে পবিত্র কুরআনের সমর্থনের ধুঁয়া তুলে থাকে। কিন্তু তারা জিহাদের সাথে অখন্ডরূপে একাত্ম যেসব শর্তাবলী রয়েছে, সে বিষয়টি একেবারেই ভুলে যায়।

আত্মঘাতি-হামলা চালানো পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে বেসামরিক জনগণের জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অনুমতি থাকলেও তা নির্ধারণের দায়িত্ব দেশীয়-সরকার, কতিপয় সংস্থা, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বিশেষের নয়। এজন্য তারা যা করছে, তা জিহাদ নয় বরং সন্ত্রাস।

কোন ধর্মের ক্ষেত্রে বিচার্য-বিষয় হোল সে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার আমলী-নমুনা ও আদর্শ

কোন ধর্মের সত্যাসত্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ-পন্থা এটাই যে, সেই ধর্মের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার প্রদত্ত- শিক্ষা ও আদর্শের নমুনা দেখা উচিত। বহুকাল পর যারা মান্য করেছে,

তাদের কার্যকলাপকে বিচারের মানদন্ডের ভিত্তি রূপে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে না।

জিহাদ ঃ ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

কথিত জিহাদ এবং সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার কতিপয় শিক্ষা আমি আবারও উপস্থাপন করছি, যা ইতোপূর্বেও বর্ণনা করেছি।

সেই শিক্ষা, যার অংশবিশেষ আমি উল্লেখ করে এসেছি, তা ইসলামেরই প্রকৃত-শিক্ষামালা। বাস্তবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা সমূহ সঠিকরূপে উপস্থাপন করেছেন, যাতে বিশ্ব তার স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম হয় আর পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিমন্ডল সৃষ্টি করে এ পৃথিবীটাকে নৈসর্গিক এক বিশ্বরূপে গড়ে তোলে।

মোল্লারা বৃটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রচারণা চালায়

আপনারা অবগত আছেন যে, ভারতীয় উপমাহাদেশ এক দীর্ঘকাল যাবত বৃটিশ-রাজত্বের শাসনাধীন ছিল।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মসীহ্ ও ইমাম মাহদী-র দাবী করে এ জামা'ত তখন প্রতিষ্ঠা করেন, যখন বৃটিশ-সরকারের কর্তৃত্ব তুঙ্গে অবস্থান করছিল। ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে বৃটিশ-সরকারের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকা সত্তেও মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ বৃটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, আর তারা এ জামা'তের বিরুদ্ধেও ব্যাপকভাবে বিষোদগার করে।

মোল্লারা ঘৃণা-বিদ্বেষপূর্ণ শিক্ষা দেয়

সে যুগেও কট্টর মুসলমান-মোল্লারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন দিতে তাদের মসজিদগুলো ব্যবহার করতো। তারা একের পর এক বিদ্রোহের চেষ্টা চালিয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অস্থিরতা সৃষ্টিতে তারা উৎসাহ যুগিয়েছে।

এতসব ঘটনা ঘটার পরও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবী যে মহানবী (সা.) কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাদানেই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন যথাসময়ে, আর সেই মহাপুরুষের আবির্ভূত হওয়া নির্ধারিত ছিল খ্রীষ্টধর্ম সহ অন্যান্য ধর্ম-পুস্তকেও এবং অন্যান্য ধর্ম-সাহিত্যেও। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর জামা'তকে উপদেশ দান করে ঘোষণা দিয়েছেন যে, সন্দেহ নাই যে এই বৃটিশ-সরকার খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের সরকার। তবে বাস্তবতা, হলো এ সরকার তার নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছে। অতএব, এর বিরুদ্ধে চরম কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা নীতি-সিদ্ধ নয়, সেজন্য জিহাদের নামে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ।

খ্রীষ্ট ধর্ম বনাম ইসলাম-এর ওপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের মধ্যে ব্যাপক মুবাহেসা (তর্কযুদ্ধ) হয় এবং সেসব তর্কযুদ্ধের কথা তাঁর রচনায় বর্ণিত রয়েছে। তবে সর্বদাই তিনি ইসলামের অনুপম ও মনোরম তাৎপর্যময় শিক্ষার প্রতি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন গভীর মমতা, বিনয়, এবং প্রজ্ঞার সাথে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বৃটিশ-রানী ভিক্টোরিয়াকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান

রানী ভিক্টোরিয়া তার রাজত্বের হীরক-জয়ন্তী উৎসব পালনকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জীবিত ছিলেন। সেই উৎসব উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বৃটেনের রাণীকে অভিনন্দন জানান এবং সেই সাথে বিশ্বে স্থায়ী-শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, প্রতিষ্ঠিত করার রূপরেখা বাতলে দেন। বৃটিশ-সরকারের ন্যায়-ভিত্তিক শাসন পরিচালনার নীতিকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়াকে ইসলামের শাশ্বত-নীতি গ্রহণের আহ্বান জানান। বৃটিশ শাসনাধীনে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার তাঁর নির্দেশটি কোন ভয়-ভীতির জন্য ছিল না, বরং তা ছিল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও নীতিমালারই বাস্তব-প্রতিফলন।

এ প্রসঙ্গে তাঁর লিখনী থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি উপস্থাপন করছি।

তিনি বলেছেন: 'ঈসা-মসীহ্-এর নাম নিয়ে এ ধরাধামে আবির্ভূত, দোয়ায় অবনত এই অধম, ভারতের এই মহারানীর রাজত্বকাল পেয়ে গর্বিত। আরও গর্ব অনুভব করছি দুই জাহানের নেতা মহানবী (সা.) এর সাথে সাদৃশ্য লাভ করার কারণে, যেভাবে তিনি (সা.) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ নও শেরওয়াঁ-র রাজত্বকাল পেয়ে গর্ব অনুভব করতেন। মান্যবর রাণী হীরক-জয়ন্তী পূর্ণ করায় এবং তাঁর রাজত্বকালে প্রজাকূলের সাথে কৃত দয়ার কথা স্মরণ করে এই অধমও গর্ব বোধ করছি।

মাননীয় রানীর রাজত্বকালের হীরক-জয়ন্তীতে তার বদান্যতার কথা প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত। সেই সাথে তার মঙ্গল কামনা করে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাকে কোন প্রীতি-উপহার দেয়া উচিত।

যাহোক, আমি পর্যালোচনা করে দেখলাম, এ-দায়িত্ব আমার কাঁধেই বেশী বর্তায়। খোদা তা'লা আমার প্রতি এ অনুগ্রহ করেছেন যে, এই ঐশী-কার্যক্রমের জন্য আমি মহানুভব-রানীর শান্তিপূর্ণ-শাসনকাল পেয়েছি। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন এক স্থানে আবির্ভূত করেছেন আর এমন এক যুগে আবির্ভূত করেছেন, যখন মহানুভব-রাণীর সাম্রাজ্য জনগণের জীবন, ধন-সম্পদ আর মর্যাদা রক্ষায় ইস্পাত-কঠিন সদৃশ এক দূর্গ। আমার ওপর অতি গুরু এক দায়িত্ব ন্যস্ত, আর আমি অবশ্যই আমার কৃতজ্ঞতা এভাবে প্রকাশ করব যে, এই রাজত্বকালে আমরা যেমন শান্তিপূর্ণ-ভাবে জীবন-যাপন করতে পারছি, তেমনি সত্যের-বাণী নির্বিঘ্নে প্রচারও করতে সক্ষম হচ্ছি।'

তোহফায়ে কায়সারীয়া নামে একটি পুস্তক রচনা করে তিনি রাণীকে পাঠান, যাতে উপরোক্ত সব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

আন্ত-ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকারী মৌলিক-নীতিমালা

সুতরাং বিভিন্ন ধর্মের মাঝে বিদ্যমান ঘৃণা-বিদ্বেষ, হিংসা ও হানাহানির পরিসমাপ্তি ঘটাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:–

'সুতরাং এই নীতিমালা সবচেয়ে উপযোগী ও কল্যাণমন্ডিত, আর এটাই শান্তি-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি যে, আমরা ওই সব মহাপুরুষকে সত্য বলে মেনে নেবো, যাঁদের আনীত-ধর্মের মূল গভীরে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের যোগদানে, যা এক পরিপক্কতা লাভ করেছে। এটি অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিচক্ষণতাপূর্ণ কল্যাণকর এক নীতি। সমগ্র বিশ্বে এ-নীতি প্রতিপালিত হলে হাজারো বিশৃংখলা ও ধর্মীয়-অবমাননা, যা সাধারণ জনগণের শান্তিকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, তা বাষ্পের ন্যায় উবে যাবে। এটা অবশ্যম্ভাবী যে, অন্য-ধর্মের অনুসারীদের আধ্যাত্মিক-নেতাকে যারা যুক্তির মার-প্যাঁচে প্রকৃতই একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারক জ্ঞান করে, তারাই বহু দ্বন্দ্ব-সংঘাতের হোতা এবং সুনিশ্চিত ভাবে তারা ধর্ম-অবমাননার অপরাধে দোষী। তারা নবী বিশেষের বিরুদ্ধে এত জঘন্য ভাষা ব্যবহার করে যে, তা চরিত্র-হননের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। আর এভাবে তারা সাধারণ মানুষের সুখ-শান্তিকে বিনাশ করে ছাড়ে, যদিও তাদের মনগড়া সেসব কথা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক। আর তাদের অসৌজন্যমূলক অশালীন ভাষার কারণে তারা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে নির্দয় ও নিষ্ঠুর।

এই নীতি খুবই আকর্ষণীয় এবং শান্তি-সঞ্চারী, আর এটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বীজ উপ্ত করে এবং নৈতিকতার মানকে বাড়িয়ে দেয়। আমাদের উচিত, বিশ্বে আবির্ভূত সব নবী-রসূলদেরকে সত্য বলে জানা, তারা ভারতে,

পারস্যে বা চীনে, যেখানেই অবতীর্ণ হোন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে তাদের মাহাত্ম্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের ধর্মের মূলকে দৃঢ়তা দান করেছেন। ফলে তাদের সেসব ধর্ম শত শত বছর ধরে চলে আসছে।

এই হলো মূলনীতি, যা পবিত্র কুরআন আমাদের শিখিয়েছে। যেমন–

এই নীতিমালার আওতায় প্রত্যেক ধর্ম ও তার প্রতিষ্ঠাতাকে বা সেই ধর্ম পালনকারীদের নেতাকে আমাদের সম্মান করতে হবে–

হোক না তিনি হিন্দু-ধর্মের নেতা, বা পারসীয়-ধর্মের, বা চীনা-ধর্মের অথবা ইহুদী বা খ্রীষ্ট-ধর্মের–কিন্তু দুঃখজনক হলো, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের সাথে তদনুরূপ আচরণ করে না।

এ হলো তাঁর (আ.) এক লিখনী থেকে উদ্ধৃতি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন:

"ওই সব লোক, যারা এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে, অন্যদের নবীগণকে তারা 'মিথ্যাবাদী' বলে মনে করে এবং তাদের সম্পর্কে মন্দ-কথা বলতেই থাকে, এরা সর্বদাই সহাবস্থানে থেকে শান্তিতে বসবাস করার ঘোরতর শত্রু। এর কারণ, জনমান্য সাধকবৃন্দের অবমাননা করার চেয়ে হীনতর কর্ম আর কিছুই নেই"।

নবীগণের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার নাম বাক স্বাধীনতা নয়

এ যুগে যেসব লোক মহানবী (সা.) ও পবিত্র কুরআনের প্রতি অবমাননাকর মতামত ছড়ায় বা ছড়ানোতে উৎসাহ জোগায়, নিঃসন্দেহে তারা শান্তির বিনাশ ঘটায়। এটার নাম চিন্তা-চেতনার স্বাধীনতা নয়, বাক স্বাধীনতাও নয়, বরং এটা অন্যের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে খেলা করা। যার ফলে শান্তি বিনষ্ট হয়।

জিহাদের স্বরূপ তুলে ধরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–

'দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট, যার জন্য আমি আবির্ভূত হয়েছি, তাহলো কতিপয় অজ্ঞ-মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের যে ভ্রান্ত-ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তার সংস্কার ও সমাধান করা। তাই, আল্লাহ্ তা'লা আমায় বুঝিয়েছেন যে, জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত-ধারণা পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত শিক্ষার পরিপন্থী।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পবিত্র কুরআনে যুদ্ধ করবার অনুমতি রয়েছে। এটা এই বাস্তবতায় নির্দেশিত হয়েছে যে, অন্যায়ভাবে তরবারি দিয়ে যারা আক্রমণ করেছে, বিনা কারণে মুসলমানদের খুন করেছে আর মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের চরম-পথ বেছে নিয়েছে, তাদেরকে তরবারী দ্বারা হত্যা করো। তথাপি এই শাস্তি মুসা (আ.) এর যুদ্ধের ন্যায় ততটা ভয়ঙ্কর নয়।'

এরপর তিনি (আ.) আরও বলেন:–

'আমাদের নবী (সা.) এর যুগে ইসলামী-জিহাদের মূল-কারণ, আল্লাহ্-র ক্রোধ জাগিয়ে দিয়েছিল ওই সব লোকেরা, যারা নির্দয়-হামলা চালিয়েছিল তাদের ওপর, যারা তোমাদের মত মাননীয়-রানীর সাম্রাজ্য- সদৃশ এক দেশে ন্যায়-পরায়ণ সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতো। এজন্য এমন এক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করাকে কোনক্রমেই জিহাদের শ্রেণীভুক্ত করা যায় না, বরং এটা লজ্জাস্কর, চরম বর্বরতা। যে সরকারের কর্তৃত্বাধীনে মুক্ত অবস্থায় পুরোপুরি শান্তিতে বসবাস করা যায়, যার শাসনাধীনে ধর্মীয়-অনুশাসনগুলো সম্পূর্ণরূপে পালন করা যায়, সেই সরকারের বিরুদ্ধে অসৎ-অভিপ্রায় কার্যকর করার ইচ্ছা হবে অপরাধ, জিহাদ নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এই নীতির ওপর আমায় দন্ডায়মান করেছেন, যে বৃটিশ সরকারের ন্যায় প্রজা সাধারণের কল্যাণকামী এক সরকারের আনুগত্য করতে হবে আর তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। অতএব, আমি এবং আমার জামা'ত এই নীতিতেই রয়েছি'।

আহমদীয়াত ইসলামের আহ্বান

এটা হলো সেই শিক্ষা, যা পবিত্র কুরআনের আলোকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা আমাদেরকে দিয়েছেন। এই শিক্ষা আমাদেরকে ওই মহান ব্যক্তি দান করেছেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা যাঁকে এই যুগে মসীহ্ মাহদী রূপে প্রেরণ করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পাঠিয়েছেন। আপনাদের মধ্যে যারা আহমদীয়া জামা'তের শিক্ষা ও আদর্শের বিষয়ে সচেতন, আমি আশা করি যে, তারা এর সাক্ষী হবেন যে, 'আহমদী মুসলিম আর অ-আহমদী মুসলিম'-এ দু'য়ের মধ্যে খুবই সুস্পষ্ট এক পার্থক্য রয়েছে, আর সেই পার্থক্য অবশ্য অন্যান্যদের সাথেও আহমদীদের রয়েছে।

যেহেতু, শান্তি ছাড়া অন্যকিছুই আমাদের প্রত্যাশিত নয়, তাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা হলো মানবজাতি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লাকে শনাক্ত করুক। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা আফ্রিকা, ইউরোপ আর দুই-আমেরিকাতে এবং বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলেও অত্যন্ত কর্মতৎপর রয়েছি। মানবতার সেবা হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

মানবতার সেবা

অধিকন্তু, পার্থিব-পুরস্কারের প্রত্যাশি না হয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বরং নিঃস্বার্থ-সেবা দান করে থাকে। আমরা তো কারো মৌখিক-প্রশংসা পাবার ব্যাপারেও আগ্রহী নই। জামা'তের মধ্যে বিদ্যমান এই উন্নত-মনোবলের কারণ এ জামা'ত খিলাফতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় সুশৃংখলরূপে সজ্জিত, আর এই খিলাফত সর্বদা জামা'তের সদস্যদের এই সব শান্তিপূর্ণ নীতিমালার সাথে জীবন যাপন করতে অনুপ্রাণিত করে।

সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে এই অনুপম-শিক্ষামালা প্রতিষ্ঠিত করতেই প্রেরণ করেছেন।

অন্য কথায় –

"ভালবাসা সবার তরে

ঘৃণা নয় কারো 'পরে"।

আজকের যুগে–এটি এক সস্তা-কথা নয়, যা আমরা কেবল হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছি, বরং শান্তির এই অমোঘ বাণী কার্যকর করতে আমরা প্রকৃতই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

কানাডার জন্য দোয়া

এই দোয়ার সাথে আমি শেষ করছি যে, মুসলমান ও অমুসলমান সবাই নিজ নিজ অন্তরে তাদের সৃষ্টিকর্তার ভয় লালন করে তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হোন। সেই সাথে আমি কানাডা-সরকার এবং কানাডার জনগণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যারা সকল ধর্মের সব মানুষকে প্রসারিত-বক্ষে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিচ্ছেন। এখানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করছেন এবং তারা তাদের ধর্ম পালনে যেমন স্বাধীন, তেমনি তারা খোলাখুলিভাবে তা প্রকাশও করতে পারছেন।

কানাডার সংকীর্ণতা-মুক্ত বহুমাত্রিক এই অবস্থা, যাতে বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাস ও মতাদর্শের জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারছে, তা দেখে আমার পূর্বসূরী চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) কানাডা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে এ আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেন যে, 'গোটা বিশ্ব কানাডা হয়ে উঠুক অথবা কানাডাই হোক সমগ্র বিশ্ব'।

আল্লাহ্ তা'লা এই মান বজায় রাখার তৌফিক আপনাদেরকে দান করুন। আপনারা, কানাডার জনগণ ও সরকার, ন্যায়-বিচারের এই মান সমুন্নত রেখে এগিয়ে যান আর প্রসারিত-বক্ষের নমুনা প্রদর্শন করতে থাকুন, আর এর ফলস্বরূপ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বারি বর্ষণ আপনাদের ওপর হতেই থাকুক।

তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মওলানা তাহের মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ, নাযারাত ইশায়াত, রাবওয়া

আধ্যাত্মিক ধারা এবং জাগতিক ধারা দুটিই সমান্তরাল ভাবে চলে আসছে। আইনের শক্তিতে যখন প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়, আকাশে কালো মেঘের ঘন ঘটায় ছেয়ে যায়, বিদ্যুৎ চমকায় সেই সময় অদৃশ্য থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে থাকে। ঠিক একই ভাবে ১৯৩৪ সালে যখন আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীগণ জামা'তের বিরুদ্ধে এক মন্দ বোধ শক্তির তুফানের সৃষ্টি করে, ব্যবস্থাপনা শক্তির সাথে মিলে সকলে জামা'তকে পদদলিত করার জন্য দাড়িয়ে যায় এবং কাদিয়ানের ইটের পর ইট খুলে নিয়ে যাওয়ার মন্দ ইচ্ছা পোষণ করে নেয়। তখনই এমন ভীতিকর ও নড়বড়ে অবস্থায় এমন এক অদৃশ্য তাহরীক জন্ম গ্রহণ করে যাকে তাহরীকে জাদীদ বলা হয়ে থাকে।

নামের ব্যাখ্যা:

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন,'প্রকৃত পক্ষে আমার এই তাহরীক নতুন কোন তাহরীক নয় বরং এটি অতি পুরাতন তাহরীক। আর এই জাদীদ শব্দ দ্বারা শুধু মাত্র নিরাশ ও রোগগ্রস্ত মস্তিস্কের লোকদের কে আকৃষ্ট করা হয়েছে যারা নতুনত্ব ব্যতিত কোন কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে না, পুরনো মদ যা পুরানো পাত্রে রাখা ছিল এখন শুধু মাত্র তার নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।

এটি একটি পুরনো বিষয় ছিল যেটির একটি নতুন নাম দেওয়া হয়েছে। এটি সেই বিষয় ছিল যেটিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পেশ করেছিলেন... এবং সেই বিষয় ছিল যেটিকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)ও পেশ করেছিলেন ...এর মধ্যে এমন কোনো বিষয় আছে কি যেটি নতুন, বরং এটি এমন ধারা যা আদমের যুগ থেকে শুরু হয়েছে যে, যখনই তোমাদের ওপর শয়তান হামলা করবে, তোমরা তার মোকাবেলায় নিজেদের সাহায্যকারীদের কে ডাকতে থাকবে। ইহা ব্যতিত তোমরা সফল হতে পারবে না। এটি ছাড়া তাহরীকে জাদীদে আর কি আছে? আর এই ধারা ওই তাহরীকের মধ্যে কাজ করছে যে হরকতের মধ্যে বরকত রয়েছে। নতুন নাম তো এই জন্য দেওয়া হয়েছে , ঐ সকল লোক যারা নতুন জিনিসের দিকে মনোযোগ দিতে অভ্যস্ত। তারা নতুন নাম শুনে এই দিকে মানোযোগ দিবে।' (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা -২৩০-২৩১)

তাহরীকের দৃশ্যপট:-

১৯৩৪ সালে যখন সকল ধর্মের সদস্যগণ মজলিশে আহরারের রূপ ধারন করে জামা'তের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হলো। আর নিজেদের শক্তি বাড়ানোর জন্য ইংরেজ সরকারের শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে জামা'তের ওপর নিজেদের পুরো শক্তির সাথে হামলা করার মনস্থ করে নেয়। আর কয়েক দিনের মধ্যে কাদিয়ান কে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার দ্বার প্রান্তে উপনিত হয়।

ঐ হৃদয় বিদারক অবস্থায় খোদা তা'লা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর হৃদয়ে এই তাহরীক নাযিল করেন। যেটি জামা'ত কে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসে। আর জামা'ত কে উন্নতির সফরের দ্রুতগামী বাহনের যাত্রী করে দেয়।

তাহরীকের আবশ্যকতা :

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, যে কুরবানী সমূহ তোমাদের সামনে আসতে যাচ্ছে তাহরিকে জাদীদ ঐ সমুদ্রের একটি বিন্দু মাত্র। যে ব্যক্তি একটি বিন্দু কে ভয় পায় সে সমুদ্রে কিভাবে ঝাপ দিবে। এখনই তো সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময়। যে সমুদ্রে সাঁতার কাটার পর তোমরা দুনিয়ার সংশোধনের সুযোগ লাভ করবে" । (আনোয়ারুল উলুম খণ্ড ১৪,পৃষ্ঠা-২৪৪-২৪৫)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "যদি আহমদীয়াত সত্য হয়ে থাকে, আর অবশ্যই সত্য, তাহলে যা কিছু তাহরীকে জাদীদে লুকায়িত আছে অথবা প্রকাশিত সে গুলি একদিন পৃথিবীতে অবশ্যই প্রকাশিত হবে। তাহরীকে জাদীদের মধ্যে এখনও কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা লুকায়িত আর লোকেরা এখনই তা পড়তে পারবে না। কেননা এই তাহরীক আল্লাহতা'লার ফজলে করা হয়েছে, কোন অহংকার ও আত্মম্ভরিতার জন্য করা হয় নি। বরং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এক গুপ্ত ইলহাম ও ওহীর মাধ্যমে এই তাহরীক করা হয়েছে আর এর মধ্যে এমনই বিস্তৃতি সংরক্ষণ আছে যেমনটি খোদা তা'লার অন্যান্য ইলহামের মধ্যে বিস্তৃতি সংরক্ষণ থেকে থাকে। (আনোয়ারুল উলুম খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২৭৪)

তাহরীকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :-

"তাহরীকে জাদীদ জারি করার উদ্দেশ্যই হলো এই যে তোমাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার হয়। মৃত্যুর পথ যাত্রী খোদা তা'লার রাস্তায় নিজের জীবন দিয়ে দেয়। আর যারা অবশিষ্ট থাকে তারা মিনহুম মাই ইয়ানতাযিরু এর সত্যায়ন কারী হয়ে আসছে। যেই দিন আমরা এই ধরনের জীবিত লোক তৈরি করতে সফল হবো সেই দিন আমাদের জীবনের উত্তম দিন হবে। তা না হলে যদি মৃত পথ যাত্রীর ন্যায় মরে যায়, আর সে যদি নিজের জীবন দিয়ে দেয়। তাহলে এটি থেকে জাতির কোন কল্যাণ পৌঁছাতে পারে না"। (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা -২৮০)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "তাহরীকে জাদীদ যেটির সূচনা খোদা তা'লার ইচ্ছাতে হয়েছে, এটির মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি অনেক বড় উদ্দেশ্য পূণ্য করা এবং ইনসানিয়াতের বৃক্ষ কে মজবুত করার বীজ রাখা হয়েছে"। (আনোয়ারুল উলুম খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫০৫)

তাহরীক নেযামে ওসিয়্যতের জন্য অগ্রবর্তী:-

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "তাহরীকে জাদীদ কি এটি খোদা তা'লার সামনে ঈমানের এই আবেদন উপস্থাপন করার জন্য ওসিয়্যতের মাধ্যমে যে ব্যবস্থাপনা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করতে চান, সেটি আসতে এখনও বাকী আছে। এই জন্য আমি তোমাদের সম্মুখে ঐ ব্যবস্থাপনার একটি ছোট রূপ তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে উপস্থাপন করছি যাতে করে ঐ সময় পর্যন্ত যে ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হয়। এরই মাধ্যমে (তাহরীকে জাদীদ) যে মরকযী জায়েদাদ তৈরি হবে সেটি দিয়ে তবলীগকে প্রশস্ত করা হোক এবং তবলীগের মাধ্যমে ওসিয়্যত কে প্রসারিত করা হোক.. ..

তাহরীকে জাদীদের প্রয়োজন ওসিয়্যতের পরে এসে থাকে। কিন্তু এটির জন্য ঈমানে শক্তি প্রয়োজন। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে তাহরীকে জাদীদে অংশ গ্রহণ করে ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপনা প্রশস্ত করতে সহযোগিতা করে আর প্রত্যেক ব্যক্তি যারা ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনাকে প্রশস্ত করে তারা নতুন ব্যবস্থাপনা তৈরিতে সহযোগিতা করে থাকে।" (আনোয়ারুল উলুম- খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫৯৯-৬০০)

তাহরীকে জাদীদের ৩টি বুনিয়াদী (মোতালেবাত) দাবি :-

১।জামা'ত নিজেদের মাঝে পরিবর্তন সাধন করে তাকওয়ার রাস্তায় পরিচালিত হবে এবং খোদার রাস্তায় কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

২।সরল জীবন যাপন করা, অপ্রয়োজনীয় খরচ কম করে আহমদীয়াতের প্রচারের জন্য টাকা জমা করা।

৩।জামা'ত দাওয়াতে ইলাল্লাহ এর কাজে যেন কোমর বেধে নামে। তবলীগের জন্য নিজেকে ওয়াকফ করে বিভিন্ন দেশে সত্যের পয়গাম পৌঁছায়।

তাহরীকে জাদীদের ২৭টি (মোতালেবাত) দাবি:-

১. সরল জীবন যাপন করা।

২. আমানত ফান্ড তাহরীকে জাদীদে টাকা জমা করা।

৩. বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা প্রচারের জবাব প্রস্তুত করা।

৪. বহি:র্বিশ্বে তবলীগের কাজে অংশ গ্রহণ করা।

৫. বিশেষ তবলীগের স্কীমে আর্থিক ভাবে অংশ গ্রহণ করা।

৬. তবলীগি সার্ভে অংশ নেওয়া।

৭. অবসর দিনগুলোতে তবলীগি কাজে উৎসর্গ করা।

৮. যুবকগণ ধর্মের সেবার জন্য নিজিদেরকে উৎসর্গ করা।

৯. ছুটির দিনগুলোতে ধর্মের সেবার জন্য উৎসর্গ করা।

১০. সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিগণের বিভিন্ন জলসায় বক্তৃতা করা।

১১. কমপক্ষে ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে রিজার্ভ ফান্ড তৈরি করা।

১২. পেনশন প্রাপ্তগণ নিজেদেরকে ধর্মের সেবায় পেশ করা।

১৩. সন্তানদেরকে তালিম ও তরবিয়তের জন্য মরকযে প্রেরণ করা।

১৪. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার বিষয়ে কেন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করা।

১৫ বেকারগণ দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ুন। নিজেই রোজগার করুন আর তবলীগও করতে থাকুন।

১৬. নিজের হাতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করা।

১৭. যারা বেকার তারা ছোট থেকে ছোট যে কাজই পাবে তা করবে।

১৮. মরকযে বাড়ি তৈরি করা, এটি জাগতিক নয় বরং ধর্মীয়।

১৯. তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যও সফলতার জন্য দোয়া করা।

২০. ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা।

২১. পরিপূর্ণ আমানতদার ও বিশ্বস্ততা কায়েম করা।

২২. মহিলাদের অধিকারের হেফাজত করা।

২৩. আহমদীয়া দারুল কাযা প্রতিষ্ঠা করা এবং এর রায়ের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা।

২৪. নিজেদের সন্তানদের ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা।

২৫. সম্পত্তি ও আয় ওয়াকফ বা উৎসর্গ করা।

২৬. রাস্তা ঘাটের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখা।

২৭. হিলফুল ফযলের ন্যায় সংগঠন তৈরি করা। আর আমরা যেন আমানত, ন্যায়বিচার ও ইনসাফকে প্রতিষ্ঠা রাখি।

* এই দাবিগুলোর বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "এগুলির মধ্যে প্রত্যেকটি অনেক চিন্তা ভাবনার পর মনোনীত করা হয়েছে। আর এগুলির মধ্যে কোন একটিও এমন নেই যেটি এই সিলসিলার উন্নতির সাহায্যকারী হবে না। প্রত্যেকটি এমন বীজ যা উন্নতিকারী এবং অনেক বড় বৃক্ষ বানানোকারী আর শত্রুদের বিনাশকারী। এগুলোর মধ্যে কোন বিষয়ের প্রতি ধারনা পোষণ করা সম্ভব নয় আর দাবিগুলোর মধ্যে একটিও এমন নেই যেটি ব্যতিত আমাদের উন্নতির ভীত পরিপূর্ণ হতে পারে।"

(দৈনিক আল ফযল কাদীয়ান ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪)

স্থায়ী তাহরীক:

শুরুতেই এই তাহরীক তিন বছরের জন্য ছিল। অতপর সাত বছর এবং দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। এরপর দুই বার উনিশ বছর বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী তাহরীক করে দেওয়া হয়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তাহরীকে জাদীদ কে আমি ঐ সময় পর্যন্ত জারি রাখবো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের দেহে শ্বাস প্রশ্বাস জারি থাকবে যাতে করে খোদা তা'লার ফজল ও বরকত শুধু মাত্র উনিশ বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং সেটি তোমাদের সারা জীবনভর চলতে থাকে। আর সমস্ত জীবনে খোদা তা'লার ফজল ও পুরস্কার পেতে থাকে। মৃত্যুর পর সেগুলি তাদের সঙ্গে যায়"। (আল মুসলেহ-১১ই ডিসেম্বর ১৯৫৩, পৃষ্ঠা-২,৩)

তাহরীকে জাদীদ এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর কাশফ:

তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ঐ কাশফও পূর্ণতা লাভ করেছে। যেটিতে পাঁচ হাজার সৈন্য সমৃদ্ধ একটি দল দেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন-

"আমি কাশফ অবস্থায় দেখি যে মানুষের চেহারায় দুই জন ব্যক্তি একটি স্থানে বসে আছে। একজন মেঝেতে আর অন্যজন ছাদের নিকটবর্তী বসে আছে। তখন আমি ঐ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বললাম যে মেঝেতে বসে আছে, আমার এক লক্ষ সৈন্যের প্রয়োজন কিন্তু সে উত্তর দিল না চুপ করে থাকলো। তখন আমি দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে মুখ করে তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম যে ছাদের নিকটবর্তী ও আকাশের দিকে ছিল, আমার এক লক্ষ সৈন্যের প্রয়োজন। সে আমার এই কথা শুনে বলল এক লক্ষ পাবে না কিন্তু তোমাকে পাঁচ হাজার সৈন্য দেওয়া হবে। তখন আমি মনে মনে বললাম

যদিও পাঁচ হাজার খুবই অল্প সংখ্যা কিন্তু খোদা তা'লা চাইলে অল্প সংখ্যক অধীক সংখ্যকের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে। সেই সময় আমি এই আয়াত পাঠ করলাম 'কাম মিন ফিয়াতীন কালিলাতীন গালাবাত ফিয়াতান কাছিরাতান' অতপর সেই বিজয় আমাকে কাশফ অবস্থায় দেখানো হলো আর বলা হলো সুস্বাগতম, সুস্বাগতম, কিন্তু খোদা তা'লা কোন গুপ্ত হিকমত আমার দৃষ্টিকে সেই পর্যন্ত পৌঁছানো থেকে বিরত রাখলো। কিন্তু আমি আশা রাখি যে, অন্য কোন সময় এটি দেখানো হবে। (ইযালাযে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-১৪৯)

এই কাশফ সেই সময় পূর্ণ হয়েছিল যখন প্রথম উনিশ বছরে (১৯৩৪ থেকে ১৯৫৩) সর্বসাকুল্যে পাঁচ হাজার সদস্য অংশ গ্রহণ করেছিল। তাদের কুরবানীকে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখার জন্য ১৯৫৯ সালের জুন মাসে পাঁচ হাজার অংশগ্রহণ কারীগণের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়।

জাতীয় বিজয় অর্জনের পদ্ধতি:

"সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত জাতিগত ভাবে নিজেদের ভ্রাতৃত্ব এবং নয়নাভিরাম দৃশ্য প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জাতীয় বিজয় অর্জন হতে পারে না। বিজয়ের দিন তখনই হবে যখন ঐ সকল ছাত্র যারা এখন আমাদের সামনে বসে আছে। তাদের সামনে তাদের শিক্ষক ও তাদের তত্ত্বাবধায়কগণ তাদের কর্তব্য সমূহকে পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে এবং তাদেরকে এই বিষয়ে পড়াতে থাকবে। এমনকি তাদের মধ্যে যেন কুরবানীর রূহ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাহরীকে জাদীদই তাদের চাদর হয়ে যায়, তাহরীকে জাদীদই তাদের বিছানা হয়ে যায়, তাহরীকে জাদীদই তাদের বন্ধু হয়ে যায়, তাহরীকে জাদীদই তাদের সম্মান হয়। তখন তাদের রাত ও দিন একবিন্দু স্বস্তি আসবে না, যতক্ষণ না তাদের বরং তাদের আত্মীয় স্বজনদের তাদের বন্ধুদের এবং তাদের শুভাকাঙ্খীদের কাজ কাম তাহরীকে জাদীদের আলোকে না হয়ে যায়। আর যতক্ষণ না এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আহমদীয়াত তাহরীকে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদই আহমদীয়াত ঐ সময় পর্যন্ত জাতীয় বিজয়ের যুগ আসতে পারে না"। (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২৭৭)

বার বার স্মরণ করানো আবশ্যক:

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, "তিন মাস সময় অতিক্রম হওয়ার পর আমি এক সফরে যাচ্ছিলাম, আমার হৃদয়ে আল্লাহ তা'লা এ খেয়াল সৃষ্টি করল যে তাহরীকে জাদীদের ব্যাপারে যে বিষয় আমি বর্ণনা করেছি। সেটি জামা'তের সামনে ঐ সময় পর্যন্ত যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমাদেরকে সফল করে দিন এবং প্রত্যেক ছয় মাসে পুনরাবৃত্তি করা উচিত।"

(আনোয়ারুল উলুম খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৩)

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন ,"সুতরাং তোমরা যারা তাহরীকে জাদীদের বোডিংয়ে জ্ঞান অর্জন কারী শিক্ষানবীশ ছাত্র স্মরণ রেখ তোমরা তাহরীকে জাদীদের সৈন্য আর সৈন্যদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়ে থাকে। তোমাদের নিগরানদের জন্য আবশ্যক তারা যেন তোমাদের সামনে ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে তাহরীকে জাদীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে বুঝায় এবং বলে যে, তাহরীকে জাদীদের বোডিংয়ে ভর্তি হওয়ার অর্থ হলো তোমরা তাহরীকে জাদীদের বাহক। আর তোমাদের জন্য আবশ্যক তাহরীকে জাদীদের ওপরে কেবল মাত্র নিজেরা আমল করবে না বরং অন্যদের কে-ও আমল করাবে এবং এর রূহকে প্রতিষ্ঠা রাখা তোমাদের জন্য আবশ্যক কেননা এখন তোমরা ছোট এই জন্য তোমাদের নিগরানদের জন্য আবশ্যক তারা যেন তোমাদের কে সকল বিষয়ে বলে দেয় এবং সর্বদা বক্তৃতার মাধ্যমে তোমাদের মস্তিষ্কে বসিয়ে দেয়"।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২৭৫)

"সুতরাং তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে আমার বক্তৃতা করার আবশ্যকতা এই জন্য হয়ে থাকে যে, আমি চাই এই তাহরীক জারি করতে ও প্রতিষ্ঠা রাখতে বন্ধুগণ আমার সাহায্যকারী হবে। আর সে পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকুক না কেন এই তাহরীককে জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত রাখবে। যেই দিন আমাদের জামা'তে এই ধরনের ব্যক্তি সৃষ্টি হবে সেই দিন আমাদের বিজয়ের দিন হবে। আর যদি আমরা দৃঢ়তার সাথে এই তাহরীকের গুরুত্ব এর উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য মানুষের মস্তিষ্কে বসিয়ে দিতে থাকি তাহলে আজ যারা আমাদের সামনে শিশু বসে আছে, তাদের হৃদয়ে আগামীতে তাহরীকে জাদীদের বিষয়ে এমন যোশ ও উদ্যম তৈরি হবে যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত আরাম ও স্বস্তি পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের বন্ধু, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন এবং নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে এই তাহরীকে শামিল করে নেয়। আর সেই দিন হবে আহমদীয়াতের বিজয়ের জন্য জাতীয় ও সম্মিলিত চেষ্টা-প্রচেষ্টার দিন"। (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২৭৬)

দাবি সমুহের ওপর আমলকারীগণ সৌভাগ্যবান হবেন :

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, "হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এই দোয়া করেছেন, হে খোদা! ঐ ব্যক্তি যে আমার ধর্মের সেবায় অংশ গ্রহণ করে, তার ওপর তোমার ফযলের বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং তাকে সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা কর। সুতরাং সেই ব্যক্তি যে এই কল্যানময় তাহরীকে অংশ গ্রহণ করবে সে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কৃত দোয়ার ভাগীদার হবে এবং আমার দোয়ারও ভাগীদার হবে"। (দৈনিক আল ফযল, কাদিয়ান, ৪ই ডিসেম্বর ১৯৩৭)

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) আরও বলেন "যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে আহমদীয়াত কবুল করে থাক, আর তোমরা বিশ্বাস রাখ যে, আহমদীয়া সিলসিলাহ সত্য, আর যদি তোমরা মনে কর মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যই খোদার আনুগত্য করা এবং মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আনুগত্য করাই মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য করা। তাহলে হে পুরুষ ও মহিলাগণ! তোমরা তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পুরণে আমাকে সহযোগিতা কর এবং খোদার সাহায্যকারী হয়ে যাও। তোমাদের নিকট আমার কোন প্রয়োজন নেই। যদি তোমরা আমার ঐ সকল দাবির ওপর আমল কর তাহলে তোমারা খোদাকে তোমার ওপর সন্তুষ্ট পাবে। আর যদি তোমরা ঐ সকল দাবি সমুহের ওপর আমল না কর তাহলে তোমরা খোদাকে তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট পাবে। (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৬৭)

দোয়া করি আল্লাহ্‌র তা'লা আমাদেরকে তাহরীকে জাদীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার এবং এই আর্থিক জিহাদে আধিকতর অগ্রসর হয়ে কুরবানী করার তৌফিক দান করুন। আমীন

অনুবাদ : মওলানা মোহাম্মদ আরিফুর রহিম
মুরব্বী সিলসিলাহ

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৩০)

পুণর্জন্ম মতবাদ সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ রাবে হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (রাহ.) বলেছেনঃ

"পুণর্জন্ম মতবাদের অনুসারী একজন মানুষ তার পূর্ব–দেহধারণে একটি কীটরূপেও থাকতে পারতো। আবার পূর্বদেহধারণকারী এক মানুষ পরবর্তী দেহধারণে একটি কীটেও পরিবর্তিত হতে পারে। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে এক অপ্রীতিকর বিষয়। তবে প্রত্যেকের উচিত, সেজন্যে নিজ পাপ–পূণ্য প্রতিভাগুলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। এই প্রবাহটির শুরুটি কোথায়? সেটা হচ্ছে এমনই এক প্রশ্ন, যেটা ব্যাখ্যাতীত এক চিরন্তন–ধাঁধাঁ। প্রত্যেকটি পুনর্জন্মের জন্যেই যদি প্রয়োজন পড়ে প্রাক্তন কোন একটি জনমের তবে এই প্রবাহটি শুরু হবে কিভাবে? কেবল মাত্র কারণ ও ফলাফলের প্রবাহকে চেপে ধরলেই এটাকে যথাসময়ে অধিকতর পেছনে নেয়া অবশ্যই যাবে না। এটার জন্যে প্রয়োজন জীবনের সবগুলো ছাঁচকে তাদের নিজ নিজ কর্মসহ চিরন্তন বলে মেনে নেয়া। এটা এমনই এক প্রস্তাব, যেটা হিন্দু–পন্ডিতদের মধ্যে যারা এমনকি সবচে' ধর্মান্ধ, তারাও অনুমোদন করে না। কারণ তাতে প্রাণী–জীবনের নিত্যতা সৃষ্টি–কর্মকে অপরিমিতিতে ও অর্থহীনতায় পর্যবসিত করবে।" (২৯)

"আমরা 'পুণর্জন্ম'–মতবাদের কথা বলছি। এই মতবাদটি অন্য আরো দু'টি হিন্দু–বিশ্বাসের সাথে পাকানো, যার একদিকে হচ্ছে, আত্মা ও পদার্থের স্থায়ীত্ব, আর অপরদিকে হচ্ছে ঈশ্বর এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রতর–ঈশ্বরের স্থায়ীত্ব। এই দর্শন মোতাবেক পৃথিবীর এই জীবন সম্পূর্ণ এক নতুন–সৃষ্টি হিসেবে উৎপাদিত হয় না। বিদ্যমান প্রত্যেক জীবিত বস্তুই যদিও নিজে চিরজীবী নয়, তথাপি চিরন্তন মৌলিক বস্তু দ্বারা রচিত। মূল পৃথিবীটা হচ্ছে তাদের কাছে কেবলই এক 'মিশ্রণ–গবেষণাগার' বিশেষ, যেখানে আত্মা ও পদার্থের অংশগুলোকে একত্রিত করে অসংখ্য জীবন্ত সত্তার জন্মদানের জন্যে ছাঁচে ঢালা হয়। এভাবে কেবল এক ঔষধ প্রস্তুতকারক অথবা ঔষধ সংরক্ষক হিসেবেই খোদার সৃজনী–কর্মশক্তিতে তারা বিশ্বাস করে থাকে। তিনি এমন একজন সৃষ্টিকর্তার শক্তি ধারণ করেন না, যিনি অনস্তিত্ব থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন।"(২৯)

(গ) 'কর্ম–ফল' মতবাদ সম্পর্কেঃ

হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বলেছেনঃ "হিন্দু পন্ডিতগণ বেদের শিক্ষা যেভাবে বুঝেছেন, তা দ্বারা তারা আমাদেরকে এটা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, জীবন বিকশিত হয়নি, বরং হস্তান্তরিত হয়েছে। চারজন অগ্রদূত–ঋষির সময় থেকে দূর ভবিষ্যতে যে মানব-বংশধর জন্মগ্রহণ করার ছিল, তারা তাদের সার্বিক ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলোর প্রাচীনতম মানুষদের তুলনায় অবনত হওয়া নির্ধারিত ছিল। মানব-ইন্দ্রিয়গুলোর এই আনত লেখচিত্রটি তাদের নৈতিক–আচরণকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কর্ম এবং পুণর্জন্ম সংক্রান্ত হিন্দু-দর্শনে ভবিষ্যৎ মানব বংশের জন্য এটা অবশ্যই খারাপ ভবিষ্যসূচক একটি লক্ষণ বটে। আমরা বিশ্বাস করি যে, বেদ-এর শিক্ষায় এই মতবাদটি আরোপ করে হিন্দুগণ বেদ–এর সম্মানের প্রতি কোন ন্যায়বিচার করেনি... 'কর্মফল' মতে প্রত্যেক প্রজন্মের ভাগ্য সম্পূর্ণরূপেই এর পূর্বতন প্রজন্মের কর্মের ওপর নির্ভর করে। আত্মা নিজেই হচ্ছে একটি নিরপেক্ষ অস্তিত্ব, একইভাবে সেই বস্তুটিও, যার সাথে এটা সম্পর্কিত। তিনি যদি হন এক ন্যায়পরায়ণ-ঈশ্বর, তাদের প্রশ্ন হলো, তবে তিনি (ঈশ্বর) কেন পক্ষপাতমূলকভাবে কতককে কতকের ওপর কর্তৃত্ব দান করেন? দৃশ্যতঃ উত্তরবিহীন এ প্রশ্নের এ জবাবই দিতে হবে যে, তার কর্মও এর সাথে সংশ্লিষ্ট পুরস্কার অথবা শাস্তির নিরবচ্ছিন্ন–বৃত্তের দর্শনকে উপস্থাপন করে। আত্মা সমূহের দেহান্তরের জন্যে এটাই হচ্ছে সেই নীতি, যেটা কারণ ও ফলাফলের, অপরাধ ও শাস্তির, চমৎকারিত্ব ও পুরস্কারের এক চলমান–বৃত্ত হিসেবে কাজ করে।––– আরো একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও কর্মের বিষয়টিকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। 'কর্ম'–শব্দটি সব প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার জন্যে এর কর্তা–ই জবাবদিহি করতে বাধ্য অর্থাৎ–কর্ম যদি হয় ভাল, তবে সে পুরস্কৃত হবে, আর মন্দ হলে সে শাস্তি পাবে। এর জন্যে প্রয়োজন এই যে, কর্মসমূহের ভাল অথবা মন্দ সম্পর্কিত ঐশী–ইচ্ছাটিকে অবশ্যই পরিস্কারভাবে প্রকাশিত হতে হবে, অন্যথায় কেউ–ই এটা জানতে পারে না যে, ঈশ্বর কোনটাকে অনুমোদন করেন আর কোনটাকে করেন না। এটাই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট সেই উদ্দেশ্য, যে জন্যে মানবজাতির প্রারম্ভে ঋষি চারজনকে স্থাপন করা হয়েছে। বেদ–এর শিক্ষাগুলো যদি তাদের প্রতি নাযেল করা না হতো, তবে তাদের জন্যে কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ তা মনুষ্য জাতি জানতে পারতো না, আর সেজন্য তাদের কর্মগুলোর ব্যাপারে তাদেরকে দায়ী করা যেতো না।"[২৯]

(ঘ) জাতিভেদ–প্রথা সম্পর্কেঃ

আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) বলেছেনঃ

"আর্য সভ্যতার বর্ণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্মরণ রাখা দরকার, আর্য সভ্যতার ভিত্তি Eugenic (সুপ্রজনন সংক্রান্ত)–এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ তাদের সব কিছুর ভিত্তি এ

কথার ওপর রচিত ছিলো যে, সব মানুষ এক নয়। বরং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ রয়েছে। যেমন তারা বলে, ব্রাহ্মণের ছেলে জ্ঞানের দিক থেকে সব সময় অন্যদের ওপর বুৎপত্তি লাভ করবে। একজন ক্ষত্রিয়ের ছেলে যুদ্ধ বিদ্যার দিক থেকে অন্যদের ওপর পারদর্শিতা লাভ করবে। আর যখন বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি জাতির উন্নতি লাভ হবে তখন তারা নিজেদের মাঝেই বিয়ে-শাদী করবে। যেমন বেদ অবতীর্ণ হলো এবং বেদের মাঝে এ আদেশ প্রদান করা হয়েছেঃ শূদ্র যদি বেদ শুনেও ফেলে তাহলে তার কানে সিসা গলিয়ে ঢেলে দাও (গৌতম-স্মৃতিঃ ১২উদ্ধৃতি-দাতা)। এটা (পাঠ করা ও শুনা) ব্রাহ্মণের অধিকার অথবা ক্ষৈত্রিয় ও বৈশ্যদের বেদ শ্রবণ করার অধিকার রয়েছে। শূদ্রদের কী অধিকার যে তারা বেদ শ্রবণ করে? মোট কথা জাতিভেদ প্রথা-সম্বলিত ধর্মও আর্য-সভ্যতা এবং আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।" (ইনকিলাবে হাকীকী, পৃঃ-১৬)।

(ঙ) 'অবতার-বাদ' এবং 'ওহী' (প্রত্যাদেশ বাণী) সম্পর্কে

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেনঃ "আর্য ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র বেদ গোড়াতেই ভবিষ্যতের জন্য খোদার বার্তা, বাণী ও ঐশী নিদর্শনাবলীর বিষয়টিই অস্বীকার করেছে। সুতরাং 'আনাল মওজুদ' (অর্থাৎ আমি সত্যিই বিদ্যমান) খোদার এই বাণীর পরিপূর্ণ তৃপ্তি অনুসন্ধান করা এবং খোদার পক্ষ থেকে প্রার্থনা গৃহীত হওয়া এবং প্রার্থনাকারীর ডাকে খোদাতা'লার সাড়া প্রদান, নিদর্শনাবলী প্রকাশের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ সরবরাহ-বেদে এসব বিষয়ে অনুসন্ধান করা একটি বৃথা চেষ্টা এবং নিস্ফল প্রয়াস মাত্র। বরং এদের মতে, এসব কিছু অসম্ভব বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটা স্পষ্ট, কোন কিছুর ভীতি বা ভালবাসা-তার দর্শন এবং তার পুর্ণ মা'রেফাত বা ঐশী-জ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে সম্ভবই নয়। কেবল সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে পূর্ণ মা'রেফত অর্জিত হতে পারে না।" (লেকচার লাহোর, পৃঃ-৩২)।

হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (রাহ.) বলেছেনঃ "সনাতনী হিন্দু ধর্মমতে একটি আদর্শকে পূর্ণ করতেই ঈশ্বর নিজকে মানুষের আকারে প্রকাশ করেন এবং এ কাজটি সম্পাদনে কোন বার্তাবাহক প্রেরণ করার কোন প্রয়োজন তার নেই। প্রাচীন ঋষিগণ, যাদেরকে 'বেদ-এর প্রাপক'-বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাদের ঘটনাটি আলাদা। 'ঋষি' হচ্ছে সেসব ধর্মবিদদের জন্য ব্যবহৃত একটি হিন্দু-পরিভাষা, যারা বস্তুজগতের সাথে সম্বন্ধ স্থাপনে সাহায্য করে আর ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে। বেদ-কে 'দৈব শিক্ষা' হিসেবে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও ঋষিগণ যে মৌখিক-বার্তা হিসেবে সুস্পষ্ট ওহী লাভ করে থাকেন, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা নেই। ঋষিগণের প্রত্যাদেশকে সঠিকার্থে ওহী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় কি-না, সে প্রশ্নটি সম্ভবতঃ চিরদিনই বিতর্কিত থেকে যাবে। হিন্দু-উৎসগুলো থেকে আমরা যা জানতে পারি, সেগুলো সম্পূর্ণরূপেই শ্রুতি-নির্ভর। বিভিন্ন পন্ডিত-ব্যক্তিগণ কর্তৃক যদিও বিভিন্ন যুগের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তথাপি তারা তাদের এ দাবীতে সবাই একমত যে, ঋষিরা হচ্ছেন সব মানুষের মধ্যে সবচে' প্রাচীন। হিন্দু ধর্মের এই বর্ণনাটি সম্পূর্ণরূপেই মানবীয়-কল্পনা প্রসূত একটি সম্ভাব্যতা মাত্র।" (২৯)

(চ) মূর্তি-পূজার অসারতা সম্পর্কে হযরত আহমদ (আ.) বলেছেনঃ "এমন এক সময় ছিল যখন ভারতে মূর্তিপূজা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে অনেক মূর্তিপূজক মুসলমান হয়েছে, এমনকি যে সকল হিন্দু পুরাতন বিশ্বাসে আস্থাশীল ছিল তারাও মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করছে। কারণ মূর্তিপূজার অসারতা সুস্পষ্ট"। (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

"অন্যকে আল্লাহর সমতুল্য বিভিন্ন প্রকারে করা হয়ে থাকে, যাকে শিরক বলে। মূল শিরক যা হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং অন্য মূর্তি-পূজকেরা করে থাকে যাতে তারা কোন মানুষ, পাথর, জড় পদার্থ, শক্তি বা কোন কোন কাল্পনিক দেবতাকে আল্লাহ বলে উপাসনা করে থাকে।...কিন্তু অন্য এক প্রকার শিরক আছে যা বিষবৎ গোপনে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতার অভাবের কারণে। ...তিনি (আল্লাহ) এটা অনুমোদন করেন না যে, একজন ব্যক্তি সম্পদ ও অন্যান্য বিষয় বা বন্ধুবান্ধবের ওপর এত নির্ভর করে যে, তা তাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ হ'তে দূরে সরিয়ে দেয়। এটা একটা ভয়ঙ্কর শিরক যা কুরআনের শিক্ষার স্পষ্ট বিরোধী" (মলফূযাত, ৩য় খণ্ড)।

"আর্যগণ পরমাণু ও আত্মাগণকে স্বয়ম্ভূ স্বীকার করে এদের পরমেশ্বরের অংশীদার করতঃ এদের অস্তিত্ব ও শক্তি সম্পূর্ণরূপে শুধু এদের ওপর আরোপ করছে-অবশ্য ইহাও বহুঈশ্বরবাদ। আর খ্রীষ্টানগণ একশ্বরবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিশ্বাসই পোষণ করছে।"(চশমায়ে মসীহী)।

"মূর্তি-পূজারীরা শুধু কয়েকটি মূর্তিকেই খোদাতাআলার শরীক আখ্যা দিতো। কিন্তু এ বিশ্বাসের নিরিখে সারা পৃথিবী খোদার শরীক। কেননা প্রতিটি বিন্দু আপন সত্তায় নিজেই খোদা। খোদাতাআলা জানেন, আমি এসব কথা কোন বিদ্বেষ বা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে বলছি না, বরং আমি বিশ্বাস করি যে, বেদের মূল শিক্ষা আদৌ এমনটি হবে না। আমি জানি ভূঁইফোড় দার্শনিকদের এমন বিশ্বাস ছিল যাদের অনেকেই পরে নাস্তিক হয়ে গেছে। আমার আশঙ্কা রয়েছে যে, আর্যরা যদি এমন বিশ্বাসকে পরিত্যাগ না করে তাহলে তাদের পরিনামও এটিই হবে।" (লেকচার সিয়ালকোট)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেনঃ "হে হিন্দু ভাইয়েরা! আপনারা কি ভাই কখনো ভেবে দেখেছেন, আপনাদের অবহেলার কারণে মহাকাল আপনাদের সভ্যতা ও ধর্মের ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছে? আপনাদের ধর্মগ্রন্থগুলি একবার তলিয়ে দেখুন তো! শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র কি কখনো মূর্তির সামনে মাথা নত করেছিলেন? তাঁরা কি কোন মূর্তির কপালে সিঁদুর দিয়েছিলেন? তাঁরা কি কখনো শিব ও পার্বতীর সামনে হাত পেতেছিলেন? পরমেশ্বরের প্রতি এরূপ উদাসীনতা, পক্ষান্তরে অন্য বস্তুর সামনে মস্তক নত করার প্রবণতা, আপনাদের মধ্যে কোথা থেকে আসল? পরম পিতা, পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম-যা সকল প্রিয় বস্তুর চেয়ে প্রিয়তম, তা কেন হ্রাস পেল? প্রভুর আসন কেন ভৃত্যকে দেয়া হল? অবশ্য এর কোন কারণ থাকতে পারে! শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র যা করেননি, আপনারা কেন তা করছেন? পবিত্র অবতারগণ যে পথে চলেননি, আপনারা কেন সে পথে চলছেন? এর কারণ শুধু এই, জীবনদাতা খোদা তা'লার নিত্য-নতুন বাণীসমূহের প্রতি আপনারা কর্ণপাত করেননি। ...হে প্রিয় ভাইয়েরা! দর্শন ও ধর্ম উত্তম বস্তু বটে, কিন্তু এর সৌন্দর্য ও মূল্য ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এর সংযোগ ও সম্পর্ক সেই জীবনদাতা বৃক্ষের সাথে থাকে, যিনি পরমেশ্বর।...শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের ন্যায় তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণও যদি পরমেশ্বরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখত তবে এখনকার মত এরূপ অবস্থা কখনো ঘটত না যে, পবিত্র মুনি-ঋষিগণের বংশধরগণ খোদাতা'লার

পবিত্র উচ্চ আসন পরিত্যাগ করে স্বনির্মিত মূর্তির সম্মুখে মস্তক অবনত করে।" (তিনিই আমাদের কৃষ্ণ, পৃঃ–৪)।

(ছ) কলি–যুগের জন্য প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হওয়ার দাবী সম্পর্কেঃ

হযরত আহমদ (আ.) বলেছেনঃ "সবশেষে এ কথাটি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, এ যুগে খোদার পক্ষ থেকে আমার আসা শুধু মুসলমানদের সংশোধনের জন্য নয়, বরং হিন্দু ও খ্রীষ্টানসহ তিন জাতিরও সংশোধনের উদ্দেশ্য। যেভাবে খোদা আমাকে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের জন্য মসীহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত ঈসা) করে পাঠিয়েছেন অনুরূপভাবে আমি হিন্দুদের জন্য অবতারস্বরূপ। আমি বিশ বছর বা ততোধিককাল (পুস্তকের প্রকাশকাল– ১৯০৪খৃঃ) থেকে এ কথা প্রচার করে আসছি, যেসব পাপে পৃথিবী ভরে গেছে আমি তা দূর করার জন্য একদিকে যেমন মসীহ্ ইবনে মরিয়মের বৈশিষ্ট্যে এসেছি, অপরপক্ষে রাজা কৃষ্ণের রঙেও আমি রঙ্গীন। রাজা কৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের অবতারদের মাঝে একজন বড় অবতার ছিলেন। উপরোক্ত কথাটি এভাবে বলা উচিত যে, আধ্যাত্মিক বাস্তবতার নিরিখে আমি তিনিই। এ কথা আমার ধারণা বা অনুমান থেকে বলছি না, বরং সেই খোদা যিনি পৃথিবী ও আকাশের খোদা, তিনি আমার সামনে এটি প্রকাশ করেছেন। আর এটি একবার নয়, বরং কয়েকবার আমাকে বলেছেন যে, তুমি হিন্দুদের জন্য রাজা কৃষ্ণ এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের জন্য মসীহে মাওউদ (প্রতিশ্রুত ঈসা)। এখন স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আমার কাছে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা হলো, রাজা কৃষ্ণ সত্যিকার অর্থে এমন একজন মহামানব ছিলেন যার দৃষ্টান্ত হিন্দুদের কোন ঋষি এবং অবতারের মাঝে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর যুগের অবতার বা নবী ছিলেন যার ওপর খোদার পক্ষ থেকে রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) নাযেল হয়েছিল। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ী এবং সম্মানিত ছিলেন। তিনি আর্যাবর্তের জমিনকে পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন করেছিলেন। তিনি স্বীয় যুগের সত্য নবী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাকে পরে অনেক বিকৃত করা হয়েছে। তিনি খোদা–প্রেমে পূর্ণ ছিলেন, পুণ্যের প্রতি আসক্তি আর দুস্কৃতির প্রতি শত্রুতা রাখতেন। শেষ যুগে তাঁর বুরূজ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক–বিকাশরূপে অবতার সৃষ্টি করা খোদার প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভূক্ত ছিল। সুতরাং এ প্রতিশ্রুতি আমার আবির্ভাবের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। অন্য যেসব ইলহাম আমার ওপর হয়েছে এর সাথে আমার নিজের সম্পর্কে এ ইলহামও হয়েছিল, *"হে কৃষ্ণ–রুদ্র গোপাল! তোমার মহিমা গীতাতে লেখা হয়েছে।"* সুতরাং আমি কৃষ্ণকে ভালবাসি কেননা আমি তাঁর বিকাশস্থল।" (লেকচার সিয়ালকোট পৃঃ–৩০–৩১)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেনঃ "হে প্রিয় হিন্দু ভ্রাতারা, আপনারা কেন পরমেশ্বরের আহ্বানে কর্ণপাত করেন না, যা দ্বারা তিনি সমস্ত বিশ্বকে একত্রিত করার ঘোষণা করেছেন। ...হে হিন্দু ভাইয়েরা! এই যুগের অবতারও কোন জাতি বিশেষের নয়। তিনি প্রতিশ্রুত মাহদী, কারণ তিনি মুসলমানদের মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন। তিনি খৃস্টানদের জন্য ঈসা, কারণ তিনি তাদের পথ–প্রদর্শনের উপকরণ এনেছেন। হে হিন্দু ভাইয়েরা! তিনি নিস্কলঙ্ক অবতারও বটে, কেননা তিনি পরমেশ্বরের পক্ষ হতে আপনাদের জন্য প্রেমের উপহার এনেছেন।" (তিনিই আমাদের কৃষ্ণ, পৃঃ–২)।

হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বলেছেনঃ "খৃষ্টান এবং মুসলমানগণ ঈসা মসীহের আগমনের প্রতিক্ষায় ছিলেন এবং হিন্দুগণও শ্রীকৃষ্ণের পূনঃআবির্ভাবের আকাঙ্খা পোষণ করছিলেন। বৌদ্ধ–ধর্মাবলম্বীগণও অধীর আগ্রহে বুদ্ধের পূণরাগমনের আশায় দিন গুণছিলেন। সেই আন্তধর্মীয় আশা-আকাঙ্খার প্রেক্ষাপটে একটি কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে কাদিয়ান নিবাসী মীর্যা গোলাম আহমদ–এর মাধ্যমে। তিনি ঐশী নির্দেশে সারা বিশ্বকে চমৎকৃত করেছেন অন্যান্য সকল ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দ্বারা। তিনি চতুর্দিকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন তাঁর শক্তিশালী যুক্তি দ্বারা যার ভিত্তি হলো ধর্মীয় পুস্তকাবলী এবং বাহ্যিক সাক্ষ্য–প্রমাণ সমূহ। এইভাবে সকল ধর্মের নেতৃবৃন্দের প্রতি উদাত্ত চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন যার কারণে তাঁর দাবীকে তাঁরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলতঃ বাস্তবক্ষেত্রে সর্বত্র জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে যে ইসলামের সমর্থনে একজন মহা–যোদ্ধার আবির্ভাব ঘটেছে।"(২৯)

"আহমদীয়া মুসলিম সংগঠনের দাবী বিশেষভাবে যুক্তি–সংগত। নীতিগতভাবে এই সংগঠন সকল ধর্মের মধ্যে শেষ যুগে আগমনকারী বিশ্বজনীন মহা–সংস্কারকের প্রতিশ্রুতির কথা স্বীকার করে। যখন হিন্দুগণের দাবী অনুযায়ী কলি–যুগে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হয়, তখন তাদের অবশ্যই একই অধিকার রয়েছে এ কথা বলার যেভাবে খৃষ্টানগণের সেই দাবি যাতে তাঁরা ঈসার দ্বিতীয় আগমনের কথা বলেন। তেমনিভাবে যরাথ্রুষ্টের অনুসারীগণ আশা করছেন তাঁর পূনরাগমণের জন্য। তেমনিভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এবং কন–ফুসিয়াসের অনুসারীগণ তাদের জন্য প্রতিশ্রুত রক্ষা–কর্তার আগমণের আশা করছেন, সেই দাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অত্যাবশ্যক। এই সকল দাবী আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা অবাস্তব। অবশ্যই এই দাবীগুলো রূপকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং এই অর্থে একই প্রতিশ্রুত সংস্কারকের আবির্ভাবের মাধ্যমে সকল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়াই যুক্তি–সংগত। অন্যথায় আক্ষরিক অর্থে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার জন্য অতি–প্রাকৃতিক এবং?

অবাস্তব ঘটনা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয়টা আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্বাসীর কাছে উপস্থাপন করেছেন বাস্তব–সম্মত এবং অকাট্য যুক্তি–প্রমাণের আলোকে। তিনি বলেছেন যে, একই সময়ে যুগপৎভাবে এতগুলো ধর্মীয় মহাপুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হতে পারে রূপকার্থে– কিন্তু দৈহিকভাবে পৃথক পৃথক আগমনকারীর মাধ্যমে হতে পারে না। শুধু এই অর্থে তিনি দাবী করেছেন যে তাঁর মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করেছে যীশুর পুনরাগমন, মাহদীর আগমণ এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমণ তথা বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ এবং পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের জন্য প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ।" (২৯)

[নোটঃ হিন্দুধর্মের পর্যালোচনার জন্য ঃ

হযরত আহমদ (আ.)–এর কতিপয় পুস্তকাবলীর রেফারেন্সঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন পুস্তকে হিন্দু-ধর্ম সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়াবলীর উল্লেখ রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নোক্ত পুস্তকগুলো দ্রষ্টব্যঃ (১) সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া (২) শাহনায়ে হক (৩) আরিয়া ধরম (৪) ইসতিফতাহ (৫) নাসীমে দাওয়াত (৬) লেকচার লাহোর (৭) কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম (৮) পুরানী–তাহরীরেঁ (৯) চশমায়ে মারেফাত (১০) হাকীকাতুল ওহী (১১) লেকচার সিয়ালকোট (১২) পয়গামে সুলেহ এবং অন্যান্য পুস্তক।]

[চলবে]

প্রিয় ‘মা’

মাহমুদ আহমদ সুমন

মায়ের জন্য ভালোবাসা অকৃত্রিম। জন্মের পর প্রথম মায়ের স্পর্শ পেয়ে দেহ-মন শিহরণ জাগে মানব-দেহের। মমতাময়ী মাকে ভালোবাসার জন্য নির্দিষ্ট দিনক্ষণের কোন প্রয়োজন নেই। জীবনের প্রতিটি দিনই সন্তানের জন্য মা দিবস, প্রতিটিক্ষণই সন্তানের জন্য মা দিবস।

গত কয়েক মাস চোখের চিকিৎসার জন্য আমার প্রিয় মা আমার কাছে অবস্থান করেন। চিকিৎসা শেষ হলে মা বাড়িতে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়। কেন্দ্র থেকে অনুমতি নিয়ে মাকে নিয়ে বাড়িতে যাই। বাড়িতে থাকা সময় যা যা খেতে ভালোবাসি সেই খাবারই মা রান্না করার ব্যবস্থা করতেন। বাড়ি থেকে যেদিন চলে আসবো সেদিন মা অনেক কষ্ট পাচ্ছেন, আর দুটা দিন যেন থেকে যাই, কিন্তু থাকা সম্ভব হয়নি। রাস্তায় খাবারের জন্য নানান কিছু তৈরী করে দিলেন। গাড়ীতে বসে বসে মাকে নিয়ে অনেক ভেবেছি, আর আমার মিসেসকে বলছি, দেখ, মা কি জিনিস, মাকে ছেড়ে আসায় আমি অনেক কষ্ট পাচ্ছি, মা ও আমার জন্য কষ্ট অনুভব করছে। আর এমন ঘটনা একবারের নয় বরং সব সময়ই ঘটে। মা যেভাবে নি:শ্বার্ত ভালোবাসে তার সন্তানদের এমন ভালোবাসা কী পৃথিবীর আর কারো মাঝে পাওয়া যায়? মাকে ভালোবাসার জন্য কী কোন নির্দিষ্ট দিনক্ষণের প্রয়োজন আছে? মায়ের জন্য ভালোবাসা চিরন্তন, অনাবিল। সবারই মায়ের পাশে থাকতেই মন উচাটন। পৃথিবীর সবচেয়ে মায়াময় মুখ মায়ের। মা শব্দটিতে যে পরিমাণ ভালোবাসা মিশে আছে তা আর কোন শব্দেই নেই। মায়ের জন্য ভালোবাসা অকৃত্রিম। জন্মের পর প্রথম মায়ের স্পর্শ পেয়ে দেহ-মন শিহরণ জাগে মানব-দেহের। মমতাময়ী মাকে ভালোবাসার জন্য নির্দিষ্ট দিনক্ষণের কোন প্রয়োজন নেই। জীবনের প্রতিটি দিনই সন্তানের জন্য মা দিবস, প্রতিটিক্ষণই সন্তানের জন্য মা দিবস। তাই কোন নির্দিষ্ট দিনে মাকে স্মরণ করার শিক্ষা ইসলাম দেয় না।

পিতা-মাতার সেবা যত্ন, খোঁজ খবর শুধু এক দিনের জন্য নয় বরং সারা জীবনভর সেবা করার শিক্ষা আল্লাহ্‌পাক আমাদের দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন। তোমার (জীবদ্দশায়) তাদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের উদ্দেশ্যে বিরক্তিসূচক ‘উহ্’-ও বলো না এবং তাদেরকে বকাঝকা করো না, বরং তাদের সাথে সদা বিনম্র ও সম্মানসূচক কথা বলো। আর তুমি মমতাভরে তাদের উভয়ের ওপর বিনয়ের ডানা মেলে ধর। আর দোয়ার সময় বলবে, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি সেভাবে দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমায় লালন-পালন করেছিল।’ (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪-২৫)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, একবার একজন লোক নবী করীম (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! মানবজাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার নিকট সদয় ব্যবহার ও উত্তম সাহচর্যের সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত?’ উত্তরে তিনি (সা.) বললেন, ‘তোমার মা’। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, ‘এবং তারপর?’ তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, ‘তোমার মা’। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলো, ‘এবং তারপর’? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন তোমার পিতা’। (বুখারী, মুসলিম) অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, ‘লোকটি জিজ্ঞাস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কোন ব্যক্তি আমার সাহচর্যের বেশি উপযুক্ত? তিনি (সা.) বললেন, ‘তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা, তারপর তোমার নিকটাত্মীয়গণ।’ (বুখারী, মুসলিম ও মেশকাত)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমাজে যেভাবে একজন নারীকে মা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন তেমনি তিনি তাদেরকে দিয়েছেন সমঅধিকার। ইসলাম মহান রাব্বুল আলামীনের মনোনীত একমাত্র নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে নারী-পুরুষ সকলের অধিকারসমূহ সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে বিন্যস্ত রয়েছে। কুরআন ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল আধার বা উৎস। ইসলামী আইনশাস্ত্রের চূড়ান্ত উৎস হিসেবে কুরআন মুসলিম নর-নারীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে দিয়েছে তার মর্যাদা ও অধিকারকে।

এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম পূর্ব ঐতিহ্য এবং সাম্প্রতিকালের বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বদেশীয় আচার প্রথার কোনো প্রভাব কোনো মুসলিম বিশ্বের নারীদের ওপর ছিল না। এমনকি তা বিভিন্ন মুসলিম দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং আধুনিকীকরণে নারীদের ভূমিকা ও অধিকারের ওপর রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের প্রভাবকে অস্বীকার করে না। এ থেকে যে

বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হলো বিভিন্ন মুসলিম দেশের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কুরআনের আদেশ, নির্দেশ এবং ইসলামী আইন ও বিধি-বিধান এসব দেশে বহাল রয়েছে। এগুলো মুসলিম বিশ্বের নারীদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রভাব রেখে চলেছে।

মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে ইসলাম যতটুকু করেছে অতটুকু অপর কোনো ধর্ম কোনোদিন করতে পারে নি। মানুষের সর্বাঙ্গীণ শান্তি বিধানে ইসলামের চোখে মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা বলে স্বীকৃত হয়েছে। মানুষ এ দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, কাজেই ধর্মে-কর্মে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সে আল্লাহ্‌রই অনুসারী। আল্লাহ্ এ মানুষ বলতে শুধু পুরুষ বুঝান নি। নর-নারী এ দু'য়ের সমন্বয়ে মানব গোষ্ঠী। নারী কাজে ও চিন্তায় পুরুষের সঙ্গিনী। পুরুষের আনন্দক্ষণে খুশির বার্তাটুকু জানানোর জন্য আর তার দুঃখের মুহূর্তে তার বেদনায় সহানুভূতি জানানোর জন্য-ই নারী।

ইসলাম নারীর এ স্বকীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নর-নারী উভয়ই সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাসের নির্মাতা। ইসলামে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়েছে। নারীকে দেয়া হয়েছে অত্যন্ত সম্মানের স্থান। তাকে সব প্রয়োজনীয় অধিকারও দেয়া হয়েছে। অবশ্য অধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষ অপেক্ষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক অধিকার দেয়া হয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে পুরুষকে নারী অপেক্ষা বেশি অধিকার দেয়া হয়েছে। সামগ্রিক তুলনায় পুরুষ ও নারীর অধিকার প্রায় সমান বলা যায়।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'হে মানব জাতি! আমি নর ও নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর আমি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও পুরোপুরি অবহিত' (সূরা আল হুজুরাত: ১৪)।

এই আয়াত বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মহাসনদ। জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অথবা বংশগত গৌরবের মিথ্যা ধারণা থেকে উদ্ভূত আভিজাত্যের প্রতি এ আয়াত কুঠারাঘাত করেছে। এক জোড়া পুরুষ-মহিলা থেকে সৃষ্ট মানবমন্ডলীর সদস্য হিসেবে সকলেই আল্লাহ্ তা'লার সমক্ষে সম-মর্যাদার অধিকারী। চামড়ার রং, ধন-সম্পদের পরিমাণ, সামাজিক মর্যাদা, বংশ ইত্যাদির দ্বারা মানুষের মর্যাদার মূল্যায়ন হতে পারে না। মর্যাদা ও সম্মানের সঠিক মাপকাঠি হলো ব্যক্তির উচ্চমানের নৈতিক গুণাবলী এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতা। বিশ্ব মানব একটি পরিবার বিশেষ। জাতি, উপজাতি, বর্ণ, বংশ ইত্যাদির বিভক্তি কেবল পরস্পরকে জানার জন্য, যাতে পরস্পরের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলী দ্বারা একে অপরের উপকার সাধিত হতে পারে।

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একজন নারীকে মা হিসেবে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। এছাড়া ইসলামে মা হিসেবে নারীকে যে উঁচু-মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়েছে, অপর কোনো সম্মানের সাথে তার তুলনাও হতে পারে না। নবী করীম (সা.) ঘোষণা করেছেন, "বেহেশ্‌ত মায়ের পায়ের পদতলে অবস্থিত।" অর্থাৎ মাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলে, তার উপযুক্ত খিদমত করলে এবং তার হক আদায় করলে সন্তান বেহেশ্‌ত লাভ করতে পারে। অন্য কথায়, সন্তানের বেহেশ্‌ত লাভ মায়ের খেদমতের ওপর নির্ভরশীল। মায়ের খেদমত না করলে কিংবা মা'র প্রতি কোনোরূপ খারাপ আচরণ করলে, মাকে কষ্ট ও দু:খ দিলে সন্তান যত ইবাদত বন্দেগী আর নেক কাজই করুক না কেন, তার পক্ষে বেহেশ্‌ত লাভ করা সম্ভবপর হবে না।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'মাতাপিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং মাতাপিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি নিহিত।' (তিরমিযী) আরো উল্লেখ রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, "এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি জিহাদ করব?' তিনি বললেন, 'তোমার পিতামাতা আছে কি?' লোকটি জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আছে।' হুযূর (সা.) বললেন, 'তবে তাদের দু'জনের মাঝে জিহাদ কর। অর্থাৎ তাদের দু'জনের খেদমত কর" (বুখারী কিতাবুল, আদব)।

এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এ বিষয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি পিতামাতার সম্মান করে না এবং সেই সমস্ত ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে যা কুরআনের বিরুদ্ধ নয় তাদের আদেশ পালন করে না এবং তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে সে আমার জামা'তভুক্ত নয়" (কিশতিয়ে নূহ)।

পৃথিবীতে একজন মানুষের প্রতি অন্য যে মানুষের অবদান, দয়া ও সহানুভূতি সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন মা। অনেক ত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট করে একজন মা বড় করে তোলেন তার সন্তানকে। নিজে না খেয়ে সন্তানকে খেতে দেন। নিজে শত কষ্ট সহ্য করলেও সন্তানের সামান্য কষ্ট মা সহ্য করতে পারেন না। মাকে অসহ্যকর কষ্ট দিয়ে, মায়ের কোলে তিলে তিলে বড় হয়ে সেই মাকে ভুলে যাওয়ার খবর প্রতিনিয়ত পাওয়া যায়। এমন উন্মাদ সন্তানও রয়েছে যারা এই প্রিয় মা বাবাকে হত্যা পর্যন্ত করে। বড়ই কষ্ট হয়, যখন শুনতে পাই কোন সন্তান পিতা-মাতার গায়ে হাত উঠিয়েছে বা ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। যারা এমন করে তারা আসলে সন্তান নামে কলঙ্ক। তারা ইহকালেই জাহান্নাম অর্জন করে নেয়।

এছাড়া আরেকটি বিষয় দেখা যায় যে, মেয়েকে বিয়ে দেয়ার সময় মেয়ের অভিভাবকের পক্ষ থেকে শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যে, বিয়ের পর শ্বশুড়-শ্বাশুড়িকে সাথে রাখা যাবে না, একা বাসা নিয়ে থাকতে হবে। অনেকে হয়তো কনের অর্থ-সম্পদের লোভে এই শর্তে রাজিও হয়ে যান। যারা এ ধরণের শর্তে রাজি হয়ে নিজ পিতা-মাতাকে ভুলে বসেন তারা নিশ্চয় ইসলাম পরিপন্থি কাজে অন্তর্ভূক্ত। আবার কোন কোন সময় দেখা যায় বাবা-মার কষ্টার্জিত অর্থে নির্মিত বাড়িতেও বাবা মার ঠাই হয় না।

ইহুদি, খ্রিস্টানদের অনুসরণে প্রিয় বাবা মাকে রেখে আসা হয় বৃদ্ধাশ্রমে। মা দিবসে বছরে একবার গর্ভধারিণী মায়ের কাছে যাওয়া হয় বা ফোনে 'হাই-হ্যালো' করা হয়। আর অসহায় মা নীরবে বোবাকান্না কাঁদেন বৃদ্ধাশ্রমের চার দেয়ালে। অনাহারে অর্ধাহারে ভোগেন। কথা বলার মতো কেউ নেই। এমন সন্তানদের কী হবে একটু চিন্তা করে দেখুন। তারা কী আল্লাহ্‌পাকের হাত থেকে রেহাই পাবেন। এছাড়া তারা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনিত হবেন তাদের যে এমন অবস্থা হবে না এটা কি কেউ বলতে পারেন? তাই সময় থাকতে এ জগৎ থেকেই জান্নাতের টিকেট সংগ্রহ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে বিবেক দিন, আমরা যেন আমাদের পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ এবং তাদের সেবায় সর্বদা নিয়জিত থাকি।

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি

দরবেশানে কাদিয়ানের নামের তালিকা
সদর আঞ্জুমান এবং তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ানের সদস্য বৃন্দ

(১১তম ও শেষ কিস্তি)

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা
	বিদেশী বা অস্থায়ী খোদ্দাম		
২৬২.	মোকাররম চৌধুরী মোহাম্মদ আসলাম	মোকাররম চৌধুরী পীর মোহাম্মদ	বাওয়ালপুর
২৬৩.	মোকাররম অডিরা আব্দুর রহমান	মোকাররম অডিরা রমজান	সিন্ধু
২৬৪.	মোকাররম চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ	মোকাররম চৌধুরী ফতেহ আলী	গুজরাট
২৬৫.	মোকাররম চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন	মোকাররম চৌধুরী গোলাম হোসেন	শেখপুরা
২৬৬.	মোকাররম মিঞা মোহাম্মদ ইসমাঈল	মোকাররম মিঞা ইলম দীন	গুজরাট
২৬৭.	মোকাররম চৌধুরী মোহাম্মদ আলী	মোকাররম চৌধুরী আকবর আলী	গুজরাট
২৬৮.	মোকাররম মাষ্টার মোহাম্মদ ইব্রাহীম (টেইলার)	মোকাররম মিঞা ফজল করিম	করাচী
২৬৯.	মোকাররম ইউনুস আহমদ আসলাম	মোকাররম মাষ্টার মোহাম্মদ শফি আসলাম	করাচী
২৭০.	মোকাররম চৌধুরী বশির আহমদ	মোকাররম চৌধুরী হায়াত মোহাম্মদ	সিয়ালকোট
২৭১.	মোকাররম পি. মোহাম্মদ	মোকাররম আব্দুল্লাহ্ মালাবারি	মালাবার
২৭২.	মোকাররম জয়নাল আবেদীন	মোকাররম আব্দুল কাদের	মালাবার
২৭৩.	মোকাররম খাঁন আব্দুর রহমান	মোকাররম খাঁন আব্দুল্লাহ্	কোয়েটা
২৭৪.	মোকাররম মিয়া গোলাম রসূল	মোকাররম মিঞা আহমদ উদ্দিন	গুজরানওয়ালা
২৭৫.	মোকাররম চৌধুরী নবী আহমদ	মোকাররম চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ	সিন্ধু
২৭৬.	মোকাররম চৌধুরী ইলম দীন	মোকাররম চৌধুরী ইমাম বখশ	সিন্ধু
২৭৭.	মোকাররম চৌধুরী গোলাম রসূল	মোকাররম চৌধুরী সরদার খান	বাওয়ালপুর
২৭৮.	মোকাররম টেইলার মাষ্টার আব্দুল হক নাসের	মোকাররম মাষ্টার আব্দুল মজিদ (টেইলার)	গুজরানওয়ালা
২৭৯.	মোকাররম আব্দুর রহিম	মোকাররম ইলাহি বখশ	সিন্ধু
২৮০.	মোকাররম মিঞা সুলতান আহমদ	মোকাররম মিয়া মোহাম্মদ দ্বীন	সেখপুরা
২৮১.	মোকাররম মিঞা মোহাম্মদ আমীন	মোকাররম মিয়া মোবারক আহমদ কৃষ্ণ	সেখপুরা
২৮২.	মোকাররম চৌধুরী শাহ্ মোহাম্মদ	মোকাররম চৌধুরী ফতেহ উদ্দিন	বাওয়ালপুর
২৮৩.	মোকাররম চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ	মোকাররম চৌধুরী গোলাম কাদের	বাওয়ালপুর
২৮৪.	মোকাররম চৌধুরী মোহাম্মদ আহমদ	মোকাররম চৌধুরী ফজল আহমদ	গুজরাট
২৮৫.	মোকাররম মৌলবি মোহাম্মদ আইয়ুব শামস্	মোকাররম মৌলবি গোলাম মহিউদ্দিন	জেহলাম
২৮৬.	মোকাররম চৌধুরী নজির আহমদ	মোকাররম চৌধুরী খোদা বখ্শ	সিন্ধু
২৮৭.	মোকাররম মালেক বশির আহমদ	মোকাররম মালেক আব্দুল করিম	গুজরানওয়ালা
২৮৮.	মোকাররম করিম বখ্স ডার	মোকাররম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্	কোয়েটা
২৮৯.	মোকাররম চৌধুরী মনোয়ার আলী	মোকাররম চৌধুরী শের আলী	কোয়েটা
২৯০.	মোকাররম মিঞা আহমদ দ্বীন	মোকাররম মিঞা ইলম দ্বীন	গুজরাট

২৯১.	মোকাররম মিস্ত্রী রওশান উদ্দিন		মোকাররম মিস্ত্রী হাসান দ্বীন		সিয়ালকোট
২৯২.	মোকাররম মালেক গোলাম মোহাম্মদ		মোকাররম মালেক বুঢ়ে খাঁ		গুজরানওয়ালা
২৯৩.	মোকাররম মিয়া আল্লাহ্ রাক্‌খা		মোকাররম মিয়া আড়োরা		সিয়ালকোট
২৯৪.	মোকাররম মিস্ত্রী মোহাম্মদ আহমদ		মোকাররম মিস্ত্রী মোহাম্মদ ইসমাঈল		লাহোর
২৯৫.	মোকাররম মোহাম্মদ খান		মোকাররম আহমদ খান		সিন্ধু
২৯৬.	মোকাররম গেহনা খান		মোকাররম আলী বখশ		সিন্ধু
২৯৭.	মোকাররম রায় সরদার আলী		মোকাররম রায় গোলাম কাদের		লায়েলপুর
২৯৮.	মোকাররম আব্দুল হাই (টেইলার মাষ্টার)		মোকাররম বাবু আতা মোহাম্মদ		গুজরাট
২৯৯.	মোকাররম চৌধুরী নবী আহমদ		মোকাররম চৌধুরী হাকীম দ্বীন		গুজরাট
৩০০.	মোকাররম মিয়া নজির মোহাম্মদ		মোকাররম মিয়া আল্লাহ দাত্তা		গুজরানওয়ালা
৩০১.	মোকাররম দফাদার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্		মোকাররম মিয়া মোহাম্মদ ইব্রাহীম		গুজরাট
৩০২.	মোকাররম মিয়া জালাল উদ্দিন		মোকাররম মিয়া তাজুদ্দিন		গুজরাট
৩০৩.	মোকাররম মিস্ত্রী মঞ্জুর আহমদ		মোকাররম মিস্ত্রী নিজাম উদ্দিন		সিয়ালকোট
৩০৪.	মোকাররম আব্দুল করীম		মোকাররম চৌধুরী নবী বখশ		গুজরানওয়ালা
৩০৫.	মোকাররম চৌধুরী আতাউল্লাহ্		মোকাররম চৌধুরী মোহাম্মদ বখশ		সিন্ধু
৩০৬.	মোকাররম চৌধুরী নজির আহমদ		মোকাররম চৌধুরী রোস্তম আলী		গুরুদাসপুর
৩০৭.	মোকাররম চৌধুরী গোলাম রসূল		মোকাররম চৌধুরী মোহাম্মদ দীন		লায়েলপুর
৩০৮.	মোকাররম চৌধুরী বশির আহমদ		মোকাররম চৌধুরী গোলাম আহমদ		সিয়ালকোট
৩০৯.	মোকাররম চৌধুরী খোদা বখশ		মোকাররম চৌধুরী মোহাম্মদ আলী		সিন্ধু
৩১০.	মোকাররম শরীফ আহমদ		মোকাররম মিয়া গোলাম মোহাম্মদ		সেখপুরা
৩১১.	মোকাররম গোলাম হোসেন		মোকাররম মালেক ফতেহ উদ্দীন		লাহোর
৩১২.	মোকাররম শেখ সিরাজ দীন		মোকাররম শেখ চেরাগ দীন		শেখপুরা
৩১৩.	মোকাররম চৌধুরী বশির আহমদ		মোকাররম চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ		সিন্ধু
৩১৪.	মোকাররম চৌধুরী মোহাম্মদ শরিফ		মোকাররম চৌধুরী হাসান মোহাম্মদ		শেখপুরা
৩১৫.	মোকাররম চৌধুরী মোবারক আলী		মোকাররম চৌধুরী বানে খাঁ		গুরুদাসপুর

(তারিখে আহমদীয়াত ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৭২-৩৮৭)

দরবেশানে কাদিয়ান ১৯৪৭ সালে শুরু পর অনেক আশেকে মসীহ্ দরবেশী জীবন লাভের প্রত্যাশায় কাদিয়ান চলে আসেন। যারা কাদিয়ান থেকে হিজরত করে পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক আসেন। সেই কাদিয়ান প্রেমিকদের মধ্যে ৬ জানুয়ারি ১৯৪৮ তারিখ প্রথম কাফেলায় আসেন ১০ জন। তাঁরা হলেন–

৩১৬.	মোকাররম কেপ্টেন ডাক্তার বশির আহমদ		মোকাররম মেহের দ্বীন		লায়েলপুর
৩১৭.	মোকাররম মৌলবি মোহাম্মদ হাফেজ বাকাপুরি		মোকাররম মৌলবি মোহাম্মদ ইসমাঈল		বাকাপুরি
৩১৮.	মোকাররম বাসারত আহমদ		মোকাররম খুশি মোহাম্মদ		কাদিয়ান
৩১৯.	মোকাররম মোহাম্মদ ইব্রাহীম খাদেম		মোকাররম মেহতাব দ্বীন		কাদিয়ান
৩২০.	মোকাররম মাষ্টার মোহাম্মদ ইয়াসিন		মোকাররম ইলম দ্বীন		কোয়েটা
৩২১.	মোকাররম সুফি খোদা বখ্‌শ		মোকাররম গাওহার খাঁন		যেরাহ্
৩২২.	মোকাররম মীর মোহাম্মদ আকবার		মোকাররম মীর মোহাম্মদ বখশ উকিল		গুজরানওয়ালা
৩২৩.	মোকাররম হাফেজ নূর ইলাহী		মোকাররম মোহাম্মদ আরেফ		সারগোদা
৩২৪.	মোকাররম আব্দুল করীম হাজ্জাম		মোকাররম আল্লাহ্ দাত্তা		গুজরানওয়ালা
৩২৫.	মোকাররম মঞ্জুর আহমদ ঘেহনুকে		মোকাররম মাষ্টার ইয়াকুব আলী		সিয়ালকোট

৫ মার্চ ১৯৪৮ তারিখ দ্বিতীয় কাফেলায় ১৫ জন আসেন। তাঁরা হলেন–

৩২৬.	সাহেবজাদা হযরত মির্যা ওয়াসীম আহমদ		হযরত বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)		কাদিয়ন
৩২৭.	মোকাররম মৌলবি আব্দুল ওয়াহাব উমর		হযরত মৌলবি নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)		কাদিয়ান
৩২৮.	মোকাররম কুরাইশী ইফতেখার আহমদ আশরাফ		মোকাররম মাষ্টার মোহাম্মদ আলী আজহার		কাদিয়ান
৩২৯.	মোকাররম বাবা আল্লাহ্ দাত্তা		মোকাররম মাহ্‌ইয়া		কাদিয়ান
৩৩০.	মোকাররম মিস্ত্রী জান মোহাম্মদ		মোকাররম হাসান বখশ		কাদিয়ান
৩৩১.	মোকাররম আব্দুল আহাদ খান		মোকাররম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্		কাদিয়ান
৩৩২.	মোকাররম বাবা মোহাম্মদ উদ্দীন		মোকাররম ভোলা		কাদিয়ান

৩৩৩.	হযরত হাজী মমতাজ আলী (রা.)	হযরত মৌলবি জুলফিকার আলী খান	কাদিয়ান
৩৩৪.	মোকাররম ফতেহ মোহাম্মদ নানবায়ি (রুটি প্রস্তুতকারক)	মোকাররম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্	কাদিয়ান
৩৩৫.	মোকাররম বাবা নূর আহমদ	মোকাররম উমর উদ্দিন (রুটি প্রস্তুতকারক)	ঐ
৩৩৬.	মোকাররম তামিম সিলুনী	মোকাররম মহিউদ্দিন সিলং	
৩৩৭.	মোকাররম মালেক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্	মোকাররম মালেক আব্দুর রহমান	সিয়ালকোট
৩৩৮.	মোকাররম মালেক মোহাম্মদ ইউসুফ	মোকাররম মালেক আলী মোহাম্মদ	জেহলাম
৩৩৯.	মোকাররম মাষ্টার মোহাম্মদ ইসমাঈল	মোকাররম নিযাম উদ্দিন	লাহোর
৩৪০.	মোকাররম চৌধুরী আব্দুর কাদির	মোকাররম চৌধুরী সরদার খান	গুজরানওয়ালা

(দওরে দরবেশি আওর দরবেশা পুস্তক পৃ: ১৬৩-১৬৪)

১৯৪৮ সালের মে মাসে তৃতীয় কাফেলায় ৩৫ জন আসেন বলে তৎকালীন আল ফযল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ৩৪ জনের নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে ১২ জন সাহাবি ছিলেন। তাঁরা হলেন–

৩৪১.	হযরত মুনশি মোহাম্মদ দীন ওয়াসলাবাকী (রা.)	মোকাররম নূরুদ্দীন	গুজরাট
৩৪২.	হযরত ভাই আব্দুর রহিম কাদিয়ানী (রা.)	মোকাররম ঝান্ডা সিং	কাদিয়ান
৩৪৩.	হযরত ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী (রা.)	মোকাররম মেহতা গোঁড়া দাত্তা	কাদিয়ান
৩৪৪.	হযরত বাবা শের মোহাম্মদ (রা.)	মোকাররম দিত্তা খান	কাদিয়ান
৩৪৫.	হযরত বাবা সুলতান আহমদ (রা.)	মোকাররম নূর আলী	কাদিয়ান
৩৪৬.	মোকাররম মালেক খায়ের দ্বীন	মোকাররম করিম দ্বীন	কাদিয়ান
৩৪৭.	হযরত চৌধুরী হাসান দ্বীন (রা.)	মোকাররম ফজল দ্বীন	কাদিয়ান
৩৪৮.	মোকাররম চৌধুরী ফয়েজ আহমদ	মোকাররম গোলাম গওস	কাদিয়ান
৩৪৯.	মোকাররম মির্যা মাহমুদ আহমদ বেগ	মোকাররম মির্যা করীম বেগ	কাদিয়ান
৩৫০.	মোকাররম নূর মোহাম্মদ মাশকি	মোকাররম আল্লাহ্ দাত্তা	কাদিয়ান
৩৫১.	মোকাররম সিদ্দীক আহমদ	মোকাররম নূর মোহাম্মদ মাশকি	কাদিয়ান
৩৫২.	মোকাররম মোহাম্মদ ইব্রাহীম গালেব	মোকাররম দেলওয়ার আলী	কাদিয়ান
৩৫৩.	মোকাররম নূর মোহাম্মদ পুনছি	মোকাররম ফজল আহমদ পুনছি	কাদিয়ান
৩৫৪.	হযরত ডাক্তার আতর দীন (রা.)	মোকাররম ভোলা	কাদিয়ান
৩৫৫.	মোকাররম হাফেজ আব্দুল আজিজ	মোকাররম মোহাম্মদ বখশ	কাদিয়ান
৩৫৬.	হযরত হাজী মোহাম্মদ উদ্দীন (রা.)	মোকাররম নূর আহমদ	গুজরাট
৩৫৭.	মোকাররম বাবা সদর উদ্দীন	মোকাররম ফজল দাদ	গুজরট
৩৫৮.	মোকাররম চৌধুরী জান মোহাম্মদ	মোকাররম চৌধুরী শাহ্ মোহাম্মদ	সিয়ালকোট
৩৫৯.	মোকাররম চৌধুরী ফজল আহমদ	মোকাররম চৌধুরী মীর দাদ	সিয়ালকোট
৩৬০.	মোকাররম চৌধুরী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্	মোকাররম আলী গওহার	লায়েলপুর
৩৬১.	মোকাররম চৌধুরী শুকর দ্বীন	মোকাররম নওয়াব দ্বীন	সিয়ালকোট
৩৬২.	হযরত বাবা গোলাম মোহাম্মদ (রা.)	মোকাররম ফৌজদার	সিয়ালকোট
৩৬৩.	মোকাররম চৌধুরী আতা মোহাম্মদ	মোকাররম জামী'আত খান	লায়েলপুর
৩৬৪.	মোকাররম কাজী ফজল মোহাম্মদ	মোকাররম চৌধুরী মৌজদীন	কপুরতলা
৩৬৫.	মোকাররম শেখ মোহাম্মদ ইয়াকুব	মোকাররম তাজ মাহমুদ	চিনিওট
৩৬৬.	মোকাররম শেখ গোলাম জিলানী	মোকাররম সামান্দার দ্বীন	লায়েলপুর
৩৬৭.	হযরত হাফেজ সদর উদ্দীন (রা.)	মোকাররম মোহাম্মদ উদ্দীন	সিয়ালকোট
৩৬৮.	মোকাররম বাব আল্লাহ্ দাত্তা	মোকাররম শাহবাজ খাঁন	জেহলাম
৩৬৯.	হযরত বাবা করম ইলাহী (রা.)	মোকাররম ঈদা	শেখপুরা
৩৭০.	মোকাররম খাঁজা জিয়াউল হক	মোকাররম আব্দুল হক	লায়েলপুর
৩৭১.	মোকাররম আব্দুল্লাহ্ খাঁন	মোকাররম ফতেহ্ মোহাম্মদ	সিয়ালকোট
৩৭২.	মোকাররম সৈয়দ মোহাম্মদ শরীফ শাহ্	মোকাররম সাইয়্যেদ হুসাইন শাহ্	সিয়ালকোট
৩৭৩.	মোকাররম মৌলবি ইলাহ দ্বীন	মোকাররম আহমদ দ্বীন	লাহোর
৩৭৪.	মোকাররম মোহাম্মদ আহমদ নাসিম	মোকাররম টি. হোসেন কুট্‌টি	মালাবার

(তারিখে আহমদীয়াত ১২ খণ্ড, পৃ: ৮০)

আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা

খন্দকার আজমল হক

(৫ম ও শেষ কিস্তি)

মোখালেফাতের পর বগুড়া জামা'তের সদস্যদের ঈমান আরও মজবুত হয়। জামা'তের মসজিদটি পূর্বে ছোট ছিল। ঘরটি ছিল এক চালা টিন ও চাটাই এর সিলিং দ্বারা তৈরি। এই ঘটনার পর তা সম্প্রসারিত করে দোচালা টিনের ঘর রূপে রূপান্তরিত করা হয় এবং চাটাই এর পরিবর্তে হার্ডবোর্ড এর সিলিং দেয়া হয়। বারান্দারও সংস্কার করা হয়। ক্যাম্পাসের কিছু অংশ নিচু ছিল, যা মাটি দ্বারা ভরাট করে উঁচু অংশের সাথে একই সমতলে আনা হয়। গেটও সংস্কার করে নতুন ভাবে নামকরণ করা হয়। এই কাজগুলোর সব খরচ জামা'তের সদস্যরা বহন করেন।

মোখালেফাত শেষ হলে জামা'তের গোরস্থানের জায়গা নিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। জমি রেকর্ডের সময় আমাদের অজান্তে গোরস্থানের অধিকাংশ জায়গা বেনামিতে রেকর্ড হয়ে যায়। ঘটনাটা জানতে পেরে বগুড়া জামা'তের তখনকার বিশিষ্ট সদস্য জনাব আশফাক হোসেন (হিরু মিয়া) সাহেবকে সাথে নিয়ে ৩০ ধারায় মামলা করে তা সংশোধন করা হয়। বর্তমানে গোরস্থানের সব জায়গা জামা'তের নামে পুনঃরের্কড করে সংশোধন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে হিরু মিয়ার ফুফাত ভাই, নাম সম্ভবত পিনু মিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করেন।

সমস্যা শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না। জমি রেকর্ডের সমস্যার সমাধান হলেও এই গোরস্থান নিয়ে আবার অন্য সমস্যা দেখা দেয়। স্থানীয় কিছু লোক গোরস্থানের জায়গা দখলের পায়তারা শুরু করে।

ষাটের দশকে খান সাহেব মোবারক আলী সাহেব মসজিদের জায়গাসহ জামা'তের নিজস্ব গোরস্থানের জন্য জায়গা কিনে জামা'তকে দান করেন। মসজিদের জায়গা ছিল ২১ শতক এবং গোরস্থানের ৭৫ শতক। গোরস্থানের জায়গা তিনি কালু শেখ নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে কিনেছিলেন। একদিন বিপুল শেখ নামে এক ব্যক্তি মসজিদে এসে আমাদের বলে যে তার পিতা কালু শেখ বেআইনিভাবে তার চাচার কিছু অংশ বিক্রয় করেছিলেন। এখন ঐ জমি তারা ফেরত চায়। সে তার চাচার ছেলেদের পক্ষ থেকে এ দাবি উত্থাপন করে। আমরা তার প্রমাণ চাইলে তা দেখাতে ব্যর্থ হয়। অবশ্য প্রমাণ স্বরূপ তার চাচার অন্য কিছু জমির বিক্রয়কৃত এক দলিল দেখায়। কিন্তু তাতে তার দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয়না। তাই আমরা তার দাবি মানতে অস্বীকার করি। এই বিপুল শেখ একদিন সকালে তার দাবিকৃত জায়গা দখলের জন্য গোরস্থানের দেয়ালের বাইরে ইট-বালি জমা করে। খবর পেয়ে আমরা বাধা দিতে যাই এবং স্থানীয় ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে জানাই। দারোগা এসে বিপুল শেখকে গোরস্থানে ঢুকতে ও কোন কাজ করতে নিষেধ করে এবং আমাদের উভয়কে নিজ নিজ কাগজপত্রসহ ফাঁড়িতে যেতে বলে। কয়েক দফায় ফাঁড়িতে অনেক আলাপ-আলোচনার পর কোন সমাধান না হলে আমরা জানাই যে, বিপুল শেখদের কোন দাবি থাকলে তারা কোর্টের আশ্রয় নিতে পারে। তারা কোর্টে যেতে অস্বীকার করে এবং এক রাতে গোরস্থানের দেয়ালের কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলে। থানায় ডায়েরী করলে থানা বিপুল শেখকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে যেকোনভাবে হোক সে ছাড়া পায়। আমরা ভাঙ্গা দেয়াল মেরামত করি এবং পরে তারা যাতে আর কোন গোলমাল করতে না পারে সেজন্য ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ইনজাংশনের আবেদন করি। কোর্ট পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে ইনজাংশনের নির্দেশ জারি করে।

কিন্তু ইনজাংকশনের মেয়াদ ছিল মাত্র দু'মাস। এই মেয়াদ শেষ হলে এক রাতে বিপুল শেখ আবার তার দলবল নিয়ে গোরস্থানের দেয়াল ভেঙ্গে প্রায় ১৭ শতক জায়গা টিন দিয়ে ঘিরে দখল নেবার চেষ্টা করে। আমরা গোরস্থানের কেয়ার টেকারের মাধ্যমে খবর পেয়ে ভোরেই ফাঁড়ির দারোগাকে অবহিত করি। তিনি সাথে সাথে এসে টিনের ঘেরা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলে আমাদের লোকেরা ঐ ঘেরা ভেঙ্গে টিনের বেড়া বাইরে ফেলে দেয়। পরে গ্রামের লোকজন টিনগুলো লুট করে নিয়ে যায়। থানায় ডায়েরী করলে দারোগা এসে বিপুল শেখকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ও কোর্টে চালান দেয়। অবশ্য বিপুল শেখ কোর্ট থেকে জামিনে ছাড়া পায়। থানা বাদি হয়ে মামলা করে যা এখনও চলছে।

আর কোন পথ না পেয়ে বিপুল শেখের দল আমাদের বিরুদ্ধে জজকোর্টে জায়গা অধিকারের মামলা করে। আমরা উকিলের মাধ্যমে সে মামলার মোকাবেলা করি। সে মামলার এখনও কোন নিস্পত্তি হয়নি। উল্লেখ্য, বিরোধী দল ইনজাংশনের বিরুদ্ধেও জজকোর্টে আপিল করে। বর্তমানে তার কী অবস্থা আমার জানা নেই। এই মামলা পরিচালনার জন্য বগুড়া জামা'তের সেক্রেটারী জায়েদাদ জনাব মমতাজ আলী সাহেব, তৎকালীন মোয়াল্লেম জনাব জাহেদুর রহমান সাহেব এবং পরবর্তীতে মোয়াল্লেম আব্দুস সালাম সাহেব আমাকে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করেন। এজন্য তারা অনেক দৌড়াদৌড়ি করেন।

এখন আমার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কথা বলা যাক। ব্যক্তিগত হলেও তা জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত। মৌখিক তবলীগ করেই আমি ক্ষান্ত থাকিনি। কলমের মাধ্যমেও তবলীগ করার চেষ্টার ত্রুটি করিনি। লেখনীর যে শক্তি ও সুযোগ আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছিলেন তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। জামা'তি বিষয়ে আমি মাঝে মাঝেই আহমদী পত্রিকায় লিখতাম। সব মনে নেই তবে তাদের ভেতর "জ্বিন সর্ম্পকে ভ্রান্ত ধারনার অপনোদন" ও "ঈমান ও আমল" অন্যতম। ইদানিং পত্রিকাটিতে নতুন তিনটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি হল "হযরত মোহাম্মদ (সা.) খাতামান নাবীঈন কেন" "বাইবেলের

শিক্ষা ও খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস" এবং "তৌহিদ প্রচার ও হযরত মোহাম্মদ (সা.)"। লেখাগুলো পড়লে পাঠকগণ উপকৃত হবেন বলে আমি মনে করি। তবলীগের জন্য লেখাগুলো অনেক সাহায্যকারী হবে। এছাড়া বেশ পূর্বে "অবক্ষয় ও তার প্রতিকার" এবং "মালী কোরবানী ও নেযামে ওসীয়ত" নামে আমার দু'টি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। মালী কোরবানীর উপর লেখাটি কোন এক কেন্দ্রিয় সালানা জলসায় আমার দ্বারা পঠিত হয়েছিল।

বগুড়া অবস্থানের শেষ দিকে আল্লাহ্ আমার কর্মজীবনের ইতি টানার ব্যবস্থা করেন। ২০১২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে বগুড়ায় জুমুআর নামায পড়তে যাবার কালে রাস্তা পার হবার সময় হঠাৎ একটি মোটর সাইকেল এসে চাপা দিলে আমার ডান হাত ও পা ভেঙে যায়। মুখেও আঘাত পাই। দীর্ঘদিন আমাকে হাসপাতালে ও বাসায় শয্যাশায়ী থাকতে হয়। এরপর হৃদরোগের কারণে আমাকে ঢাকায় আসতে হয়। আর আমার বগুড়া যাওয়া সম্ভব হয়নি। জামা'তের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আফতাব আহমদ সাহেব প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৩ সালের নির্বাচনে জনাব ফিরোজ আহমদ সাহেব প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

এখন আমি অসুস্থ অবস্থায় আমার বড় ছেলে মাহমুদুল হাসান এর ঢাকার বাসায় অবস্থান করছি। আমার স্ত্রীও এখানেই আমার সাথে অসুস্থাবস্থায় ছিলেন। গভীর মর্মবেদনার বিষয় ২০১৪ খ্রষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় আমার দীর্ঘদিনের সাথী আমার স্ত্রী অনেক দিন কঠিন রোগভোগের পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিইন। তিনি আমার জন্য অনুপ্রেরণাদায়িনী ছিলেন। জামা'তের কাজ সব সময় আমার পাশে থাকতেন। আমার বাসায় প্রায়ই জামা'তি মেহমানদের আগমন হত। এসব মেহমানদের আপ্যায়নের ব্যাপারে তিনি নিরলস ছিলেন। এমনও দিন গেছে যে, রান্না হয়ে গেছে, ছেলেমেয়েরা খেতে বসবে। এমন সময় কয়েকজন মেহমান উপস্থিত। তখন তিনি ছেলেমেয়েদের না দিয়ে মেহমানদের খেতে দিতেন। বাচ্চাদের তিনি পরে রান্না করে খাওয়াতেন। বাসায় কোন মেহমান আসলে না খেয়ে যেতে দিতেন না।

আমার স্ত্রী এই মেহমাননেয়াজির শিক্ষা তার মাতার নিকট হতে পেয়েছিলেন। তার মাতা ছিলেন এক আদর্শ গৃহিণী। আমার শ্বশুর দীর্ঘদিন রংপুর জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ জামা'তের এক নিবেদিতপ্রাণ সদস্য ছিলেন। দেশের বাইরের কোন মেহমান ঢাকায় এলে রংপুর সফরে আসতেন। এক সময় জামা'তের ৪র্থ খলিফা হযরত মির্জা তাহের আহমদ (রাহে.) ও তাঁর খেলাফতের পূর্বে রংপুর আসেন। প্রায়ই ঢাকার স্থানীয় মেহমানরাও রংপুর আসতেন। এদের মধ্যে সদর মুরব্বী আল্লামা জিল্লুর রহমান, মওলানা এজাজ আহমদ সাহেবরাও ছিলেন। আমার শাশুড়ি এদের আপ্যায়নে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। বগুড়ার খান সাহেব মোবারক আলী সাহেবও রংপুরে এলে আমার শ্বশুরের বাসভবনে উঠতেন। এক সময় তিনি আমার নিকট উত্তম গৃহিণী বলে আমার শাশুড়ির প্রশংসা করেছিলেন। আমার শ্বশুর এক সময় রাজনীতি করতেন। অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁর বাসায় উঠতেন। তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থাও আমার শাশুড়িকে করতে হত। আমার শাশুড়ির ছিল নয় সন্তান। তাঁর আরও চারজন সন্তান শৈশব-কৈশরে ইন্তেকাল করে। তিনি তাদের উপযুক্তভাবে মানুষ করেছিলেন। আমার শাশুড়ির এই গুণগুলো আমার স্ত্রীর ওপর প্রভাব ফেলেছিল। আমার প্রতিও তার দৃষ্টি সব সময়ই প্রখর ছিল। চাকরির জন্য আমাকে প্রায়ই মফঃস্বলে যেতে হত। যত সকালেই হোক আমাকে না খেয়ে যেতে দিতেন না। ভোর রাতে উঠে তিনি আমার জন্য খাবার তৈরি করতেন। আমার যাবার সময় ফজরের পর হলেও গরম ভাত খেয়ে মফঃস্বলে যেতাম।

কর্মক্ষেত্রে আমি একজন সৎ অফিসার হিসেবে পরিচিত ছিলাম। সততার কারণে অনেকে মন্তব্য করতেন "লোকটা ভাল কিন্তু কাদিয়ানী"। আসলে কাদিয়ানী অর্থাৎ আহমদী হবার কারণেই আমাকে অসততা স্পর্শ করেনি। তাই আমার কোন "উপরি" ছিলনা। সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। আমার স্ত্রী পিতৃগৃহে অভাব কী জিনিস জানতেন না। প্রাচুর্যের ভেতর মানুষ। কিন্তু আমার সংসারে এসে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। তার কোন চাহিদা ছিলনা। নিজের জন্য কখনও কোন জিনিস চাইতেন না। আমি তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিলাম। এরূপ স্ত্রী কয়জনের ভাগ্যে জোটে। তিনি ছিলেন স্নেহ বৎসল মাতা। চার সন্তানদের তিনি গভীর স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছিলেন। কোন দিন কেউ না খেয়ে স্কুল-কলেজে যেতনা। তার চার সন্তানই উচ্চ শিক্ষিত। বড়ছেলে ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত। বড়মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। ছোটমেয়ে এম.বি.বি.এস ডাক্তার। ছোটছেলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞানে মাষ্টারস ডিগ্রী প্রাপ্ত। তিনি ছিলেন রত্নগর্ভা। তিনি যেমন ছিলেন আদর্শ গৃহিণী, তেমন ছিলেন আদর্শ স্ত্রী ও মাতা। আল্লাহ্ তাকে বেহেশত নসীব করুন। আমিন।

আমি আমার সন্তানদের জাগতিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানেরও কোন ত্রুটি করিনি। ছোটবেলা থেকেই তাদের তালিম তরবীয়তের প্রতি আমার দৃষ্টি ছিল। বাল্যাবস্থাতেই তাদের প্রত্যেককেই নিজে নামায ও কুরআন পড়া শিখিয়েছি। তাদের নিয়ে আমি বাসায় জামা'তে নামায পড়তাম। রমযান মাসে বাসায় কুরআন এর দরস দিতাম। এখনও তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে ও রমযান মাসে রোযা রাখে। সকলেই জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত। আমার বড়ছেলে এক সময় বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিল। সে জামা'তের অনেক মূল্যবান বইও লিখেছে। দেশে দেশে আহমদীয়াত, জার্মানিতে প্রথম বাঙালি মিশনারী, অমর জীবনের কিছু কথা, আঁধার দেশে আলোর মাণিক-এর মধ্যে অন্যতম। তার জার্মানিতে প্রথম বাঙালি মিশনারী বইটি ইউএস কংগ্রেস লাইব্রেরির সংরক্ষিত গ্রন্থ হওয়ার বিরল সম্মান পেয়েছে, দু'দিনের ছুটি নামে তার একটি বই জামা'ত পরিচালিত একটি স্কুলের পাঠ্য বই। এছাড়াও বইটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জামা'ত পরিচালিত বিদ্যালয়ে পাঠ্য থাকার কথা জেনেছিলাম। তার অনূদিত হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.) রচিত 'ইসলাম ও কমিউনিজম' বইটি বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। বড়মেয়ে ফাহমিদা ইয়াসমিন মিরপুর জামা'তের লাজনা ইমাইল্লার মজলিসে আমেলার সদস্যা। ছোটমেয়ে ডা. তাহমিদা ইয়াসমিন তেজগাঁও জামা'তের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যা। ছোটছেলে তাহমিদুল হাসান সাভারের কবিরপুর জামা'তের সদস্য। সব ছেলেমেয়েকেই জামা'তের ভেতর বিবাহ দিয়েছি। অনেক আহমদীরই এরূপ ভাগ্য

হয়না। এজন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

অল্প বয়স থেকেই আমি নিজে নিজে নামায ও কুরআন পড়া শিখি। আমার আব্বা সমাজভক্ত হলেও ইসলামী শরিয়তের পাবন্দ ছিলেন। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন। কোনদিন নামায কাজা করেছেন বলে মনে পড়ে না। নামাযের পর তিনি সবসময় সত্য মাহদীর সন্ধান চেয়ে ও মিথ্যা মাহদীর হাত থেকে রক্ষা কামনা করে দোয়া করতেন। প্রতিদিন ফজর নামাযের পর কুরআন শরীফ পড়তেন। তার প্রভাব আমার ওপর পড়ে। তার নামায পড়া দেখে আমারও নামায পড়ার ইচ্ছে জাগে। আমি একদিন নামায পড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে আমাকে তার সাথে নামাজে দাঁড়াতে বলেন। তারপর থেকে পাঁচ ওয়াক্ত তার সাথে জামা'তে নামায পড়তাম। ৭ম শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় স্কুলে আরবি পড়তাম। সেই আরবি শিক্ষা আমাকে কুরআন পাঠে সাহায্য করে। তখন থেকেই আমি কুরআন পড়া শুরু করি। বাল্যকাল থেকেই আব্বার সাথে নিয়মিত মসজিদে জুমুআর নামায, ঈদগাহে ঈদের নামায পড়তে যেতাম। রোযার সময় রোযা রাখতাম। জামা'তে তারাবীর নামাযও পড়তাম। সে সব স্মৃতি এখনও আমার মনে ছবির মত ভেসে ওঠে।

আল্লাহ্‌ কুরআন পাকে এরশাদ করেছেন "ওয়া তাসিমু বি হাবলিল্লাহে জামিয়া ওয়ালা তাফাররাকু" অর্থ "আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়োনা"। এ রজ্জু খিলাফত তথা জামা'ত। তাই মু'মিন জামা'ত ছাড়া থাকতে পারেনা। সেজন্যই হয়তো আল্লাহ্‌ আমাকে জামা'ত ছাড়া রাখেন নি। ইতোপূর্বে আমি বগুড়া জামা'তের সদস্য ছিলাম। এখনও সেখানেই চাঁদাদাতা সদস্য হিসেবে আছি। কেননা এখনও আমাকে বগুড়া থেকে পেনশন তুলতে হয়। পেনশন তুলে ওখানেই চাঁদা দিয়ে আসি। অসুস্থ হলেও জুমুআর নামায ছাড়িনি। নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝে তেজগাঁও মসজিদে জুমুআর নামায পড়তে যাই। সঙ্গে আমার বড় ছেলেও যায়। এজন্য আমার ছোট মেয়ে তাহমিদা ইয়াসমিন ও জামা'তা আহসানুল জব্বার সহায়তা করে। আমি একজন মুসি। ২০০৬ সালে ওসীয়ত করেছি এবং ওসীয়তের ওপর কায়েম আছি।

দোয়া কবুলিয়তের একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। অনেকবার এরূপ ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে, যা আমার ঈমানকে দৃঢ় করেছে।

আমার স্ত্রী মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। দোয়ার বরকতে আল্লাহ্‌ তাকে ভালো করে দিতেন। চিকিৎসা যখন ব্যর্থ হয় তখন দোয়া যে কত কার্যকর হয়, তারই জ্বলন্ত প্রমাণ আমার জীবনে ঘটেছিল।

তখন আমি কুষ্টিয়ায় কর্মরত। আমাদের তৃতীয় সন্তান অর্থাৎ আমার ছোট মেয়ে তখন শিশু। সদ্য সন্তান প্রসব করেছেন, তাই আমার স্ত্রীর মাঝে মাঝেই রক্তস্রাব হত। চিকিৎসা চলছিল, কিন্তু কাজ হচ্ছিল না। এক রাত্রে এত বেশী স্রাব হতে লাগল যে তার প্রাণ সংশয় দেখা দিল এবং আমি ভয় পেয়ে গেলাম। অশ্রুসিক্ত নয়নে খোদার নিকট দোয়ায় মগ্ন হলাম। আমার দোয়া ঔষধের চেয়েও দ্রুত কাজ দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং আমার স্ত্রী ভালো হয়ে ওঠেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আমার চাকুরিকালে নিজ স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কেউ কেউ আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু খোদার সাহায্য থাকায় তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেন নি।

এরূপ একটি ঘটনা নিম্নরূপ। আমার চাকুরিস্থল ছিল চুয়াডাঙ্গায়। চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা ও জীবন নগর থানা ছিল আমার এলাকাধীন। আমি ঐ এলাকায় সার্কেল সাব ইন্সপেক্টর ছিলাম। তখন চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া জেলার অধীনে মহকুমা ছিল জেলা ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস ছিলেন আব্দুল গণী নামে এক ভদ্রলোক। তিনি আমার জেলা প্রধান ছিলেন। তিনি একবার আমার এলাকাধীন আলমডাঙ্গায় সফরে আসেন। এসে একটি গাভী তার দৃষ্টিতে পড়ে। তিনি আমাকে গরুটি কিনে দিতে বলেন। পয়সা আমাকে দিতে হবে। আমি নিজে যেমন অসৎ ছিলাম না, সেরূপ অসততা পছন্দও করতাম না। আমি অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে গাংনী থানায় বদলী করেন। কিছুদিন কষ্ট করলেও খোদার ফজলে শীঘ্রই আমি গাংনী থেকে কুমারখালী বদলী হই। জায়গাটি আমার যাতায়াতের জন্য সহজ ছিল। আই.এস (ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস) সাহেব এই বদলী করেন। কিন্তু ডি.আই সাহেবের আমার এই বদলী পছন্দ হয়নি। তিনি আমাকে জেলার বাইরে বদলীর প্রচেষ্টা চালান এবং এজন্য অনেক চেষ্টা তদবীর করেন। আমাদের বদলীর কর্তা বিভাগীয় ইন্সপেক্টর আই.এস (ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস), এর নিকট আমাকে বদলী করার আবেদন করেন। যেহেতু আমি পূর্বে কুমারখালীতে শিক্ষকতা করতাম, সেজন্য তিনি আই এস সাহেবকে লিখলেন, ঐব রং ধষসড়ংঃ ধ ষড়পধষ সধহ। কিন্তু আই এস সাহেব শুধু এই অজুহাতে আমাকে বদলী করেননি। বরং গণী সাহেবই অসততার কারণে সাসপেন্ড হন। আর আমি কুমারখালী থেকে কুষ্টিয়া সদর থানায় বদলী হয়ে আসি।

কুমারখালী থানা ছিল একটি মফঃস্বল থানা, আর কুষ্টিয়া সদর থানা হেড কোয়ার্টারস ছিল জেলা সদরে অবস্থিত। যার জন্য এই বদলী একরূপ পদন্নোতিই ছিল বলা চলে। কুষ্টিয়ায় বদলী হওয়ায় আমি জামা'তের অনেক খেদমত করার সুযোগ পাই। এখানে হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে তবলীগ করতাম। মাঝে মাঝে কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব ইয়াকুব আলী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় শহরস্থ রামকৃষ্ণ মিশনে হিন্দুদের ও খ্রিষ্টান ক্যাথলিক মিশনে খ্রীষ্টানদের ভিতর তবলীগে যেতাম। মেহেরপুর থেকে কিছু মুসলমান ছেলেকে প্রলোভন দেখিয়ে সেখানকার মিশনারীরা তাদেরকে খ্রীষ্টান বানানোর পরিকল্পনা করে। আমরা মিশনে গিয়ে তা জানতে পেরে মিশনারীদের সাথে তাদের বিশ্বাসের ভুল তুলে ধরে তবলীগ করতে থাকি। বাইবেল ভালভাবে পড়া থাকায় মুসলিম ছেলেদের সামনে বাইবেলের কথা ও তাদের বিশ্বাসের পার্থক্য তুলে ধরতে থাকলে একজন মিশনারী বলতে থাকে, "বুঝতে পারছি যে, আপনারা তো আহমদী, আপনাদেরতো অন্যান্য মুসলমানরা কাফের বলে। অপনাদের সাথে আমাদের কোন কথা নেই।" এ কথা শুনে মুসলিম ছেলেরা বুঝতে পারে যে খ্রীষ্টানরা যা প্রচার করে তা ঠিক নয়। তখন তারা আমাদের বলে যে তারা টাকা পয়সার প্রলোভনে এখানে এসেছে। তারা আরও বলে যে তারা ফিরে যাবে। এভাবে আমরা তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করি।

ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌ আমার দ্বারা অনেক বড় কাজ করাবেন। গণী সাহেবের কী ক্ষমতা যে তার কাজে বাধা দেয়? পরবর্তী ঘটনা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

এরূপ আরও একটি ঘটনা কিশোরগঞ্জে চাকরিকালে ঘটেছিল। আমি তখন কিশোরগঞ্জের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার। ঢাকা থেকে একজন এ.ডি.পি.আই

(অ্যাসিস্টান্ট ডাইরেকটর অফ প্রাইমারি ইন্সট্রাকশন) ময়মনসিংহ হয়ে কিশোরগঞ্জে ভ্রমণে আসবেন। তখন আমার অফিসে সরকারী গাড়ী ছিল, যা আমি ও আমার অফিসে কর্মরত ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ পরিদর্শক) যৌথভাবে ব্যবহার করতাম। এ.ডি.পি.আই সাহেব তাকে আনার জন্য আমাকে গাড়ীটি পাঠাতে বলেন। দুর্ভাগ্য বশত: ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তখন গাড়ীটি নিয়ে মফঃস্বলে ছিলেন। গাড়ী পাঠাতে অপারগ হওয়ায় তিনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং আমাকে নানাভাবে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। পরে জেনেছিলাম যে, তিনি নিজেই প্রশাসনিক দায়িত্ব হতে কলেজের শিক্ষক হিসেবে সুদূর সন্দ্বীপে বদলী হয়ে যান। এমনিভাবে যারাই আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, তারাই বিভিন্ন বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন।

অবসর গ্রহণের পর অনেককেই অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। পেনশন তুলতে বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলতে তাদের অনেক সমস্যায় পড়তে হয় এবং টাকা পেতেও অনেক বিলম্ব হয়। আমি স্বল্প সময়ে ও স্বল্প প্রচেষ্টায় পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পেয়ে যাই। আলহামদুলিল্লাহ।

এরপর বগুড়া শহরে বাড়ির কাজ সম্পন্ন করে নিজ বাড়িতে বসবাস শুরু করি। এখন সে বাড়ি ভাড়া দিয়ে ঢাকায় আছি। সবই আল্লাহ্‌র রহমত।

বগুড়ায় প্রেসিডেন্ট থাকাকালের কিছু বিষয় পূর্বে লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম যা এই লেখার সাথে প্রাসঙ্গিক। এই বিষয়গুলো বলা প্রয়োজন। আমি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রতিদিন নিয়মিত জামা'তের অফিস করতাম। আমার বাসা হতে আঞ্জুমান বা মসজিদ ক্যাম্পাস প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। বর্ষার দিনেও আমি আঞ্জুমানে যাওয়া বন্ধ করিনি। জোহর ও আসর নামায মসজিদে পড়তাম। তখন আফতাব আহমদ ও আলতাফ হোসেন সাহেব নিয়মিত মসজিদে এসে জামা'তে জোহর ও আসর নামায পড়তেন। আফতাব সাহেব দীর্ঘদিন জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী ও মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র জয়িম ও আলতাফ সাহেব সেক্রেটারী তবলীগ ও ফাইনান্সের দায়িত্ব পালন করেন। আলতাফ সাহেব তবলীগগত প্রাণ ছিলেন। মসজিদে কোন গায়ের আহমদী এলেই তবলীগে লেগে যেতেন। তার বাড়ি মসজিদ থেকে কিছুটা দূরে হলেও বৃদ্ধাবস্থায়ও মসজিদে জামা'তে নামায পড়া বাদ দিতেন না। অসুস্থাবস্থায়ও প্রায়ই এম.টি.এ দেখতে আসতেন। তিনি চলে যাওয়ায় এক নিবেদিত প্রাণ খেদমতগার বগুড়া জামা'ত হারায়। আল্লাহ্‌ তাকে বেহেশত নসিব করুন।

বগুড়ায় কর্মরত সব মুরব্বী-মোয়াল্লেমই জামা'তের কাজে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আমার অসুস্থতাকালে হাসপাতালে আনা-নেয়ার জন্য তাঁদের অনেকেই যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করেছেন। আল্লাহ্‌ সকলকে জাজায়ে খায়ের দান করুন।

সম্ভবত ২০০৫ কী ২০০৬ সালে বগুড়ায় লঙ্গরখানা চালু হয়। শুক্রবারে যারা নামাযে আসেন, তাদের নামাযের পর এই লঙ্গরখানার মাধ্যমে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। তৎকালীন মোয়াল্লেম আব্দুল হক সাহেবের অনুপ্রেরণায় এই লঙ্গরখানা চালু হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তাঁকে জাজায়ে খায়ের দান করুন।

মোখালেফাতের পর বগুড়ার মসজিদ ও ক্যাম্পাস পাহারার জন্য নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় জামা'তের যৌথ সহযোগিতায় নিরাপত্তা প্রহরীর বেতনের সংস্থান করা হয়। স্থানীয় জামা'ত এর অধিকাংশ অর্থবহন করে। হয়তো এখনও লঙ্গরখানা ও নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা চালু আছে।

কুষ্টিয়া থাকাকালে দোয়া কবুলিয়াতের আর একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। পূর্বেই বলেছি যে কোলদিয়াড়ে মোখালেফাতের সময় ঐ জামা'তের কিছু ছেলে আমার কুষ্টিয়ার বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের নিয়ে বৈঠকখানায় জামা'তে নামায পড়তাম। নামায পড়াকালে আমরা সেজদায় কান্নাকাটি করে দোয়া করতাম। আশপাশের লোকেরা আমাদের কান্নাকাটি শুনে বাসার পাশে এসে দরজা দিয়ে দেখত যে আমরা সেজদায় কান্নাকাটি করছি। পরে আমার পাশের বাড়ির এক মহিলা আমার স্ত্রীর নিকট বলেছিলেন যে, তারা মনে করেছিলেন, অ্যাপোলোদের বাসায় কিছু হয়েছে যার জন্য এত কান্নাকাটি। অ্যাপোলো আমার ছোট ছেলের ডাক নাম। আমি নিজেও কোলদিয়াড়মুখি হয়ে দাঁড়িয়ে একাকী দোয়া করতাম। হয়তো আল্লাহ্‌ আমাদের দোয়া শুনেছিলেন যার জন্য ওখান থেকে মোখালেফাত তুলে নেয়া হয়েছিল।

বগুড়ায় মোখালেফাতের সময়ের আরও একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। আমরা বগুড়া জনতা ব্যাংক সপ্তপদী মার্কেট শাখার মাধ্যমে জামা'তের চাঁদা ডি.ডি করে পাঠাতাম। ডি.ডি পাঠানোর কাজ আমি নিজেই করতাম। ব্যাংকটি ছিল বগুড়ার সুপ্রসিদ্ধ সাতমাথার সন্নিকটে। ডি.ডি পাঠাবার সময় আমি আহমদী জেনে ব্যাংকের দু'জন মোল্লা কিসিমের কর্মচারী আমার সাথে মাঝে মাঝে জামা'ত নিয়ে আলাপ করত। মোখালেফাতের সময় একদিন তারা আমাকে বলল, "মৌলভীরাতো লাখো লোক নিয়ে আপনাদের ধ্বংস করতে আসবে, তখন আপনাদের কী অবস্থা হবে"। আমি তাদের বলেছিলাম "আহমদীয়াত সত্য জামা'ত, একে ধ্বংস করা সহজ নয়"। আরও বলেছিলাম "হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল"। ভুট্টো জিয়াউল হক আহমদীয়াতকে পাকিস্তান থেকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে নিজেরাই উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। এরাতো কোন ছাড়।" মোখালেফাতের পর মৌলভীদের পরিণতি দেখে তারা আর আমাকে কিছু বলেননি। পরে তারা অন্যত্র বদলী হয়ে যাবার পর আমার সাথে আর যোগাযোগ হয়নি।

আমাদের জামা'ত তাহাজ্জুদ নামাযের ওপর জোর দিয়ে থাকে। আমারও প্রথম থেকেই তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি লক্ষ্য ছিল। সাধ্যমত তাহাজ্জুদ নামায পড়তাম। বয়আতের শর্তের ভিতরও সাধ্যমত তাহাজ্জুদ নামায পড়বার উল্লেখ আছে। অবশ্য রমযান মাসে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তাম ও কুরআন খতম দিতাম, অবশ্যই অর্থসহ পড়তাম। এখনও তা জারি রেখেছি। যদিও অসুস্থতার কারণে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তে পারি না। কিন্তু কুরআন পড়া বন্ধ করিনি। আল্লাহ্‌ যেন আমার এ প্রচেষ্টা বজায় রাখেন, আমিন।

এই হল আমার আহমদী জীবনের ইতিকথা। গর্ব করার জন্য নয়, অন্যরা বিশেষ করে আমার সন্তানরা যদি এতে উপকৃত হয়ে জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেজন্যই আমার এই প্রচেষ্টা।

আল্লাহ্‌ আমাদের সকলকে জামা'তবদ্ধ হয়ে ইসলামী জীবন যাপনের তৌফিক দিন। আমিন।

গিবত একটি জঘন্য পাপ

মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন
মুরব্বী সিলসিলাহ

(৮ম কিস্তি)

আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে অনেকগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। আমাদেরকে চোখ দিয়েছেন যা দিয়ে আমরা রঙ, বর্ণ এবং চেহারা দেখে থাকি। কান দিয়েছেন যা দ্বারা আমরা শব্দ শ্রবণ করি। নাক দিয়েছেন যা দ্বারা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ নিয়ে থাকি এবং আনন্দ ও কষ্ট অনুভব করে থাকি। আমাদের হাত দিয়েছেন যা দ্বারা আমরা কোন কিছুকে ধরার কাজে ব্যবহার করি। আর আমাদের জিহ্বা দিয়েছেন যা দ্বারা আমরা স্বাদ বা মজা নেই এবং কথা বলি প্রভৃতি। এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাঝে জিহ্বার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর তা এ কারণে যে, জিহ্বার দ্বারা আমরা শুধু স্বাদই নেই না বরং আমরা এর দ্বারা কথাও বলে থাকি। চোখ শব্দ শুনতে পায় না, কান সুন্দর ও খারাপ দৃশ্যের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। এই অবস্থা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোরও তাদের কাজের পরিধি একটি সীমার মাঝে সীমাবদ্ধ। কিন্তু জিহ্বার অবস্থা এদের থেকে ভিন্ন। আমাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের অনুভূতিকে আমাদের মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছায়। আর আমাদের মস্তিষ্ক এই অনুভূতিকে বুঝে এর ওপর চিন্তাভাবনা করে এবং ফলাফল গ্রহণ করে আর এই ফলাফল বা পরিণাম অন্যদের নিকট পৌঁছানোর জন্য জিহ্বা বা কথার মুখাপেক্ষী। আর বাকশক্তির কারণেই মানুষ পশুপাখি ও অন্যান্য সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। আসুন আমরা এখন দেখি যে আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) জিহ্বার ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের কি কি দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আমাদের তিনি (সা.) এ বিষয়ে কি কি বিধি নিষেধ দিয়েছেন এবং এর সঠিক ব্যবহারের জন্য তিনি (সা.) আমাদের কোন পথ দেখিয়েছেন। আমাদের জিহ্বার ওপর আল্লাহ্ তা'লা ও রসূল (সা.) যে সকল বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন তার মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করছি।

১. তোমরা মিথ্যা বলো না, ২. মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিও না, ৩. গিবত করো না, ৪. অপবাদ আরোপ করো না, ৫. পরনিন্দা করো না, ৬. দুমুখো কথাবার্তা বলো না, ৭. তোষামদ করো না, ৮. অনর্থক কথা বলো না, ৯. বৃথা কথা পরিহার কর, ১০. গুনাহর কথা বলো না, ১১. নিজের অহংকার ও দাম্ভিকতার কারণে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করো না, ১২. ঝগড়াটে হয়ো না, ১৩. কৃত্রিম ও বানানো কথা বলো না, ১৪. নোংরা কথাবার্তা ও গালমন্দ পরিহার করো, ১৫. কারো ওপর লা'নত (অভিসম্পাত) করো না, ১৬. গোপন তথ্য প্রকাশ করো না, ১৭. ঠাট্টাবিদ্রুপ করো না, ১৮. ঠাট্টাবিদ্রুপের মাঝে নিজের জীবন অতিবাহিত করাকে মূল উদ্দেশ্য বানিও না।

নির্দেশাবলী ঃ– ১. খোদা তা'লার স্মরণে নিজেদের সময়কে পরিপূর্ণ করো, ২. কুরআন পাঠ কর, ৩. প্রিয় নবী (সা.)-এর ওপর সদা দরূদ প্রেরণ করতে থাকো। ৪. নামায পড়, ৫. সর্বদা সত্য বলো এবং সহজ-সরল কথা বলো, ৬. দোয়া করো। ৭. ইস্তেগফার করো, ৮. মিষ্টি কথা বলো, ৯. পুণ্য কাজের আদেশ দিতে থাকো, ১০. নিজেদের অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো. ১১. প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো, ১২. সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর।

তিনি বলেন গিবত করো না। তোমাদের স্বভাব এটি পছন্দ করে যে, কোন ব্যক্তির অগোচরে তার সম্পর্কে কথা বলা, হোক না তা সত্যি কিন্তু সে তা অপছন্দ করে। মন্দকাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে থাকো। গিবত, লোক দেখানো, সংকীর্ণমনা, কৃপণতা, গর্ব, অহংকার, বড়াই এবং দাম্ভিকতা থেকে বাঁচার জন্য নসীহত করতে থাকো। তোমাদের জিহ্বা যেন অপবিত্রতা, নোংরামী এবং মন্দকে নিঃশেষকারী হয়। মন্দকে যেন ছড়িয়ে না দেয়। তোমাদের মুখ থেকে যেন সেই ফুল ফুটে যার সুরভিতে আকাশ ও পৃথিবীর বায়ু মন্ডল সুবাসিত হয়ে যায়।

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) বলেন– গোপন কথা বা গোপন তথ্য প্রকাশ করার ফলে বন্ধুদের অধিকার খর্ব হয়। এটিও স্মরণ রাখ যে গোপন কথা শুধু এটিই নয় যাকে বর্ণনাকারী গোপন বলে বরং প্রত্যেক সেই সমস্ত কথাবার্তা যা তোমাকে বলা হয়েছে তা অন্যের গোপন কথা। মহানবী (সা.) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন কথা তোমার সাথে বলার পর চলে যায় তখন তার কথা তোমার কাছে আমানত স্বরূপ থেকে যায়। অতএব আমানতের খেয়ানত করো না এটি একটি নীচ এবং কষ্টদায়ক আচরণ বা অভ্যাস। (আল ফযল, ১৮-২০ ডিসেম্বর ১৯৬০, ১১ই জুন ২০০১)

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কত কথা বলে থাকি। নিজের প্রয়োজনে, মনের ভাব প্রকাশের জন্য অনেক কথা বলে থাকি।

“একে অন্যের গিবত (অর্থাৎ কুৎসা) করো না। তোমাদের কেউ কি নিজেদের মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা এটা ঘৃণা করবে। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।”

কিন্তু আমরা যেন অন্যের গোপন কথা কারো সামনে প্রকাশ না করি। কারো গিবত না করি, পরচর্চা না করি। এগুলো যদি আমরা পরিহার করতে পারি তাহলে গিবত করা থেকেও আমরা রক্ষা পাব এবং সেই সাথে গিবতের শাস্তি থেকেও রক্ষা পাব।

গিবতের প্রভাব শুধু মানুষের ওপরই পরে না বরং মানব জীবনের ওপরও এর প্রভাব পরে থাকে। আর যদি এই অভ্যাস শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃষ্টি হয় তাহলে তারা দুই ঘন্টা পড়ার পরিবর্তে এই সময়টুকু তারা একে অপরের গিবত করার মাঝে অতিবাহিত করে আর এভাবে তাদের সময় নষ্ট হয়। পড়াশুনায় ক্ষতি হয় এবং জাগতিক জীবনেও এর প্রভাব পরে। এ কারণে নিজ সত্ত্বার ওপরে অত্যাচার করো না, যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের বাধা দেওয়া হয়েছে এর প্রভাব অবশ্যই পড়াশুনায় ও পরে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ একটি অন্যায় সন্দেহকেই নিয়ে নিন এর প্রভাবও পড়াশুনার মাঝে পরে থাকে। যেমন– একজন ছাত্র এটি চিন্তা করে যে, এই কথা আমার সম্পর্কে অমুক ছাত্র মনে হয় বলেছে। ফলশ্রুতিতে তার মাথায় এটি ঘুরতে থাকে যে আমিও এর প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ব। সুতরাং ক্রোধের কারণে তার মূল্যবান সময় নষ্ট হতে থাকে। এভাবে অন্যায় সন্দেহের প্রভাব দৈনন্দিন জীবনের ওপরও পরে থাকে। (মাশাআলে রাহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৪)

এখন আপনাদের সামনে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) গিবত সম্পর্কে কি বলেছেন– সে সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! অনুমান করা থেকে বিরত থাক। অনুমানের আরো এমন অনেক অভ্যাস রয়েছে যে এমনটি হয়েছে মনে হয় বা এটি হয়েছে মনে হয়, এটি এমন একটি ধ্বংসাত্মক অভ্যাস যার মাঝে কয়েকটি গুনাহর কারণ। অতএব, তোমরা এমন একটি মাঠে বিচরণ করছ যাতে ভয়ানক গর্ত আছে অথবা জঙ্গলের হিংস্র জন্তু রয়েছে, আর তোমরা মনে করছ যে দেখেশুনে পা ফেলছ। নিশ্চয় তাদের পা কোথাও না কোথাও আটকে যায়, ভুলক্রমে কোন গর্তে পা পরে যায় অথবা কোন হিংস্র জন্তুর লুকানোর স্থানের পাশ দিয়ে যেতে হয় এবং আক্রমণের দাওয়াত দেয়, বলার উদ্দেশ্য এটি যে প্রত্যেক সন্দেহ গুনাহ নয়। এটি সঠিক যে কতক সন্দেহ যা সঠিক এবং সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত তা খোদা তা'লার নিকট গুনাহ নয় কিন্তু সন্দেহ করার অভ্যাস ভয়ানক আর এর পরিণামে এটি অসম্ভব নয় যে অদূর ভবিষ্যতে এর ফলে কোন বড় ধরনের গুনাহ সংঘটিত হবে না।

দ্বিতীয় কথা এটি বলেছেন– তোমরা গোয়েন্দগিরিও করো না। অন্যায় সন্দেহ গোয়েন্দাগিরি থেকেও ভয়াবহ। যখন মানুষের মাঝে এই আগ্রহ সৃষ্টি হয় যে সে কারো কোন দুর্বলতা সম্পর্কে জানবে, সে সময় যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা গুনাহের বেশি নিকটে কেননা মানুষ তার ভাই বা বোনের দুর্বলতা অন্বেষণ করতে থাকে। গোয়েন্দাগিরির অভ্যাসের সাথে যদি সন্দেহের অভ্যাসও একত্রিত হয়ে যায় তাহলে অনেক বড় সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এই ব্যক্তি গুনাহগার হবে। অতএব এই বিষয়কে চলমান রেখে আরো বলেন– তোমাদের মধ্য থেকে যেন কেউ কারো অনুপস্থিতিতে গিবত না করে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে যেন কথা বলা না হয়।

আমাদের মাঝে এমন অনেক আছেন যারা গিবত করতে পছন্দ করেন এবং অন্যকে পিছন থেকে আক্রমণ করে থাকেন। তারা সামনাসামনি কথা বলতে ভয় পান। পেছনে কথা বলেন এ কারণে যে তার উত্তর যেন তাকে আর না শুনতে হয়। আর নিয়্যত যদি এমনই থাকে যে আমরা পেছন থেকে গিবত করব তাহলে এটি অনেক বড় গুনাহ। আর এর উদাহরণ দিতে গিয়ে কুরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে–“ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু ইজতানিবু কাসিরাম মিনায যান্নে ইন্না বা'যা যান্নে ইসমুন ওয়ালা তাজাসসাসু ওয়ালা ইয়াগতাব বায়ুকুম বা'যা। আ'ইউহিব্বু আহাদুকুম আইয়্যাকুলা লাহমা আখিহে মাইতান ফাকারিতুমুহু। ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা তাওয়াবুর রাহীম” (সূরা আল হুজুরাতঃ ১৩) অর্থা- হে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা পরস্পর সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক। (কেননা) কোন কোন সন্দেহ অবশ্যই পাপ। আর (কারো ওপর) গোয়েন্দাগিরি করো না এবং একে অন্যের গিবত (অর্থাৎ কুৎসা) করো না। তোমাদের কেউ কি নিজেদের মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা এটা ঘৃণা করবে। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বার বার তওবা গ্রহণকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

আমাদের মধ্য থেকে কেউ কি এটি পছন্দ করবে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাবে। দেখুন এই কথা শোনা মাত্রই আমরা এটিকে অপছন্দ করি। আর এটি কেমন অপছন্দ যাকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি অংশ বানিয়ে ফেলেছি। আমাদের কারোর পক্ষেই এটি সম্ভব নয় যে আমরা আমাদের মৃত ভাইয়ের মাংস খাই।

(চলবে)

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
"বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠায় একক নেতৃত্বের গুরুত্ব"
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

বিশ্বময় শান্তি-প্রতিষ্ঠায় একক নেতৃত্বের গুরুত্ব

আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে যুগে যুগে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী-রসূল পাঠিয়েছেন শান্তির জন্য কাজ করা এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন সকল ধর্মের ওপর তাঁর প্রিয় মনোনীত ধর্ম ইসলামকে বিজয় দান করার জন্য। পবিত্র নবী (আ.) এসেছেন পৃথিবীকে "রাহমাতুল্লিল আলামীন" হিসেবে। তাই তাঁর অনুসরণে পৃথিবীতে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে কোন অন্যায়-অবিচার থাকবে না, অভাব-অনটন থাকবে না, জুলুম-অত্যাচার থাকবে না, মানুষ মানুষের জন্য কাজ করবে ঈমানদারীর সাথে এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত প্রতিষ্ঠিত করবে। নবী-রসূলগণ মানুষের নিকটে "যিন্দা-খোদার অস্তিত্ব" প্রমাণ করেন এবং মানব-হৃদয়ে খোদার সঙ্গে প্রেম স্থাপন করেন এবং মানুষকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

মহানবী (সা.) তাঁর প্রেরিত রসূল তাঁর ঐশী সত্ত্বা আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর প্রত্যক্ষ বিকাশস্থল। কিন্তু শেষ জামানায় ইসলাম ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পবিত্র কুরআনের সূরা আল্ নূরের ৫৬নং আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে "খেলাফত প্রতিষ্ঠার" অঙ্গীকার করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। অনুরূপ আভাস হাদীস থেকেও পাওয়া যায় যে, নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত ব্যবস্থা চালু হবে, মু'মিনগণকে শক্তিশালী ও একতাবদ্ধ হতে, রসূল পাক (সা.)-এর কার্য সমাধা করতে তথা সমগ্র বিশ্বে ধর্ম ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে বিজয় দান করতে। "খিলাফতে আলা মিন হাজিন নবুওয়ত" যা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত। নবুওয়াত এক প্রকার বীজ যার দ্বারা খিলাফতের প্রতিফলনকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়। খিলাফত প্রতিষ্ঠা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাই করেছেন। মানুষের কোন ক্ষমতা নেই যে, খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে। মূলতঃ নবুওয়াতের পদাঙ্ক অনুসরণে এই খিলাফত যা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ওফাতের পরে আল্লাহ্ তাঁর অনুসারী জামা'তের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন যেমন মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাধ্যমে খেলাফতে-রাশেদা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

ইসলামী বিশ্ব কায়েম হওয়ার জন্য প্রকৃত খলীফার আনুগত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত মুসলিম উম্মাহকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো এই রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী (৪ঃ৬০)। কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, নেতাবিহীন কোনো দল, গোষ্ঠী বা সংগঠন চলতেই পারে না। বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানদের জন্য খিলাফতই ঐক্যের একমাত্র পথ বা ব্যবস্থা। খিলাফতের ছত্রছায়া ব্যতিরেকে মুসলিম উম্মাহ কোনমতেই একতা, শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে পারে একমাত্র এই খেলাফত ব্যবস্থাপনা। ইসলামের রজ্জুই হলো খেলাফত ব্যবস্থা যা আঁকড়ে ধরা প্রত্যেক মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

খেলাফতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে "শান্তি প্রতিষ্ঠা করা"। খেলাফতের সঙ্গে ঈমান ও আমলে-সালেহ্‌র নিবিড় সম্পর্ক। বর্তমান জামানায় পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমান-উম্মাহ্‌কে সঠিক পথে পরিচালিত করার মত কোন ঐশী নেতা নেই। কোনো কোনো ফেরকার মধ্যে মাঝে মধ্যে খেলাফতের দাবিও উত্থিত হচ্ছে। কিন্তু পরস্পরের মাঝে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে তা বিলুপ্ত হচ্ছে! আসলে মানুষের কি কোনো ক্ষমতা আছে, এই আধ্যাত্মিক খলীফা নির্বাচনের । যার সিদ্ধান্ত মহান আল্লাহ্ পাক করে থাকেন!! যুগ-খলীফার সাথে খোদার সাহায্য থাকায় অল্প শক্তি ব্যয় করে তিনি বহুবিধ কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

মহানবী (সা.)-এর আদেশানুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর নিকট বয়আতকারী আহমদী সম্প্রদায়ের মুসলমানরা আজ সারা দুনিয়াতে এক মহান আধ্যাত্মিক জেহাদে রত। বর্তমানে পঞ্চম খলীফার নেতৃত্বে আমরা এই ঈমানী দায়িত্ব তাঁর আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই "তবলিগী আশারা" পালনের মধ্য দিয়ে লাব্বায়েক আছি। প্রকৃত আহমদীর বৈশিষ্ট্য যদি চিন্তা করি তাহলে প্রথমেই আমাদেরকে নেক আমলকারী হয়ে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে, এটাই সকল আহমদীর ব্রত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেভাবে মহানবী (সা.) এর পবিত্র সান্নিধ্যের কারণে একটা বর্বর জাতি একটা সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

মূল কথা হলো মহানবী (সা.) যে শরীয়ত মানবজাতির জন্য এনেছিলেন সেই শরীয়তকে মানবজাতির মাঝে বাস্তবায়ন করার জন্য একটা সুপরিকল্পিত ও অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা কেবলমাত্র এই ঐশী-খেলাফতের আনুগত্যের মধ্য দিয়েই সম্ভব! যেখানে খেলাফত থাকবে সেখানের রাসূলের আনুগত্যও থাকবে। কারণ আল্লাহ্ তা'লা খলীফা ও আমীরের আনুগত্য করাকে ফরজ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে পরিবর্তন আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন তা যদি সাধিত না হয় তাহলে সকল উদ্দেশ্যই বৃথা। তিনি বলেছেন "আমার আগমনের উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববাসীদের এমন এক জামা'ত গঠন করা যারা হবে সত্যিকার মু'মিন। খোদার সত্ত্বায় থাকবে তাদের প্রকৃত ঈমান আর তার সাথে থাকবে তাদের সত্যিকার সম্পর্ক বন্ধন। ইসলাম হবে তাদের পরিচিতি আর মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ অনুসরণ হবে তাদের রীতি। তারা সংশোধন ও তাক্‌ওয়ার পথ অনুসরণ করবে।" শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে খিলাফতের মত অমূল্য নিয়ামত দান করেছেন। আজ পবিত্র ও সঠিক নেতৃত্বে বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

অশান্ত বিশ্বে একক ঐশী নেতৃত্বের বড়ই প্রয়োজন

সারাবিশ্বে আজ যে অশান্তিমূলক বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে। বিভিন্ন দেশের নানাবিধ মানুষ এ থেকে রেহাই পাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ বের করার চেষ্টায় রত। কিন্তু সবাই কি একথা একবারও ভেবে দেখে না যে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে অশান্তি, অরাজকতা, হানাহানি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম, খুন-খারাবী ইত্যাদি নানাবিধ অপকর্ম ছড়িয়ে পড়েছে সেসবই বিশ্বে অশান্তির মূল কারণ। যে বিষবাষ্প পুরো পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে তার মূল কারণ হল ধর্মে ব্যাক্তিগত ফায়দা লাভের চিন্তা ঢুকে পড়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার চিন্তা, সম্পদ বৃদ্ধির চিন্তা, ধর্মকে হাতিয়ার বানিয়ে ব্যবসার চিন্তা ইত্যাদি নানাবিধ মনোভাবের কারণে সারা বিশ্বে আজ ন্যায় বিচার ও নেতৃত্ব বলতে কিছুই নেই। নামমাত্র সবার ধর্ম আছে কিন্তু আসল ধর্মীয় চেতনা বিন্দুমাত্রও নেই। যার ফলে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ যুদ্ধ-বিগ্রহ দানা বেঁধেছে, মানুষ মানুষকে হত্যা করে আনন্দ পাচ্ছে, নিরীহ শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা চালাচ্ছে যা শান্তির ধর্ম ইসলামকে কলঙ্কিত করছে।

আজ শান্তি বলে বিশ্বে কিছুই অবশিষ্ট নেই। সর্বত্র হানাহানি, অরাজকতা বিরাজিত। বিশ্বনবী, বিশ্ব শান্তির নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) যিনি তাঁর সারাটি জীবন শান্তির বার্তা পৌঁছে গেছেন বিশ্বের মানুষের কাছে। আর আজ তাঁরই উম্মত হয়ে বিশ্বে অশান্তি বিরাজের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধ কখনও শান্তির পথ হতে পারে না। আমাদের প্রিয় নবী (সা.)ও কখনও যুদ্ধকে শান্তির পথ আখ্যা দেন নি। বরং সর্বত্র মানবের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রত নির্ঘুম রাতে দোয়ায় রত থেকেছেন। নিজে দুঃখ-কষ্ট, নিপীড়ন সহ্য করেছেন। তারপরও কারও জন্য শাস্তির দোয়া করেন নি। শত্রুর জন্যও ক্ষমার ও শান্তির দোয়া করেছেন। আজ এই অশান্ত বিশ্বে সবাইকে শান্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে। কোথায় গেলে পাওয়া যাবে সেই শান্তির ধর্ম। শান্তিধাম খুঁজতে অবশ্যই আমাদের একক নেতৃত্বের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হবে। খুঁজতে হবে শান্তিময় একক নেতৃত্বের ইমামকে। যাকে পেলে, যাকে মানলে বিশ্বময় শান্তি বিরাজ করবে তাকে খুঁজে পেতে হবে। এ বিষয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আদেশ দিয়েছেন যে, 'তোমরা মুসলমানদের ঐশী জামা'ত ও এদের ইমামকে আঁকড়ে ধর।' [বুখারী শরীফ, কিতাবুল মানাকিব]

এখন কথা হল মুসলমানদের এই ঐশী জামা'ত ও এদের ইমামকে আমরা কোথায় খুঁজে পাব? নিশ্চয় তাঁকে খুঁজে পাওয়ার জন্য বা তাঁকে চেনার জন্য মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) কিছু নিদর্শন উল্লেখ করেছেন। আমাদেরকে সেসব নিদর্শন খুঁজে বের করে যাচাই বাছাই করে ঐশী জামা'তকে আঁকড়ে ধরতে হবে। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী শেষ যুগের অর্থাৎ ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর যুগের অনেকগুলো লক্ষণ রয়েছে। সেগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ঃ মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও দলাদলি, মিথ্যা ও দুর্নীতির সর্বগ্রাসী প্রাদুর্ভাব, সুদ, মদ পান, জুয়া ও ব্যভিচারের ছড়াছড়ি, মরণাস্ত্রধারী পরাশক্তি তথা ইয়াজুজ-মাজুজের উত্থান, ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টানদের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন; পুস্তক-পুস্তিকার ব্যাপক প্রকাশনা; নর্তকী ও গায়িকাদের প্রাধান্য, উঁচু উঁচু অট্টালিকা ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয়ে গেছে যা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট। তাহলে, বলা যায় এ যুগই মহান ঐশী ইমামের তথা একক নেতৃত্বের অবশ্যম্ভাবী যুগ যা আমাদেরকে চিনে নিতে হবে এবং আঁকড়ে ধরতে হবে। তবেই সব হানাহানি, নৈরাজ্য আর অশান্তি দূরীভূত হয়ে যাবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমরা তাঁর সন্ধান পাবে তাঁর হাতে বয়আত করবে, যদি বরফের পাহাড়ের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল-মাহ্দী।' (সুনানে ইবনে মাজা)

তা হলে বোঝাই যাচ্ছে ঐশী ইমামকে মান্য করার গুরুত্ব কত ব্যাপক। আল্লাহ্ করুন আমরা সবাই যেন ঐশী ইমামকে চিনে নিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তে একীভূত হতে পারি। আর সর্বত্র বিরাজিত অরাজকতার অবসান তখনই সম্ভব যখন ঐশী নেতৃত্বের অধীনে এসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক ঐশী জামা'তের অন্তর্ভূক্ত আমরা হতে পারবো। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে ঐশী জামা'ত তথা আহমদীয়াতে দাখিল হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী
তেজগাঁও, ঢাকা

বিশ্বে শান্তির জন্য একক নেতৃত্বের বিকল্প নাই

তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্ত হাতে ধর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না (কুরআন)। নির্দিধায় এবং নিঃসংকোচে বলা যায় একক নেতৃত্ব বলতে পবিত্র খেলাফতই। এর বিকল্প সম্ভব নয়। ঐশী নিয়ামতের ব্যবস্থাপনায় যে জীবন সে জীবনই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন। ইসলাম পরিপূর্ণ দীন এবং ইসলামের নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত অনুগ্রহ। ইসলামী ব্যবস্থাপনার না এর পশ্চাৎ থেকে না এর সম্মুখ থেকে সামান্যতম ত্রুটি বের করা সম্ভব। ইসলামের নবী খাতামান নবীঈন। বিশ্বের না কোন বৈজ্ঞানিক না কোন ফিলোসফার বা না কোন মুনী ঋষির এ দাবি আছে যে তাদের মতবাদ বা শিক্ষা চিরস্থায়ী, চিরসত্য ও চির ত্রুটিমুক্ত। একমাত্র পবিত্র কুরআনই এ দাবিকারী।

তৌহিদের প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্ পাক ঐক্য ও শৃঙ্খলাকে পেশ করেছেন এবং বিশ্বের অবকাঠামো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেছেন–"এক প্রভু উত্তম না অসংখ্য প্রভু? – এ কথার ওপর চিন্তা করলে এক আল্লাহ্‌র সম্মুখে মস্তক অবনত হয়ে আসে। আর এ থেকেও আমরা একক নেতৃত্ব তথা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তাঁর প্রতিনিধির পবিত্র খেলাফতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। বিশ্ব সভ্যতার চিন্তা চেতনায় যে একক নেতৃত্বের স্বপ্ন জাগ্রত হয় নি তা নয়। তা হলে জটিলতা কোথায়? আর এ প্রশ্ন আসে যে তা হলে মুসলমানদের এ হেন দুর্দশা কেন? এমন এক অনন্য ও অসাধারণ পথ নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এত মতভেদ ও অনৈক্য কেন? এর উত্তর হল ঐশী নেতৃত্বের অভাব। মুসলমানরা আজ দলে উপদলে বিভক্ত আর এ বিভক্তির কারণ নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও এত ব্যাপক যে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ এক মুসলিম রাষ্ট্র অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাচ্ছে।

যদি স্বীকৃত আদর্শিক ঐক্য ও একক নেতৃত্বের অধীন তারা থাকতেন তবে এর কোন অবকাশই ছিল না। আসলে তারা নেতৃত্বহারা হয়ে প্রথমে মতিহারা এবং পরে দিশেহারা হয়েছেন। আল্লাহ্‌র ওয়াদা তিনি সৎকর্মশীলদের মধ্যে একক নেতৃত্ব তথা ঐশী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। সৎকর্মশীল হওয়ার পূর্ব শর্ত হল আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসূলের আদেশ মান্য করে আনুগত্য গ্রহণ করা। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে তিনি তাঁর ওয়াদানুযায়ী এ যুগের সংস্কারক ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কে প্রেরণ করে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছেন। দলাদলি, হানাহানি, বিশৃঙ্খলা ও বিপথগামীতা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র নিয়ামক হল পবিত্র খেলাফতের অধীন চলা।

মুসলমানদের বিভিন্ন ফিরকা মুখে না মানলেও তারা প্রত্যক্ষ করেছেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র খলীফার নেতৃত্বে কিভাবে বিশ্বের দিকে দিকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার লাভ করছে। এটা আজ আর কল্পনা নয় যে, লোক দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। বাস্তবে পুনঃর্বার প্রতিদিনই বিশ্বের অসংখ্য দেশের অসংখ্য লোক ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন এনে ধন্য হচ্ছেন। যৌক্তিকভাবে ও বিশ্ব শান্তির জন্য বিশ্ব ঐক্য, বিশ্ব বিবেক ও বিশ্বে একক নেতৃত্বের বিকল্প নাই।

বিশ্বের সব মুসলমান যদি এক হয়ে যায়, এক হাতে উঠাবসা করে তবে ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। ইসলামের বিজয় বলতে কেউ যেন মুসলমানদের (অর্থাৎ ব্যক্তি সত্তার) বিজয় না ভাবেন। ইসলামের বিজয় বলতে বিশ্ব মানবতা, বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব ঐক্য ও বিশ্বে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার বিজয়। চেষ্টা যে করা হয়নি তা নয়। তবে রাজনৈতিক ভাবে তা সম্ভব নয়। দৃষ্টি তার নিকট পৌঁছে না। তিনি দৃষ্টিতে ধরা দেন। একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই আমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করতে পারি।

পবিত্র খেলাফত সেই ঐশী অমূল্য অনুগ্রহ যা আল্লাহ্‌ পাক স্বয়ং আমাদের দান করেছেন। অতএব সব মুসলমানদের এবং সব মুসলিম দেশের রাষ্ট্রনায়কদের এবং বিশ্বের সর্বস্তরের নাগরিক ও রাষ্ট্র প্রধানদের এ দিকে মনযোগী হওয়া উচিত। খলীফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আই.) বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে দিক নির্দেশনা দান করে যাচ্ছেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার এ অভিযানে মুসলিম বিশ্ব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অংশগ্রহণ করবে ততই মঙ্গল। সবাই শান্তির ছায়াতলে একক ঐশী নেতৃত্বের অধীন আশ্রয় গ্রহণ করুন। আল্লাহ্‌ পাক সবাইকে সে তৌফিক দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"পবিত্র রমযানে আমাদের করণীয়"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ৩১ মে, ২০১৫-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো দুই সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ঈদ হোক ইবাদত।

২। পবিত্রতা রক্ষায় বিয়ের গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

পাক্ষিক আহমদী-তে আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

দৃষ্টি আকর্ষণ

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামা'তের যে সকল সদস্য 'পাক্ষিক আহমদী' পত্রিকার গ্রাহক কিন্তু তাদের গ্রাহক চাঁদা বকেয়া রয়েছে তাদের বকেয়া চাঁদা সংগ্রহ করে কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এছাড়া যারা পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক নন তারা মাত্র ২৫০/- টাকায় পুরো এক বছরের গ্রাহক হতে পারেন আর বহির্দেশে গ্রাহকদের জন্য ১০০ ডলার। আর যদি প্রতি কপি ক্রয় করতে চান তাহলে তার মূল্য ২০/- টাকা।

মাহবুব হোসেন
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
যোগাযোগ : ০১৯১৮-৩০০১৫৬,
০১৬৮৬২৬৪৫৯৬

সংবাদ

জগদল জামা'তের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০৪/২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ জগদল জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, জগদল। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব হারুনার রশিদ। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব নুর নবী ইসলাম। এতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনী নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মৌ. মাহমুদ আহমদ আনসারী এবং মৌ. শামিম আহমদ। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ করা হয়। উক্ত জলসায় ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান

নাসেরাবাদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ২৩/০৩/২০১৫ তারিখ সকাল ১০টায় নাসেরাবাদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া একই দিন বিকাল ৩টায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। উভয় অনুষ্ঠানদয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত-এর মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. মনিরুজ্জামান ভূইয়া, জনাব আব্দুল জলিল, মওলানা খোরশেদ আলম এবং মোহতরম মোহাম্মদ হাবিবউল্লাহ্, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুস সাদেক

১৭তম বার্ষিক খুলনা বিভাগীয় ওয়াকফে নও তালিম-তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ হতে ১৬ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী ১৭তম বার্ষিক খুলনা বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবনের 'বায়তুল সালাম' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ১২ এপ্রিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রাকিবুল হাসান এবং নযম পাঠ করেন গাজী তাহের আহমদ, সভাপতিত্ব করেন জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ সরকার। উপস্থিত ওয়াকফে নও ও ওয়াকফে নও পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা রইস আহমদ ও মৌ. শেখ আব্দুল ওয়াদুদ।

ওয়াকফে নওদের তালিম ও তরবিয়তী ক্লাস শেষে তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, দ্বীনিমালুমাত, বক্তৃতা, কুইজ ও খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে এবং পিতা মাতাদের মধ্যে দ্বীনিমালুমাত বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ এপ্রিল বিকাল ৩-৩০ মিনিটে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারীর সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রাকিবুল হাসান, নযম পাঠ করেন বুশরা আহমদ এবং পিতা ও মাতাদের মধ্য হতে বক্তব্য রাখেন জি, এম, সাব্বীর আহমদ ও মিসেস সেলিনা ইসলাম। অতঃপর এস, এম, রবিউল ইসলাম সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। এছাড়া মওলানা রইস আহমদ এবং স্থানীয় আমীর এতে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া ওয়াকফে নও সন্তানদেরকে নিয়ে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয় সাতক্ষীরার ঐতিহাসিক মোজাফ্ফর গার্ডেনে। উক্ত ওয়াকফে নও সম্মেলনে সুন্দরবন জামা'তের ৪১ জন ওয়াকফে নও, ২৬ জন ওয়াকফে নও পিতা ও ৪১ জন ওয়াকফে নও মাতা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন স্থানীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন কমিটি।

এস, এম, রবিউল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০৩/২০১৫ তারিখ সোমবার বিকাল ৩ ঘটিকায় সেলিনা ইলাহীর বাসায় (বানগাতী) তবলীগে সেমিনারের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত তবলীগে সেমিনারে সভানেত্রী ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মিনান্নাহার মফিজ। হাদীস পাঠ করেন সেলিনা ইলাহী। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী।

এরপর বয়আতের শর্ত পড়ে শোনান রোকসানা মঞ্জুর। এপর নযম পেশ করেন তাহেরা মাজেদ। এতে বিভিন্ন তবলীগ সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা মঞ্জুর

রামপুরে তালিম ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১০, ১১ ও ১২ এপ্রিল ২০১৫ লাজনা ইমাইল্লাহ্ রামপুরে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ক্লাস শুরু হয়। ক্লাসে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার, ওসীয়্যতের গুরুত্ব, দোয়া কবুলিয়্যত, সহীহ্ কুরআন তেলাওয়াত, অর্থসহ নামায এবং উর্দু শেখানো হয়। ক্লাসে ১ম দিন ১৪৮ জন, ২য় দিন ৯৬ জন এবং ৩য় দিন ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাসে ঢাকা থেকে আগত মরিয়ম সুলতানা নায়েব সদর-২ এবং রেহেনা খায়ের জেনারেল সেক্রেটারী উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তাহেরা রহমান মুমতাহিনা

দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত

খুলনা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনার উদ্যোগে গত ২৭/০৩/২০১৫ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক-এর সভাপতিত্বে দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মদ মফিজুর রহমান এবং নযম পাঠ করে শুনান জনাব মুনিবুর রহমান আসিফ। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন, তাঁর সত্যতা ও তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব এম এ শাহীন আহমদ এবং মওলানা খুরশিদ আলম। সবশেষে দিবসের সভাপতি তার বক্তৃতায় জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর উপদেশাবলী স্মরণ করিয়ে সে মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনা করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এম, এ, শাহীন আহমদ

কটিয়াদী

গত ২৭/০৩/২০১৫ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্ কটিয়াদীর উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট এম, এ হান্নান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কটিয়াদী। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে দিবসের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার। এতে ৩৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রুহুল আমিন

নূরনগর/ঈশ্বরদী

গত ২৭/০৩/২০১৫ বাদ জুমুআ নূরনগর ঈশ্বরদীতে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান-এর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ তৌফিক জামান (মাহী), এরপর নযম পাঠ করেন মুহাম্মদ মাসরূর রহমান (শাওন) এবং এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী নিয়ে বিভিন্ন বক্তাগণ আলোকপাত করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

আশরাফ আলী খান

পুরুলিয়া

গত ২৩ মার্চ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পুরুলিয়ার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুস সাত্তার। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব নূরুল ইসলাম। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব রকিবুল আহমদ শান্ত, নযম পাঠ করেন জনাব এনামুল হক সরকার। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা, তাঁকে মানার গুরুত্বসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মৌ. সাদেক আহমদ, মৌ. মজিদুল ইসলাম, জনাব ডা. আজহারুল ইসলাম এবং জনাব নূরুল ইসলাম। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আল-আমিন হক তুষার

কৃতি ছাত্র/ছাত্রী

* আহমদীয় মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রাম-এর সদস্য, তাসভীর আহমদ (আদির) পিতা: হারুনুর রশিদ বুলবুল, মাতা: জাকিয়া নাসিরিন, চট্টগ্রাম শাহীন কলেজ থেকে জে.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং Golden GPA-5.00 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে উল্লেখ্য যে, সে ইতিপূর্বে পি.এস.সি পরীক্ষাতেও অনরূপভাবে Golden GPA-5.00 পেয়েছিল। সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসি মরহুম সেকেন্দার মিঞার ছেলের ঘরের নাতি এবং আবু জাহিদ সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতি।

খোদা তা'লা যেন তার নেক ইচ্ছা পূরণ এবং তাকে খোদাভিরুতা, দয়া ও রহমতের চাদরে আবৃত্ত রাখেন সেজন্য জামা'তের সকল ভাই-বোনদের নিকটা দোয়া প্রার্থী।

খালিদ আহমদ সিরাজী
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয় মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম

* মহান আল্লাহ্ তা'লার রহমতে আমাদের জ্যেষ্ঠ কন্যা সাদিয়া সিদ্দিকা পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ২০১৪ সালের এস এস সি পরীক্ষায় জিপিএ গোল্ডেন ৫সহ দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড থেকে বৃত্তি পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সাদিয়া সিদ্দিকা পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

এছাড়া আমাদের কনিষ্ঠ কন্যা মরিয়ম সিদ্দিকা ২০১৪ সালে পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১৪ সালের জে এস সি পরীক্ষায় জিপিএ গোল্ডেন ৫সহ দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমানে সে একই বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

মহান আল্লাহ্ তা'লা যাতে আমাদের দুই কন্যাকে সু-স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবি ও উচ্চ শিক্ষা লাভের মাধ্যমে জামা'তের খেদমত করার তৌফিক দান করেন, সেজন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট দোয়ার প্রার্থনা করছি।

পিতা-মহিউদ্দীন আহমদ
মাতা- আয়েশা সিদ্দিকা
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আহমদনগর

আপনার জামা'ত বা মজলিসের সংবাদ পাঠাতে নিচের ঠিকানায় ই-মেইল করুন
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত গত শুক্রবার ৮ মে-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (৮ মে, ২০১৫) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঐশী জ্ঞানের আলোকে কাদিয়ানের উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সাধারণত জনবসতি বৃদ্ধির কারণে শহর উন্নতি করে অথবা প্রধান সড়কের পাশে অবস্থিত জনবসতি উন্নতি করে। কিন্তু কাদিয়ান তো ছিল একটি গন্ড গ্রাম, দেশের এক কোনায় অবস্থিত। এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে দু'একটি বিল্ডিং হয়তো ছিল কিন্তু অধিকাংশ বাড়ী-ঘরই ছিল মাটির। মেঠো পথ ছিল। কোন কল-কারখানা ছিল না। এমনকি রেল লাইন ছিল কাদিয়ান থেকে ১১মাইল দূরে। আর বিপাশা নদী ছিল গ্রাম থেকে প্রায় ৯মাইল উত্তর দিকে। জনসংখ্যাও ছিল হাতেগোনা। সে যুগে একজন মানুষ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কাদিয়ান উন্নতি করবে আর বাস্তবে তদ্রুপই হয়েছে। আজ কেউ যদি কাদিয়ান যায় তাহলে তিনি কাদিয়ানের পরিবর্তিত রূপ দেখে খোদার মহিমা কীর্ত্তন না করে থাকতে পারবেন না।

হুযূর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর লেখা এবং বক্তৃতার বিভিন্ন অংশ উপস্থাপন করেন যাতে তিনি প্রাথমিক যুগের কাদিয়ানের চিত্র তুলে ধরেন এবং সে যুগেই যে কাদিয়ান কতটা উন্নতি করেছিল তারও বিবরণ দেন। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মসজিদে মোবারকের প্রথম যুগের চিত্র তুলে ধরে বলেন, সে যুগে মসজিদে এক বা দু' কাতার মুসল্লি নামায পড়তেন আর কোনদিন ৩ কাতার হলে আমরা বড়ই অবাক হতাম এই ভেবে যে, এত মানুষ কোথা থেকে এলেন। আর এক কাতারে মাত্র ৬ থেকে ৭জন মানুষ নামায পড়তে পারতো অথচ আজ দেখুন! সেই কাদিয়ানে-ই প্রতি বেলার নামাযে কত মানুষ একত্রে নামায পড়ছেন।

খলীফা সানী আরো বলেন, এমন যুগও আমি দেখেছি যখন বাল্যকালে আমাদের বিরুদ্ধবাদী চাচী আমাকে তীর্যক ভাষায় বলতেন ***"কাকের বাচ্চা কাকই হয়"***। আবার এমন সময়ও এসেছে যখন সেই একই চাচী বয়আত করার কল্যাণে আমার প্রতি এতটাই শ্রদ্ধাবোধ দেখান যে, কখনো তাঁর কষ্টের কথা ভেবে এমনটি করতে বারণ করলে তিনি বলতেন, আপনি আমার পীর, আপনার জন্য না করলে কার জন্য করবো?

হুযূর (আই.) বলেন, এসব উন্নতি খোদার ফযলেই হয়। আর এসব উন্নতি মূলতঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু খোদার এই কৃপাকে ধরে রাখার জন্য আমাদের একান্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর ইবাদত করতে হবে। মসজিদ আবাদ করতে হবে। আর এটি শুধু কাদিয়ানেই নয় পৃথিবীর সর্বত্রই আহমদীদের মসজিদ ছোট হয়ে যাওয়া উচিত। কাদিয়ানের মসজিদে আকসার সম্প্রসারণ সম্পর্কে হুযূর বলেন, মসজিদ চুতস্পার্শ্বে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যদি এরচেয়েও বেশি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে আরো বড় মসজিদ নির্মাণ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। কাদিয়ান এখন ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে। এখনও বিপাশা নদী পর্যন্ত না পৌঁছলেও সে পর্যন্ত পৌঁছবে আর এমনও হতে পারে যে, হুশিয়ারপুর পর্যন্ত কাদিয়ান প্রসার লাভ করবে।

এরপর খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সন্তানদের তরবীয়ত, খোদার ওপর দৃঢ় আস্থা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালবাসা এবং নামাযের গুরুত্ব প্রদান সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন। যা থেকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং মহানবীর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর গভীর আত্মাভিমানের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

খুতবার শেষদিকে হুযূর বলেন, জামা'তের উন্নতির ক্ষেত্রে অনেক সময় বাঁধা-বিপত্তি এসে থাকে। এতে জামা'তের সভ্যদের বিচলিত হবার কিছু নেই, এগুলো ভবিতব্য, এগুলো পূর্ণ হওয়া আবশ্যক কেননা এর মাধ্যমেই জামা'ত উন্নতি ও দৃঢ়তা লাভ করে এবং করছে। তবে, আমাদের সবাইকে নিজ নিজ ইবাদত, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, আভ্যন্তরীণ পবিত্র পরিবর্তন সাধনে সদা সচেষ্টা থাকতে হবে।

আমাদের সবাইকে নিজ নিজ ইবাদত, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, আভ্যন্তরীণ পবিত্র পরিবর্তন সাধনে সদা সচেষ্টা থাকতে হবে।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ সাত বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে দশম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি করা হবে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সকল স্থানীয় জামা'ত হতে বেশি বেশি দরখাস্ত পাবার আশা করা হচ্ছে। ভর্তিচ্ছুদের দরখাস্ত আগামী ৩১/০৫/২০১৫ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, ৪নং বকশী বাজার, ঢাকা বরাবর পৌঁছাতে হবে।

আগামী ০৯/০৬/২০১৫ইং হতে ১২/০৬/২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। ***আবেদনকারীকে অবশ্যই ০৮/০৬/২০১৫ইং তারিখ বিকাল ৫.০০টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হবে।***

আবেদনকারীর যোগ্যতা হবে নিম্নরূপ ঃ (১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড অর্জনকারী হতে হবে। (২) এ বছর এইচ. এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর (৫) ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি-বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে (৮) ভাল আহমদী ও তাকওয়াশীল এবং জামা'তি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে (৯) আরবী, উর্দ্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে (১১) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড-এ ভাল ফলাফল করতে হবে

(১২) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে- অন্যথায় আবেদন পত্র অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামা'তের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতগ্রহণকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে। (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে (জ) জামা'তি/মজলিসি চাঁদা পরিশোধ রয়েছে মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ-যোগ্যতা থাকলে তা উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামা'তের এমন দু'জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে, যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামা'তের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে তবে তা উল্লেখ করুন।

বি. দ্র. পত্রটির বিষয় বস্তু ব্যাপকভাবে প্রত্যেক স্থানীয়-জামা'ত, হালকা ও পকেট সমূহে প্রচারের জন্য বিনিত অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে নিম্নের মোবাইল নম্বরসমূহে যোগাযোগ করা যেতে পারে- ০১১৯১৩৬৩৪১৮, ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১।

মোহাম্মদ হবীব উল্লাহ
সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

IT ACADEMY
৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ
১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ
1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ
১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ
সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ সাইদুর রহমান
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৯১১ ৫০১৮৩২

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

N AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 21st Issue

The Ahmadi
Fortnightly

15th May, 2015 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta
CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com